উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ সোমবার ৪.০০ টাকা 20 November 2023 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

দুর্দান্ত একটা দিনের অংশ হতে পেরে রোমাঞ্চিত।
– ট্রাভিস হেড

আমরা সত্যিই ভালো খেলতে পারিনি, তবে দলের জন্য গর্বিত।
–রোহিত শর্মা

নীল দিগন্তে আঁধার

হেডের কাছে হারল হৃদয়

ভারত–২৪০
অস্ট্রেলিয়া–২৪১/৪

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ১৯ নভেম্বর : হতাশায় ঝুঁকে যাওয়া মুখচোখ। শরীরীভাষায় বিস্ময়ের ছাপ স্পষ্ট। খেলা শেষ হওয়ার অনেক আগে থেকেই ভরা গ্যালারির নীল জার্সিধারীদের চোখে জল!

দুই রান নিয়ে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বজয় নিশ্চিত করতেই মাঠেই হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন মহম্মদ সিরাজ। অনেক কষ্টে নিজের আবেগ সামলালেন লোকেশ রাহুল। অধিনায়ক রোহিত শর্মা আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু খুঁজতে চাইলেন।

এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। স্বপ্নভঙ্গ ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন নয়। অতীতেও হয়েছে। হয়তো আগামীদিনেও হবে।

কিন্তু তা বলে এভাবে? তাও আবার ঘরের মাঠে। অনায়াসে ম্যাচ জেতার 'অভ্যাস' তৈরি করা টিম ইন্ডিয়া চাপে পড়তেই গুটিয়ে যাবে এভাবে? যে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম সংস্কারের পর থেকে ভারতীয় ক্রিকেটের 'পয়া' মাঠ হয়ে উঠেছিল। যেখানে টিম ইন্ডিয়া কো হারানা মুশকিল হি নেহি, না মুমকিন হ্যায়– এমন মিথ তৈরি হয়েছিল গত দুই-তিন বছরে। সেই মঞ্চেই কিনা তৃতীয়বার বিশ্বসেরা হওয়ার স্বপ্নভঙ্গ! সেটা আবার দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে! আর ফাইনাল ফ্রন্টিয়ারের নায়ক অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড (১২০ বলে ১৩৭)। অসাধারণ শতরান করলেন। ওভালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে করেছিলেন ১৬৩। আজও শতরান করে একার হাতে দলকে টানলেন। দোসর হিসেবে পেলেন মার্নাস লাবুশেনকে (অপরাজিত ৫৮)। তাঁদের ১৯২ রানের পার্টনারশিপ অজিদের বিশ্বজয়ের ভিত গড়ে দিয়েছিল। তার আগে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার (৪৭) অবিশ্বাস্য ক্যাচ ধরে ম্যাচের সেরাও হলেন। সবমিলিয়ে হেডের ক্রিকেটীয় 'শাসনে' নতজানু হয়ে ভারতকে রানার্স হতে হল বিশ্বকাপের মঞ্চে।

দুপুর থেকে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার দিকে যত এগিয়ে গিয়েছে বিশ্বকাপ ফাইনাল, ততই মোদি স্টেডিয়ামের নীল সাগরে ঢেউ 'শান্ত' হয়ে গিয়েছে। কখনও হয়তো বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ঢেউয়ের দেখা মিলেছিল ঠিকই, তবে সেটা সাময়িক। সেই ঢেউয়ের মধ্যে ভেদশক্তির বড্ড অভাব ছিল। কারণ, ক্রিকেটের তিন বিভাগেই আজ খেলার শুরু থেকে টিম ইন্ডিয়াকে টেক্কা দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। যার শুরুটা হয়েছিল অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স (৩৪/২) টস জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার চমকপ্রদ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে।

বিশ্বসেরার মঞ্চে অস্ট্রেলিয়াকে সামনে পেলে ভারত কি অতিরিক্ত চাপে পড়ে যায়? নাকি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস দেখাতে গিয়ে স্বপ্নভঙ্গ হয়? অস্ট্রেলিয়ার প্রথম একাদশে হেড নামক কোনও ক্রিকেটার থাকলে কি ভারত আরও বেশি অস্বস্তিতে পড়ে?

এরপর বারোর পাতায়

তখন হার প্রায় নিশ্চিত। টিম ইন্ডিয়ার মুখে তারই প্রতিচ্ছবি। রবিবার আহমেদাবাদে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে।

হারের পাঁচ কারণ

- হেড ও লাবুশেনের দুরন্ত ব্যাটিং
- হেডের অবিশ্বাস্য ক্যাচে ফেরানো রোহিতকে, যা মনে করায় ১৯৮৩ সালে কপিলের ক্যাচ
- বিরাট কোহলির প্লেড অন আউট হয়ে যাওয়া
- ভারতীয়দের খারাপ ফিল্ডিং। ৪৭ রানে ৩ উইকেট যাওয়ার পর বোলাররাও আগের ফর্ম দেখাতে ব্যর্থ
- বড় মঞ্চে এসে ব্যর্থ শুভমান গিল, সূর্যকুমার যাদব ও শ্রেয়স আইয়ারও

স্বপ্নের দিন শেষ হল স্বপ্নভঙ্গের রাতে

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ১৯ নভেম্বর : দেবা দেবা!

প্রীতম গাইছিলেন। আর সেই গানের সঙ্গে তাল মেলাচ্ছিল নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম।

নীল গ্যালারির হিল্লোল এক মায়াবী পরিবেশ তৈরি করেছিল রবি–সন্ধ্যার মোদি স্টেডিয়ামে। কিন্তু সেই মায়াবী বিকেল যে দুঃস্বপ্নের রাতে বদলে যাবে– সেটা কে–ই বা ভেবেছিল? সামি–বুমরাহর ওপেনিং স্পেলে আগুনের ফুলকি থাকলেও অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং লাইনআপকে শেষপর্যন্ত তা জ্বালিয়ে দিতে পারল না।

টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে ২৪০ রানে অলআউট রোহিত শর্মার ভারত। এই রান কি অজিদের রুখে দিয়ে বিশ্বসেরা হওয়ার জন্য যথেষ্ট? টিম ইন্ডিয়া পারবে কি ফের বিশ্বকাপ জিততে? সময়ের সঙ্গে এমন প্রশ্ন, জল্পনা নৈশালোকের মোদি স্টেডিয়ামে 'চাক দে' ইন্ডিয়ার আবহ তৈরি করেছিল। দোসর হিসেবে ছিল নীল রং। থুড়ি, একটু ভুল হয়ে গেল। মোদি স্টেডিয়ামের ভরা গ্যালারিকে শুধু নীল রং বললে ভুল হবে। বলা উচিত, নীল সাগর। যেখানে আর অন্য কোনও রংয়ের থাকার কথাও ছিল না।

সকাল থেকেই আজ আহমেদাবাদের রং নীল। সমস্ত দোকানের সামনে নীল জার্সির জটলা। বেলা দশটা থেকেই শহরের সব পথ আজ মোদি স্টেডিয়ামের দিকে। ওলা–উবের বা অটো যদি আপনাকে মোদি স্টেডিয়ামের মূল প্রবেশদ্বার পর্যন্ত পৌঁছে দিতে নাও পারে, দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। কারণ, ক্রিকেটপ্রেমীদের কিলোমিটারের পর কিলোমিটার হাঁটতে কোনও সমস্যা নেই। ভিভিআইপিদের নিরাপত্তার কারণে আহমেদাবাদ শহরের বহু রাস্তাতেই আজ নো এন্ট্রি। কিন্তু তাতে কী? রবিবারের মোদি স্টেডিয়ামে ভারতের বিশ্বজয়ের সাক্ষী থাকার সুযোগ কেউ হাতছাড়া করতে চাননি। করার কথাও নয়। টানা দশ ম্যাচ জিতে রোহিতের ভারতই যে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন উসকে দিয়েছে প্রবলভাবে।

টসে জিতে অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স দুনিয়াকে চমকে দিয়ে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত অবাক করেছিল সবাইকে। সন্ধ্যা–রাতের দিকে শিশিরের সম্ভাবনার কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অজি অধিনায়ক। কামিন্সের অবাক সিদ্ধান্তের বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই মোদি স্টেডিয়ামে ভারতীয় বায়ুসেনার সূর্য কিরণ এয়ারোবেটিক দলের বিশেষ বিমান শো তখন শুরু হয়ে গিয়েছিল। কান ঝালাফালা করে দেওয়ার মতো অবস্থা তখন মোদি স্টেডিয়ামের এক লাখ তিরিশ হাজারের ভরা গ্যালারির। স্টেডিয়ামের ছাদের সামান্য উপর দিয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে যেভাবে যুদ্ধ বিমানগুলি আকাশে আসছিল, আর মিলিয়ে যাচ্ছিল– এমনটা তো হলিউডের সিনেমায় দেখা যায়। শব্দব্রহ্মের কারণে কারও আচমকা হৃদরোগ হয়ে গেলে কিছু করার থাকত না।

বেলা দেড়টায় বিশ্বকাপ ফাইনালের টসের আগেই গ্যালারি প্রায় ভর্তি। সেই ভরা গ্যালারিতে আচমকা দেখা হয়ে গেল বাঁকুড়ার শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শুধু এই ফাইনাল ম্যাচ দেখার জন্যই তিনি অনেক আগে থেকে পরিকল্পনা করে টিকিট কেটে হাজির হয়েছিলেন মোদি স্টেডিয়ামে। তাঁর মতো বহু মানুষ দেশের নানা প্রান্ত থেকেই আজ উপস্থিত হয়েছিলেন মোদি স্টেডিয়ামে।

এরপর বারোর পাতায়

এই ছবিটাই বলে দিচ্ছে গোটা ভারতের হতাশা। ফাইনালের পর বিরাট।

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ

সুবোধ সরকার

নবম ওভার ছিল আগুন। রোহিত ছয় নিলেন। তারপর চার। তারপর আর একটি ছয়। সেটা হল না। হেড ধরে ফেললেন একটা অভাবনীয় ক্যাচ। এটা এমন একটা ক্যাচ, যাকে ভারতবর্ষের একটা ফুসফুস বলা যায়। হেড দশটা আঙুল দিয়ে একটা ফুসফুস কামড়ে ধরে আছে গুজরাটে, আমার মনে হল , কলকাতায় বসে, মাই লাং ইজ ব্লিডিং। অর্জুন দেখতে পাচ্ছেন ভাইয়ের রক্ত পড়ে আছে মাঠে, সেই রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁকে বাঁচতে হবে। অর্জুন বাঁচলে গোটা ভারত বাঁচবে। অর্জুন ফিশফিশ করে কোহলিকে বললেন, তোমার ভেতরে যে ভলকানো তাকে ক্ষণকাল সংহত করো। ক্ষমতাপ্রদর্শন সবসময় ক্ষমতা নয়, ক্ষমতা না দেখানোও হল এক হিরণ্ময় ক্ষমতা। এগারোটা চিতাবাঘের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কোহলি নিজেকে অকোহলীয় করে এগোতে লাগলেন। নিয়তির মুচকি হাসির মতো একটা হাসি দিলেন ভারতবর্ষকে। তখন তাঁর ৩৪ বলে ৩৩ রান। সংযমের চূড়ান্তকে ধারণ করে হাফ সেঞ্চুরি করলেন।

হোমারের মহাকাব্যে অ্যাকিলিস সশস্ত্র হয়ে যুদ্ধে যাবার আগে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, মা বললেন, 'অ্যাকিলিস তুমি আমার পুত্র, তুমি যদি নিহত হও, আমি কষ্ট পাব, কিন্তু তুমি যদি যুদ্ধে না যাও আমি আরও কষ্ট পাব, একজন কাপুরুষের জননী হিসেবে বেঁচে থাকব।' কোহলি যুদ্ধে গেলেন, বীরের মতো সংযত হয়ে লড়াই করলেন। কিন্তু পারলেন না। একজন বীরও সবচেয়ে অনিবার্য দিনে হেরে যান।

অস্ট্রেলিয়া ব্যাট করতে নেমেই প্রথম ওভারে সতেরো রান।

এরপর আটের পাতায়

বিশ্বকাপ জয়েও মাথাব্যথা ছিল না সিডনিতে

পিনাকী চট্টোপাধ্যায়

অস্ট্রেলিয়া থেকে বিশেষ প্রতিবেদন

সিডনি, ১৯ নভেম্বর : বিশ্বকাপ ফাইনালের দিন সকাল থেকে সিডনির রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে মনে পড়ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের কথা।

'গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃন্ময় গৃহ মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব।'

বঙ্কিমের লেখনীতে আনন্দমঠ শুরু হয়েছিল এভাবে। বিশ্বকাপ ফাইনালের দিন বাংলা ক্যালেন্ডারের ১১৭৬–এর সঙ্গে অবিকল মিলে যাচ্ছিল সিডনির এই জনপদ। রেলস্টেশনের উলটোদিকের পাব, দু'পা হাঁটলেই– লাস ভেগাস। পাবের সামনের পার্কিং একেবারে ভরে থাকে শুক্র–শনি সন্ধ্যায়। পাবের সামনে প্রায় দুশো গাড়ির পার্কিং রয়েছে। সব ধু–ধু

ট্রফি তুলে দেওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে অভিনন্দন নরেন্দ্র মোদির। পাশে অস্ট্রেলিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী রিচার্ড মারলেস।

করছে। তিনখানা গাড়ি তাতে। সন্দেহ হচ্ছিল, আজ বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত হচ্ছে কি না।

সিডনি, মেলবোর্ন, পারথ, অ্যাডিলেড– অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ শহরেই বিশ্বকাপ ফাইনাল ঘিরে এক ছবি। প্রবাসী ভারতীয়রা মুখিয়ে ছিলেন ম্যাচ দেখার জন্য। অস্ট্রেলিয়ানদের তেমন কোনও তাপ–উত্তাপ ছিল না। ম্যাচ যখন শেষ হল, সিডনি–মেলবোর্নে তখন রাত প্রায় পৌনে তিনটে। ক্রিকেটারদের বন্ধুবান্ধব, ক্রিকেটার–প্রাক্তন ক্রিকেটার ছাড়া কে জয়োৎসব নিয়ে ভাববে? ক্রিকেট মহলের মাথাব্যথা থাকতে পারে, তবে সাধারণ মানুষের কোনও চিন্তা ছিল না। একটাই কারণ। অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট জনপ্রিয়তায় তলানিতে চলে গিয়েছে অনেকদিন।

সিডনির সকালটা তার ইঙ্গিত দিয়েছিল। জনশূন্য লাস ভেগাসকে পিছনে ফেলে রেখে গেলাম আরও একটা ক্লাবে। পাব–রেস্তোরাঁ সব আছে সেখানে। রুটি হিল আর এস এল। ফাইভ স্টার হোটেলের মতো ক্লাব। সেখানে এসেও মনে হল না, ম্যাচ নিয়ে আমজনতার মাথাব্যথা রয়েছে। তার পরে আরও একটা পাব। সেটাও জনশূন্য। একশো বছর পেরিয়ে যাওয়া অন্য একটি পাব জনশূন্য। বাইরে কিছু বেঞ্চি, টেবিল পাতা। নিওনের আলো জ্বলছে, কিন্তু কেউ কোথাও নেই। ভেতরে একটা ছোট টেলিভিশন স্ক্রিনে ক্রিকেট দেখাচ্ছিল। বাকি দশটা টিভি স্ক্রিনে নিয়মিত বিনোদনের কিছু সোপ দেখানো হচ্ছে। হলফ করে বলতে পারি, দেশের সেরা কাগজ সিডনি মর্নিং হেরাল্ডের প্রথম পাতার সাত কলামজুড়ে ক্রিকেট নিয়ে হেডিং থাকছে না। অস্ট্রেলিয়া জিতলেও থাকবে না, হারলেও না।

অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যে অবশ্য যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তবে দারুণ আগ্রহ ছিল বলা যায় না। আমারই পাশে বসে খেলা দেখছিল আমার সতেরো বছরের ছেলে ঋক। ও সকালে জানল, ফাইনালে ভারত–অস্ট্রেলিয়া আজ। খেলা দেখতে দেখতে অনর্গল টেক্সট করে যাচ্ছিল মোবাইলে।

এরপর আটের পাতায়

জীববৈচিত্র্যকে জানতে সমুদ্রের নীচে অনলাইন ক্লাস

ফ্লোরিডা, ১৯ নভেম্বর : সমুদ্রের নীচের জগৎটা ঠিক কেমন? এই নিয়ে অনেকেরই বেশ আগ্রহ থাকে। সিনেমায় বা টেলিভিশনে অনেক সময় সেই দৃশ্য দেখানোও হয়।

কিন্তু সেসবই সাময়িক। প্রতিদিন সেই জগতে ঠিক কী পরিবর্তন ঘটছে তা জানতে পারা সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। কিন্তু স্বচক্ষে সেই অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে চেয়েছিলেন এক মার্কিন অধ্যাপক। তাই রীতিমতো প্রস্তুতি নিয়ে সমুদ্রের নীচে থাকার ব্যবস্থা করে ফেলেন তিনি। আর এভাবেই তিনি কাটিয়ে ফেলেন ৭৪ দিন।

এর আগে একটানা সমুদ্রের নীচে থাকার রেকর্ড গড়েছিলেন আরও এক মার্কিন ব্যক্তি। তবে তিনি সমুদ্রের নীচে কাটিয়েছিলেন ৭৩ দিন। তাই ফ্লোরিডার অধ্যাপক জোসেফ ডিটুরি তার থেকে একদিন বেশি সমুদ্রের গভীরে কাটিয়েই গড়ে ফেলেছেন নতুন বিশ্বরেকর্ড।

যদিও এখনই উপরে আসার কোনও ইচ্ছা তাঁর নেই। মোট ১০০ দিন ওইভাবে সমুদ্রের নীচে কাটাতে চান তিনি। আসলে বরাবরই সমুদ্রের নীচের জগৎ সম্পর্কে তাঁর অসীম আগ্রহ। তাঁর অধ্যাপনার বিষয়ও জীববিজ্ঞান। তাই নিজের চোখেই সামুদ্রিক প্রাণীদের রকমফের দেখতে চেয়েছিলেন তিনি। এই কাজে তাঁর ইউনিভার্সিটিও যথেষ্ট উৎসাহ জুগিয়েছে। কারণ দীর্ঘ ৭৪ দিন জলের নীচে থেকেও নিয়মিত ক্লাস করিয়েছেন তিনি।

বলা ভালো, এই ক্লাসগুলো তাঁর সাধারণ ক্লাসের তুলনায় অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল। যেখানে তিনি ক্লাসরুমে বসে কোনও সামুদ্রিক প্রাণীর ছবি দেখাতে পারতেন, সেখানে সমুদ্রের তলায় সরাসরি সেইসব প্রাণীদের দেখাতে পেরেছেন। যা খুবই উপভোগ করেছেন তাঁর ছাত্রছাত্রীরাও। শুধু তাই নয়, অনলাইনে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা পড়ুয়াদের ক্লাস করাতে পেরেছেন। এই ক'দিনে মোট ২৫০০ পড়ুয়াকে ক্লাস করিয়েছেন তিনি।

তবে আগামীদিনেও এই ধারা বজায় রাখতে চান ডিটুরি। সকলকে সমুদ্রের নীচে থাকা জগৎ সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলাই, তাঁর আসল উদ্দেশ্য। এই ক'দিনে একাধিক জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়েছেন তিনি। তাঁর জন্য বিশেষ এক ঘরও বানানো হয়েছে সমুদ্রের তলদেশে। যেখান থেকে অনায়াসে ভিডিও রেকর্ড করতে পারতেন তিনি।

সমুদ্র গহ্বরের অপরূপ দৃশ্য। এর তথ্য পড়ুয়াদের সামনে এনেছেন এক মার্কিনি।

তবে এতদিন জলের নীচে থাকার দরুন সূর্যের আলোর সংস্পর্শে একেবারেই আসতে পারেননি ডিটুরি। যা খুবই অস্বস্তিকর মনে হয়েছে তাঁর জন্য। তবে এভাবেই আরও ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে পারবেন বলেই দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর। তাই যতই কষ্ট বা অস্বস্তি হোক, মোট ১০০ দিন জলের নীচে কাটিয়ে, তারপরই ওপরে আসবেন বলে ঠিক করেছেন এই অধ্যাপক।

দশ বছর লড়াই করে ধর্ষককে শাস্তি

মুজফফরনগর, ১৯ নভেম্বর ঃ সন্তানের সামনেই ধর্ষিতা হয়েছিলেন। অথচ এমন গুরুতর অভিযোগ প্রথমে শুনতেই চায়নি পুলিশ। সেই থেকে লড়াই শুরু নির্যাতিতার। এর মাঝে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন বহুবার। মৃত্যুর হুমকিও শুনতে হয়েছে। তবু লড়াই থামাননি। অবশেষে স্বস্তির হাসি হাসলেন তিনি। দীর্ঘ ১০ বছর পর বিচার পেলেন মুজফফরনগর ধর্ষণকাণ্ডের নির্যাতিতা।

ঘটনাটি ২০১৩ সালের। সাম্প্রদায়িক হিংসায় তখন উত্তাল মুজফফরনগর। অশান্তি ছড়িয়েছে আশপাশের এলাকাতেও। হিংসার জেরে প্রাণ হারিয়েছেন ৬০ জন নিরপরাধ মানুষ। ঘরছাড়া হতে হয়েছে ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষকে। মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনাও কম ঘটেনি। এমনকি নিজের সন্তানের সামনেই ধর্ষণ করা হয়েছিল এক মহিলাকে। যার বিচার পেতেই সময় লাগল দীর্ঘ দশ বছর।

সম্প্রতি আদালত এই ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে ২০ বছরের কারাবাসের সাজা শুনিয়েছে। আরও একজন

স্বস্তির হাসি মুজফফরনগরে

এই কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। জেলে থাকাকালীনই যার মৃত্যু হয়। তবে নির্যাতিতাকে, বিচার পাওয়ার জন্য এই দশ বছর স্রেফ অপেক্ষা করতে হয়েছে তাই নয়, রীতিমতো আতঙ্কের সঙ্গেই এতগুলো বছর কাটিয়েছেন তিনি। কারণ এই ক'দিনে বহুবার নিজের লড়াই থামানোর জন্য বাধ্য করা হয়েছে তাঁকে। ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল ২৬। তাঁর এলাকা তখন জ্বলছে। অশান্তির জেরে সন্তান কোলে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। তবে অসহায় অবস্থায় জমির মধ্যে দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় তিনজন পাকড়াও করে তাঁকে। আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে মহিলাকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করতে শুরু করে তারা। শেষপর্যন্ত দুধের শিশুটির সামনেই মহিলাকে ধর্ষণ করে ওই তিনজন।

এখানেই শেষ নয়, নির্যাতিতাকে ঘটনার কথা কাউকে না বলার হুমকিও শুনিয়ে যায় তারা। জ্বালিয়ে দেয় তাঁর বাড়িও। বেশ কিছুদিন সেই ভয়ে মুখ খোলেননি মহিলা। অবশেষে তিনি যখন জানতে পারেন, তাঁর মতো আরও অনেকেই এমন অত্যাচারের শিকার হয়েছেন, সিদ্ধান্ত নেন অভিযোগ জানানোর। প্রথমে নিজের স্বামীকে সবটা খুলে বলেন। তারপর পুলিশের দ্বারস্থ হন। অথচ এমন গুরুতর অভিযোগ কার্যত শুনতেই চায়নি পুলিশ। এমনকি ঘটনার কোনও এফআইআরও নেওয়া হয়নি। তবু লড়াই থামাননি তিনি। কিছুদিন পর দিল্লির এক উকিল তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস দেন। তাঁর পরামর্শেই বিষয়টি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন নির্যাতিতা। এরপর আদালতের নির্দেশে এফআইআর নিতে বাধ্য হয় পুলিশও। ততদিনে ঘটনার প্রায় ৬-৭ মাস কেটে গিয়েছে। ২০১৪ সালের শেষদিকে দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে আটক করে পুলিশ। এরাই সেদিন ওই মহিলার উপর অত্যাচার করেছিল। কিন্তু সে কথা আদালতে প্রমাণ করতে সময় লাগল দীর্ঘ ১০ বছর।

ধর্ষকদের শাস্তি হওয়ায় যারপরনাই খুশি হয়েছেন ওই মহিলা। তাঁর মতে, যতই বাধা আসুক, দাঁতে দাঁত চেপে সত্যের পথে থাকলে, জয় একদিন হবেই।

টুকরো ভালোখবর

গৃহপ্রবেশে রক্তদান শিবির

শামুকতলা, ১৯ নভেম্বর : শামুকতলা থানার উত্তর মহাকালগুড়ি গ্রামের উদয়শংকর দেবনাথ। ২৫ বছরের কৃষক পরিবারের একজন সাধারণ যুবক। ছোট ব্যবসায়ী। কিন্তু উদয়ের নেশা সমাজসেবা। কেউ আশ্রয়হীন হলে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর অন্তত মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করা, অভুক্ত থাকলে খাবার পৌঁছে যাওয়া, অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার মতো কাজ প্রতিনিয়ত করে যান উদয়। এবার শামুকতলা থানার উত্তর মহাকালগুড়ি গ্রামে নিজের বাড়িতে রক্তদান শিবির আয়োজন করেছেন তিনি। তাঁকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছেন কামাখ্যাগুড়ি ভলান্টারি অর্গানাইজেশনের সদস্যরা। এই শিবিরের রক্তদান করার জন্য ৫০ জনের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। উদয় নিজেও রক্তদান করবেন ওদিন। শামুকতলা থানার ওসি অভিষেক ভট্টাচার্য এবং আলিপুরদুয়ার-২ বিডিও নিমা ছিরিং ভুটিয়া এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

বিয়েতে পাখিদের ভূরিভোজ

থানে, ১৯ নভেম্বর ঃ একমাত্র মেয়ের বিয়ে। তাই জমিয়ে সবকিছুর আয়োজন করেছিলেন মহারাষ্ট্রের থানে জেলার সম্পন্ন কৃষক প্রকাশ শরদ। আশপাশের পাঁচ গ্রামের বহু মানুষ নিমন্ত্রিত। সেটা বড় কথা নয়। এই বিয়ে সাড়া ফেলল অন্য কারণে। নিমন্ত্রিতদের তালিকায় ছিল, পশুপাখি, এমনকি পিঁপড়েরাও। কারণ তিনি পশুপ্রেমী। অবাক করার মতোই ঘটনা মহারাষ্ট্রের এক কৃষকের। মেয়ের বিয়েতে জাঁকজমকে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি প্রকাশ। সম্পন্ন কৃষক তিনি। আয়োজনও তাই করেছিলেন জমকালো। তবে গোরু, কুকুর, পাখিদের জন্যও খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। পশুপাখিদের পছন্দের খাবার রাখা হয়েছিল নির্দিষ্ট জায়গায়। এলাকার পথকুকুরদের জন্য ব্যবস্থা ছিল।

স্বাবলম্বী ...

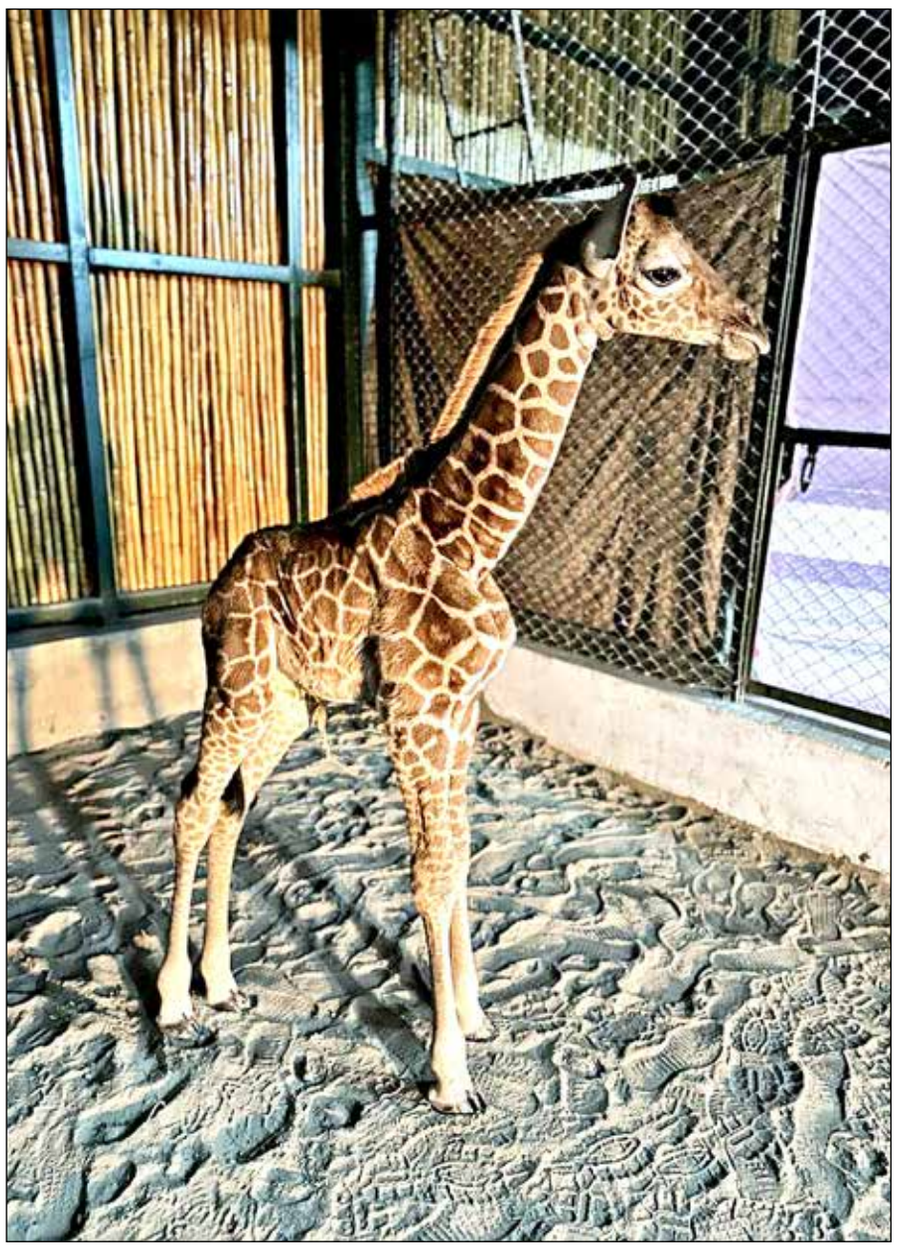

পাশে নেই মা, তবুও ভয় নেই তিনদিন বয়সি জিরাফের। গুয়াহাটির চিড়িয়াখানায়। রবিবার। – পিটিআই

দৃষ্টিহীন হয়েও সফল ঘোষক

সকলের অনুপ্রেরণা মেখলিগঞ্জের সিরাজুল

সজল দে

মেখলিগঞ্জ, ১৯ নভেম্বর : মঞ্চ সঞ্চালনা কিংবা অনুষ্ঠানের ঘোষণা এই কাজ দুটো মোটেই সহজ নয়। কোনওকিছু উপস্থাপনা করতে গেলে গলার স্বরের পাশাপাশি কী ঘোষণা করতে হবে তা কাগজে লিখে নেন সফল ঘোষকরা। কিন্তু দৃষ্টিহীন ঘোষক সিরাজুল হক দেখতে না পারার কারণে কোনওকিছু লিখে নেন না। স্মৃতিতে রেখেই মেখলিগঞ্জের একজন সফল ঘোষক তিনি।

৪৭ বছরের সিরাজুল হকের আদি বাড়ি শীতলকুচি এলাকার লালবাজারে হলেও ১৯৯২ সালে মেখলিগঞ্জে আসেন। সেই থেকে মেখলিগঞ্জ ব্লকের নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ২৫ পয়স্তিতে আছেন। তিন মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে বাড়িতে স্ত্রী ছাড়াও পঞ্চম শ্রেণিতে পড়া এক মেয়ে, তৃতীয় শ্রেণিতে পড়া এক মেয়ে এবং তিন বছরের এক ছেলে আছে। ধর্মপ্রাণ সিরাজুল এলাকায় হাফেজ সাহেব নামে পরিচিত। ধর্মীয় জলসা অথবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রচারের জন্য ঘোষণার কাজ করেন তিনি। এছাড়া ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কোরান পাঠ করেন। এই কাজে যেটুকু আয় হয় তাই দিয়েই চলে পাঁচজনের সংসার। গত তিরিশ বছর ধরে এভাবেই স্মৃতিতে রেখে ঘোষকের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। পকেটে একটি ছোট মোবাইল আছে। সেই মোবাইলে কার ফোন এল আর কাকে ফোন করতে হবে, এসব সুন্দরভাবে সামলান। কথা প্রসঙ্গে সিরাজুল জানান, যে কোনও ফোন নম্বর দুইবার শুনেই স্মৃতিতে রাখেন এবং সেই হিসেবে মোবাইলে সেভ করেন। আর গলার স্বর শুনেই বুঝতে পারেন কে ফোন করেছে। কীভাবে এই পেশায় এলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে সিরাজুল বলেন, 'ছোট থেকেই এই কাজের প্রতি আমার ভালোলাগা। কিন্তু কেউ দায়িত্ব দিতে চাইতেন না পাছে ভুল ঘোষণা করি। পরে যখন মানুষের বিশ্বাস জন্মায় তখন থেকে দায়িত্ব দেওয়া শুরু করি। কোনও ঘোষণার আগে লেখাটি মেয়ে আমাকে পড়ে শোনায় এবং দুই-তিনবার শোনার পর বলা শুরু করি। নতুন নতুন বক্তা ও অতিথি হলেও আমি কখনও ঘোষণায় কোনও কিছু ভুল করি না।' এছাড়া নিজের এলাকায় একা একাই চলাফেরা করেন। তবে বাইরে গেলে মানুষের সহযোগিতায় চলাচল করেন। রবিবার দুপুরে যে টোটোয় করে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ঘোষণা

ঘোষকের ভূমিকায় সিরাজুল হক। মেখলিগঞ্জে।

করছিলেন সিরাজুল, ওই টোটোচালক মহম্মদ আজিরুদ্দিন বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আমি অনুষ্ঠানের প্রচারের জন্য সিরাজুল সাহেবকে নিয়ে ঘুরছি। কিন্তু শুধু স্মৃতিতে রেখে এরকম নির্ভুল ঘোষণা করা যায় ওঁকে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।' সিরাজুলের ঘোষণা শুনছিলেন মেখলিগঞ্জ পুরভবন সংলগ্ন এলাকার মমতাজ বেগম ও জ্যোৎস্না বিবি। দুজনই জানালেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়ে সিরাজুলের ঘোষণা শুনেছেন। গলার স্বর থেকে উচ্চারণ, প্রশংসা না করে উপায় নেই।

আমলা ক্যান্ডি বানিয়ে স্বনির্ভর

রাজীব বসাক

তুফানগঞ্জ, ১৯ নভেম্বর : আমলকী দিয়ে ক্যান্ডি বানিয়ে স্বনির্ভর হচ্ছেন গ্রামের মহিলারা। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাটাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা আমলা ক্যান্ডি তৈরি করে চলেছেন গত চার বছর ধরে। আয়ও হচ্ছে ভালো। নাটাবাড়ি-২ ভেষজ গ্রামের উদ্যোগে চলছে এই কর্মকাণ্ড।

আমলকী বা আমলা হল সবচেয়ে সহজলভ্য জনপ্রিয় ফল যা পুষ্টিগুণ ও ভেষজগুণে ভরপুর। মায়ের মতো আমলকীও শুধু মানুষের ভালো চায়, স্বাস্থ্যের উন্নতি চায় বলে আয়ুর্বেদে একে ধাত্রী বলে। ভিটামিন সি, আয়রন, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি ও অ্যান্টি অক্সিডেন্টে ভরপুর এই আমলকী। আমলকী কাঁচা, শুকনো, আচার বা ক্যান্ডি যে ভাবেই খাওয়া হোক না কেন উপকারিতা পাওয়া যাবে। অম্বল, অজীর্ণ, অরুচি, বমি বমি ভাবে এটি খুবই কার্যকরী। মুখশুদ্ধি হিসেবে নিয়মিত খেলেও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। উপযুক্ত মাত্রায় খেলে ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রিত হয়। অকালবার্ধক্য রোধ করে, ত্বক, চুল ও শরীরের রূপলাবণ্য রক্ষায় এর জুড়ি মেলা ভার।

কিন্তু এত গুণ থাকা সত্ত্বেও কাঁচা আমলকী খাওয়ার সুযোগ থাকে কেবলমাত্র শীতের কয়েকটা দিন। সারা বছর ধরে যাতে এই আমলকী সবাই খেতে পারেন তার জন্য তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাটাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা আমলা ক্যান্ডি তৈরি করে চলেছেন গত চার বছর ধরে। তাঁদের আমলা ক্যান্ডি শুধু এলাকাতে নয়, কোচবিহারের সমবায়িকা, আয়ুর্বেদিক ওষুধের দোকান, বিভিন্ন ব্লকের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্টল, বিভিন্ন মেলার স্টল সহ অনলাইনেও বিক্রি

আমলা ক্যান্ডি তৈরির প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন স্বনির্ভর দলের মহিলারা।

হচ্ছে। ২০১৮ সাল থেকে 'তুলসী গ্রাম' ও 'ভেষজ সুরক্ষা' প্রকল্পের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি ভেষজ বাগান তৈরি করে সেই ভেষজ ব্যবহার ও বিক্রি করে সুস্থতার সঙ্গে স্বনির্ভরতার দিশা

> নাটাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর মহিলা গোষ্ঠীর তৈরি আমলা ক্যান্ডি ইতিমধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। উত্তরের আবহাওয়ার কারণে ঘরে ঘরে অম্বল, অজীর্ণ, অরুচি, বমি বমি ভাবের সমস্যা দেখা যায়। এইক্ষেত্রে আমলা ক্যান্ডির জুড়ি মেলা ভার।
>
> **-ডাঃ বাসবকান্তি দিন্দা**
> *সিনিয়ার আয়ুর্বেদিক মেডিকেল অফিসার*

দেখিয়েছেন এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। তাঁদের তৈরি ভেষজ দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম হল এই আমলা ক্যান্ডি।

নাটাবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সিনিয়ার আয়ুর্বেদিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ বাসবকান্তি দিন্দা এলাকার আমলকী গাছ থেকে আমলকী সংগ্রহ করে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে আমলা ক্যান্ডি তৈরির প্রশিক্ষণ দেন। স্বাস্থ্যসম্মতভাবে আমলা ক্যান্ডি তৈরি করে ফ্যাসাই লাইসেন্স নিয়ে বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি শুরু করে এই গোষ্ঠী। এতে আমলকী গাছের মালিক, আমলা ক্যান্ডি তৈরি করছেন যে মহিলারা এবং বিক্রি করছেন যাঁরা সবাই আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। আমলা ক্যান্ডি প্রস্তুতকারক চাড়ালজানির শান্তি দাস বলেন, 'ডাক্তারবাবুর পরামর্শে গত চার বছর ধরে আমরা আমলা ক্যান্ডি তৈরি করে খাচ্ছি ও বিক্রি করছি। গত বছর সবই বিক্রি হয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী জোগান দিতে পারিনি।'

নাটাবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সিনিয়ার আয়ুর্বেদিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ বাসবকান্তি দিন্দা বলেন, 'নাটাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর মহিলা গোষ্ঠীর তৈরি আমলা ক্যান্ডি ইতিমধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। উত্তরের আবহাওয়ার কারণে ঘরে ঘরে অম্বল, অজীর্ণ, অরুচি, বমি বমি ভাবের সমস্যা দেখা যায়। এইক্ষেত্রে আমলা ক্যান্ডির জুড়ি মেলা ভার।'

রাষ্ট্রসংঘে সম্মানিত শিমুলবাড়ির রোশনি

শক্তিপদ জোয়ারদার

কিশনগঞ্জ, ১৯ নভেম্বর : বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলনের জন্য শিমুলবাড়ির রোশনি পারভিন সম্প্রতি সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘের (ইউএনও) প্রধান দপ্তর জেনেভার একটি অনুষ্ঠানে সম্মানিত হয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সমাজসেবীদের এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হয়।

রোশনি গত ছয় বছর ধরে বাল্যবিবাহের কুপ্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে মরক্কোর প্রিন্স অ্যালবার্ট ও রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশক উপস্থিত ছিলেন। আন্তঃরাষ্ট্রীয় স্তরের সমাজসেবী তৃষা শেট্টি অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সরব হওয়া শহিদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। মঞ্চে বিশ্ববিখ্যাত সংগীতশিল্পী হাইনি ব্লেক মানবাধিকার

রাষ্ট্রসংঘের অনুষ্ঠানে রোশনি পারভিন

রক্ষার সংগীত পরিবেশন করেন।

রোশনি জানান, দেশে ফেরার পরে তিনি তাঁর সমাজসেবী গুরু সিরাজ শাব্বীরের নির্দেশে শহর সহ রাজ্যে 'রোশনি এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন'-এর মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবেন।

বিশ্বকাপের রেপ্লিকা তৈরি কারিগরের

রানাঘাট, ১৯ নভেম্বর ঃ মেটাল শিটের ঝালাইয়ের কাজ করে আসছেন বহুদিন হল। নদিয়ার একটি গুমটি দোকান থেকে উপার্জন দিয়ে চলে তাঁর সংসার। এবার সেই মেটাল শিট দিয়েই তৈরি করে ফেলেছেন ক্রিকেট বিশ্বকাপ ট্রফির রেপ্লিকা। নদিয়ার রানাঘাটের আনন্দ মালাকারের হাতে তৈরি এই ট্রফি অনেককেই অবাক করে দিয়েছে। সবাই দেখতে আসছেন এই ট্রফি।

৫৪ বছরের আনন্দবাবু পেশায় ঝালাই মিস্ত্রি। ৩৮ বছর ধরেই ঝালাইয়ের কাজ করে আসছেন। অভিজ্ঞ হাতেই তৈরি করেন নানা টুকিটাকি জিনিস। ২০০৩ সালে ক্রিকেট বিশ্বকাপের পর থেকেই তিনি ভেবে রেখেছিলেন এই ট্রফির রেপ্লিকা তৈরি

মেটাল শিটের এই ট্রফিটি গড়েছেন শিল্পী।

করবেন। যেমন ভাবনা, তেমন কাজ। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপের ফাইনালের আগেই লেগে পড়েছিলেন ট্রফি তৈরির কাজে। অ্যালুমিনিয়ামের শিট দিয়ে তৈরি করেছেন নকল ট্রফি। মাত্র দেড় দিনের পরিশ্রমে ট্রফি তৈরি হয়ে গিয়েছে তাঁর। আনন্দবাবুর আশা, এ বছর বিশ্বকাপে ভারত জয়লাভ করবে। তাঁর হাতের তৈরি এই ট্রফি তুলে দেবেন তাঁর প্রিয় খেলোয়াড় সামিকে। তিনি বলেন, 'ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ ট্রফি একবার ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছে সবারই থাকে। সেসব ক্রিকেটপ্রেমীদের আনন্দ দিতেই ট্রফির এই রেপ্লিকা তৈরি করেছি। সুযোগ হলে ট্রফিটি মহম্মদ সামিকে উপহার দিতে চাই।'

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division invites online e-tender for the work of "Day to Day Maintenance of Electrical Installation work of District Hospital including Sub Station & Residential quarter except Super Speciality Hospital Building under Balurghat Electrical Section-II of Dakshin Dinajpur Electrical Division, PWD in the district of Dakshin Dinajpur." e-NIT No: WBPWD/EE/DDED/e-NIQ-16 of 2023-24, Tender Id: 2023_WBPWD_604113_1, Bid submission closing date (online): 08.12.2023 up to 11:30 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.D., Dakshin Dinajpur Electrical Division. ICA- T23437(4)/2023

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সন্ধান চাই

গত কালীপুজোর রাতে 7টা থেকে সম্পূর্ণ কালো রংয়ের মেয়ে কুকুর হারিয়ে গেছে। নাম-কালু, ৫ বছর বয়স। পরিচয় অ্যাপার্টমেন্ট, R.R. M রোড, E.V. Pally থেকে। কেউ সন্ধান দিলে পুরস্কৃত করিব। (M) 9475330846. (C/108232)

ভাড়া

হাকিমপাড়া শিলিগুড়ি খেলাঘর মোড়ে গ্রাউন্ড ফ্লোরে 3 BHK নতুন ফ্ল্যাট ভাড়া দিব। (গ্যারাজও আছে)। M : 9434488888. (C/108231)

অ্যাফিডেভিট

16/11/2023 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Smt. Kamali Karmakar ও Smt. Kamali Oraon Karmakar একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/108095)

কর্মখালি

ডোনেশন ছাড়াই ডাইরেক্ট কোম্পানিতে জয়েন করুন গার্ড, সুপারভাইজার ও হেল্পার পদে। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। বেতন-12,000+PF, ESI। M :- 9046033537. (C/108231)

•

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত ক্যারিয়ার তৈরি করুন। আয়-10-18000/- থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/107776)

•

সব জেলায় সিকিউরিটি গার্ড, টেলিকলার, সেলসম্যান, সুপারভাইজার প্রয়োজন। বেতন 10500-11500. M-9679368850. (M/M)

•

ফ্যাক্টরি, শপিংমলে সিকিউরিটি ইনচার্জ, গার্ড চাই। বেতন 9000/--10000/- থাকা-খাওয়া-ছুটির ব্যবস্থা আছে। M-9933345867. (C/108096)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ছটে রাজ্যে দু'দিন ছুটি, কেন্দ্র দেয় না : মমতা

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকার ছট পুজোয় ছুটি না দিলেও এরাজ্যের সরকার দু'দিন ছুটি দেয়। রবিবার কলকাতা বন্দর এলাকার তক্তাঘাট ও দহিঘাটের ছট পুজোর অনুষ্ঠানে এভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারকে বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে মমতা বলেন, 'আমাদের সরকার সব পুজোর জন্য ছুটি দেয়। ইদের জন্যও দু'দিন ছুটি দিই। ছট সহ অনেক পুজোর জন্যই আমরা ছুটি দিই। কালীপুজোতেও ছুটি দেওয়া হয়। তাই আপনারাই আমার ভরসা। বাংলায় যাঁরা থাকেন তাঁরা আমাদের চেয়েও বাংলাকে বেশি ভালোবাসেন।' রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে মমতা প্রতিটি মঞ্চকে জনসংযোগের কাজে ব্যবহার করছেন। তাই হিন্দিভাষী মানুষের এই সমাবেশেও তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, 'আমি তোমাদেরই লোক'।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মা-বোনেরা ছটপুজোয় ৩৬ ঘণ্টা উপবাস রাখেন। আমিও তাঁদের সঙ্গ দেওয়ার জন্য কিছু খাইনি। আমার নামে গঙ্গাসাগরেও পুজো হয়। যে দেশে গঙ্গা প্রবাহিত হয় সেই দেশ সবসময় পবিত্র। তাই তাঁকে আমরা প্রণাম করি। ছটপুজোয় আপনারা যে ঠেকুয়া বানান, আমি তার অপেক্ষায় থাকি। তথ্য-সংস্কৃতি বিভাগ বিভিন্ন ঘাটে পুজোর আয়োজন করেছে। আমি যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন এই অনুষ্ঠানে আসব এটাই আমার ইচ্ছে।'

রেলের ভাড়া নিয়ে সমালোচনা

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : রবিবার রেলের আকাশছোঁয়া ভাড়া নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করলেন প্রাক্তন রেলমন্ত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রেলের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে মমতা লিখেছেন, 'দুঃখের বিষয় এই যে, রেলের যাত্রীদের ভাড়া অত্যধিক বৃদ্ধি পাচ্ছে। কখনও কখনও তা বিমান ভাড়ার চেয়েও বেশি হয়ে যাচ্ছে। তাহলে জরুরি পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে?' তাঁর দাবি, 'ভাড়া বৃদ্ধি রোধ করে তা কমাতে হবে। একইসঙ্গে নিরাপত্তার বিষয়েও নজর দিতে হবে।'

গত কয়েক মাসে ভারতীয় রেলে বেশকিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেব্যাপারে রেলমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে আগেও আক্রমণ করেছেন তিনি। দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে রেলমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে রেল মন্ত্রককে তুলোধনা করেছেন তিনি। এদিন এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর লেখায় মমতা, তাঁর রেলমন্ত্রীত্বের জমানার উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'রেলমন্ত্রী থাকাকালীন আমি অ্যান্টি কলিশন ডিভাইস ও অন্যান্য দুর্ঘটনারোধী ব্যবস্থা চালু করেছিলাম। ট্রেন দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে চললেও কেন এগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে না? অথচ লাগামছাড়াভাবে জনবিরোধী ভাড়া নেওয়া চলছে।'

পাঁচজোড়া স্পেশাল ট্রেন

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : দুর্গাপুজো ও কালীপুজোর মতো জগদ্ধাত্রী পুজোর সময়ও বিশেষ ট্রেন চালাবেন পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। দর্শনার্থীদের ভিড় সামলাতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। কলকাতায় দুর্গাপুজো এবং ২৪ পরগনার বারাসতের কালীপুজোর ভিড় সামলাতে অতিরিক্ত ট্রেন চালিয়েছিলেন রেল কর্তৃপক্ষ। হুগলির চন্দননগরের ঐতিহ্যপূর্ণ জগদ্ধাত্রীপুজোর প্রতিমা ও আলোকসজ্জা দেখতে সেখানে প্রতিবছরই লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীর ভিড় হয়। পুজোর দিনগুলিতে হাওড়া-ব্যান্ডেল লাইনের ট্রেনগুলিতে যাতায়াত দায় হয়ে দাঁড়ায়। সেই ভিড় সামলাতেই এই বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেন রেল কর্তৃপক্ষ।

পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, ২০ নভেম্বর সোমবার থেকে ২৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত হাওড়া-ব্যান্ডেল ও হাওড়া-বর্ধমান লাইনে পাঁচজোড়া অতিরিক্ত ট্রেন চলাচল করবে। এক্ষেত্রে পাঁচটি আপ ট্রেন ও পাঁচটি ডাউন ট্রেন অর্থাৎ দশটি অতিরিক্ত ট্রেন চলাচল করবে। ২৪ নভেম্বর শুক্রবার জগদ্ধাত্রী পুজোর বিসর্জনের দিনও চলবে বিশেষ ট্রেন। ওই বিশেষ ডাউন ট্রেনগুলি হাওড়া থেকে ব্যান্ডেলের উদ্দেশে ছাড়বে বিকাল ৫.২০ মিনিট, ৭.৫৫ মিনিট, রাত ১১.৩০ মিনিট ও ১২.৩০ মিনিটে। আবার ব্যান্ডেল থেকে বিশেষ আপ ট্রেনগুলি ছাড়বে সন্ধ্যা ৬.৩৫ মিনিট, রাত ৯.২০ মিনিট, ১টা ও রাত ২টোয়। এছাড়া হাওড়া থেকে বর্ধমান পর্যন্ত একটি ডাউন স্পেশাল ট্রেন ছাড়বে রাত ১.১৫ মিনিটে।

ছটের প্রণাম। রবিবার কলকাতায় ছটের উৎসবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্যের বকেয়া আটকে রাখার ব্যাপারে কেন্দ্রের চিঠি

আবাসে ৩ জেলায় অসংগতি

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : রাজ্যের বকেয়া আদায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে ২৩ ডিসেম্বর রাজ্যের পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের বৈঠকে ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, বিভিন্ন প্রকল্পের বকেয়া আদায়ে কীভাবে গ্রামগঞ্জে, মাঠে-ময়দানে আন্দোলন হবে তার রূপরেখা ওইদিন ঘোষণা করবেন। তার কয়েকদিন আগেই কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রক চিঠি পাঠিয়ে জানাল, কেন বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আটকে রাখা হয়েছে। নবান্নের কর্তারা জানিয়েছেন, ওই চিঠিতে টাকা আটকে রাখার যে সাফাই দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত দুর্বল।

নবান্নের অভিযোগ, মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল ঘুরে যাওয়ার পর নভেম্বর মাসে যে চিঠি পাঠানো হয়েছে, তার বয়ান থেকে পরিষ্কার কার্যত গায়ের জোরেই টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকারের দাবি, একশো দিনের কাজ ও আবাস যোজনার বহু টাকা অকারণে আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর ফলে গ্রামের গরিব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। অক্টোবর মাসে তৃণমূলের সাংসদ ও রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীদের নিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকে ধর্নায় বসেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ৩ ঘণ্টার বেশি বসিয়ে রাখার পরও দেখা করেননি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের টেনেহিঁচড়ে মন্ত্রক থেকে বের করে নিয়ে যায় পুলিশ। এরপরই কলকাতায় এসে রাজভবনের গেটে ধর্নায় বসেন অভিষেক। তাঁর দাবি মেনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্যের বকেয়া টাকার ব্যাপারে চিঠিও দেন। তারপরও কেটে গিয়েছে বেশ কয়েকটি দিন। টাকা না আসায় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কর্তাদের বৈঠক ডেকেছেন আগামী আন্দোলনের রূপরেখা ঘোষণার জন্য। ঠিক তার আগে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রকের চিঠি এসে পৌঁছোল রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরে।

মার্চের ৬ তারিখ কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্য একটি অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট পাঠিয়েছিল। সেই রিপোর্ট যাচাই করতে ২৭ তারিখ কেন্দ্রীয় সরকারের একটি দল এরাজ্যে আসে। চিঠিতে লেখা হয়েছে, সেই দল তিনটি জেলার ক্ষেত্রে হিসাবের অসংগতি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রকের দাবি, নদিয়া জেলায় আবাস যোজনার সমীক্ষায় গোলমাল রয়েছে। মোটর সাইকেল মালিকদেরও উপভোক্তার তালিকায় ঢোকানো হয়েছে। অফিসাররা ওই তালিকা ঠিকমতো পরীক্ষা করে দেখেননি। প্রকল্পের নামও বদলে দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে কালিম্পংয়েও আবাস যোজনার কিছু ক্ষেত্রে অসংগতির কথা বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় দল ওই জেলায় আবাস যোজনার ৭টি বাড়ি ঘুরে দেখে। এর মধ্যে মাত্র ৪টি বাড়িতে আবাস যোজনার লোগো দেখতে পেয়েছে। দুটি বাড়িতে কোনও লোগোই ছিল না। আর একটি বাড়িতে শহুরে আবাস যোজনার লোগো দেখতে পেয়েছেন দলের সদস্যরা। নিয়ম অনুযায়ী আবাস যোজনার লোগো সংশ্লিষ্ট বাড়ির দেওয়ালে রং তুলি দিয়ে আঁকার কথা। তার বদলে ফ্লেক্স লাগানো ছিল বলে অভিযোগ। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আবাস যোজনার একজন উপভোক্তার বাড়ি পাকা নয় বলে জানতে পেরেছে কেন্দ্রীয় দল। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, দুই বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, কালিম্পং, দার্জিলিং ও নদিয়া জেলায় আরও কিছু ক্ষেত্রে অসংগতি পেয়েছে কেন্দ্রীয় দল। সেগুলি সম্পর্কে বিশদে রিপোর্টে কিছু বলা হয়নি। চিঠিতে বলা হয়েছে, ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকারকে এব্যাপারে বিস্তারিত অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট দিতে হবে।

এরাজ্যে ১১ লক্ষ ৩৫ হাজার পরিবারের জন্য পাকা বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল আবাস যোজনায়। ওই বাড়ি তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ৮,২০০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা। রাজ্যের দেওয়ার কথা প্রায় সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা। রাজ্য সরকারের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার পুরো টাকাটাই আটকে রেখেছে। রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এরাজ্যের টাকা আটকে রেখেছে। অকারণে গরিব মানুষগুলির ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে।'

কোথায় বেনিয়ম

- নদিয়া জেলায় আবাস যোজনার সমীক্ষায় গোলমাল
- কালিম্পংয়ে ৭টি বাড়ির মধ্যে মাত্র ৪টি বাড়িতে লোগো
- দক্ষিণ ২৪ পরগনায় একজন উপভোক্তার বাড়ি পাকা নয়

কেজরির আশঙ্কাকে সমর্থন বিরোধীদের

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া বর্তমানে জেলে। সেই মামলাতেই এবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকেও গ্রেপ্তার করা হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন আম আদমি পার্টির নেতা, কর্মীরা। কেজরিওয়াল চুপ করে থাকেননি। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক শত্রুতার কারণে বিরোধীদের হেনস্তা করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তাঁকে ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও গ্রেপ্তারের ছক কষছে বিজেপি। তাঁর এই অভিযোগের পরেই বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যাখ্যা শুরু হয়েছে।

কেজরিওয়ালের অভিযোগ আংশিক সঠিক বলে জানালেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্য, বিজেপি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তারের ছক কষছে বলে যে আশঙ্কা করছেন কেজরিওয়াল তা সঠিক। কিন্তু তিনি অবশ্য মনে করেন না পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হবে। সুজনের বক্তব্য, গ্রেপ্তার নয়, মমতাকে কাছে পেতে চায় বিজেপি। গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী দিয়ে যেভাবে বিজেপিকে সাহায্য করেছিলেন, সেইভাবেই মমতাকে কাছে পেতে চান নরেন্দ্র মোদি। সুজনের অভিযোগ, 'পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা, র‍্যাশন-সহ বিভিন্ন বিষয়ে যে দুর্নীতি হচ্ছে তার তদন্ত হচ্ছে আদালতের নির্দেশে। স্পষ্ট অপরাধ থাকা সত্ত্বেও পিসি-ভাইপো গ্রেপ্তার হচ্ছেন না। তাই বলা ভালো এরাজ্যে অন্তত বিরোধী তৃণমূলকে টার্গেট করছে না বিজেপি।'

তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারও কেজরিওয়ালের মন্তব্যকে অসত্য বলে দাগিয়ে দিতে রাজি নন। তবে মমতাকে গ্রেপ্তার করার মতো দুঃসাহস বিজেপি দেখাবে বলে তিনি মনে করেন না। তাঁর অভিমত, নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা'রা যে তৃণমূল নেত্রীকে নিয়ে চিন্তিত, ভয় পাচ্ছেন তা কেজরিওয়াল বলার পর লোকে জানবে না। রাজনীতি নিয়ে যাঁরা খোঁজখবর রাখেন, তাঁরাই জানেন বিজেপি যাঁদের ভয় পাচ্ছে, তাঁর মধ্যে প্রথম সারিতে আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিকভাবে লড়তে না পেরে সিবিআই, ইডি দিয়ে ভয় দেখানোর কৌশল নিয়েছে বিজেপি। কারণ, কিছুতেই আটকানো যাচ্ছে না মমতাকে। জয়প্রকাশ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'বিজেপির নিজেদের জন্য দুর্নীতির সংজ্ঞা একরকম, বিরোধীদের জন্য একরকম।' ভারতবর্ষে এর আগে এরকম শাসনব্যবস্থা কখনও দেখা যায়নি বলেও জানান তিনি।

কেজরিওয়ালের অভিযোগ প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষের অভিমত, যাঁরা জেলে যাচ্ছেন বা যাবেন তাঁরা দুর্নীতির কারণেই অভিযুক্ত হবেন। তাঁর বক্তব্য, 'এই রাজ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়েছে। সিবিআই বা ইডি যখনই তল্লাশি চালিয়েছে তখনই কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে।' কেজরিওয়াল বা মমতাকে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার অবশ্যই ডাকা উচিত বলে মনে করেন দিলীপ, কারণ, দুর্নীতির দায়ে ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায় বা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকরা বারে বারে বলছেন, দিদি সব জানেন। কেজরিওয়ালের মন্ত্রীরাও একই কথা বলছেন। দিলীপ বলেন, 'দুর্নীতি করলে তাঁদের শাস্তি পেতেই হবে।'

মমতার গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গ

> গ্রেপ্তার নয়, মমতাকে কাছে পেতে চায় বিজেপি। গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী দিয়ে যেভাবে বিজেপিকে সাহায্য করেছিলেন, সেইভাবেই মমতাকে কাছে পেতে চান নরেন্দ্র মোদি।
>
> – **সুজন চক্রবর্তী**
> *সিপিএম নেতা*

আসন্ন সমাবেশ নিয়ে চিন্তায় পদ্ম শিবির

বিপ্লব ঘোষ

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই বঙ্গবিজেপির রক্তচাপ বাড়ছে। আদি-নব্যর মধ্যে সমঝোতার তেমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না এখনও। আর এই কারণেই দলীয় সংগঠনকে শক্তভাবে ধরতে জেলায় জেলায় ছুটে বেড়াচ্ছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সাংগঠনিক শক্তির বর্তমান অবস্থা বুঝে নিতেই ২৯ নভেম্বর ধর্মতলায় সমাবেশের ডাক দিয়েছে রাজ্য বিজেপি। এই পরীক্ষায় সফল হলে বুথস্তরে নিবিড়ভাবে জনসংযোগ রক্ষায় নামবে বিজেপি।

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প, চাকরি থেকে বঞ্চিত রাজ্যবাসীকে ধর্মতলায় বিক্ষোভ সভায় হাজির করতে চায় গেরুয়া শিবির। মূলত বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ডাকে এই সভা হলেও রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও দলের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ এখানে হাজির থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। যদিও এই সমাবেশের আয়োজনে শুভেন্দু জেলায় জেলায় ছুটে বেড়ালেও অন্য নেতাদের এখনও এ ব্যাপারে মাঠে নেমে গা ঘামাতে দেখা যায়নি। উল্টে যত দিন যাচ্ছে ততই দলে আদি-নব্যের দ্বন্দ্ব প্রকট হচ্ছে। যাঁরা বিজেপির দুর্দিনেও বুক চিতিয়ে লড়াই করেছেন, তাঁদের ক্ষোভ কীভাবে প্রশমিত করা যাবে তা নিয়ে বঙ্গ বিজেপি'র অন্দর মহলে রীতিমতো চিন্তার মেঘ ঘনিয়েছে।

এক বিজেপি নেতার বক্তব্য, কোনওভাবেই এইসব নেতাদের মেনে নেওয়া যায় না যাঁরা বিজেপির দর্শনের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। তাঁর বক্তব্য, বিজেপিতে যোগ দেওয়া এই সব নেতারাই রাস্তাঘাটে উলটো-পালটা মন্তব্য করে বিজেপির ভাবমূর্তি নষ্ট করছেন। কেন্দ্রীয় নেতাদের বদান্যতায় দলের বড় পদ পেয়ে যাওয়া এইসব নেতাদের মেনে নিতে রাজি নন বিজেপির 'আদি' নেতারা। আদি নেতাদের দাবি, তাঁদের দলীয় কর্মসূচিতে আমন্ত্রণ জানানো হয় না। দক্ষ সংগঠকদের হাত ধরেই এক সময়ে এ রাজ্যে বিজেপি প্রসার লাভ করেছিল। কিন্তু এখন সেই সংগঠকদের নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে। এর ফলে সমাবেশ ভরাতে সক্রিয় নন কেউ। শুভেন্দু একা লড়ে গেলেও এভাবে সমাবেশ ভরানো সহজ নয়। সমাবেশ যদিও বা ভরে, ভোটবাক্স ভরবে না।

ফাঁকা হচ্ছে গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট

এবার জালিয়াতিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

রিমি শীল

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : আচমকা মেয়ের কাছে ফোন এল মায়ের কাছ থেকে। অপর প্রান্ত থেকে ভয়ার্ত গলায় মেয়েকে জানালেন, তাঁর ফোন, মানিব্যাগ সব ছিনতাই হয়ে গিয়েছে। অন্য এক ভদ্রলোকের মোবাইল থেকে ফোন করছেন। একটি অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়ে বললেন, শীঘ্রই সেখানে টাকা পাঠাতে। মা বিপদে পড়েছে শুনে মেয়ে আর দেরি করেননি। অবিলম্বে টাকা পাঠিয়ে দিলেন। খানিক পরে বাড়িতে ফোন করে জানতে পারলেন, মায়ের ফোন বা মানিব্যাগ কিছুই খোয়া যায়নি।

মা তো ফোন করেননি। তাহলে মেয়ে যে গলা শুনেছেন তা কার ছিল? তড়িঘড়ি পুলিশের দ্বারস্থ হতেই বুঝলেন তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। কলকাতা সহ সারা রাজ্যে এভাবে অন্যের গলা নকল করে প্রতারণা বেড়েই চলেছে। আর এই প্রতারণা চলছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে।

সমাজমাধ্যমে এখন সকলেরই অবাধ বিচরণ। ব্যক্তিগত জীবনশৈলী অনেকেই শেয়ার করে থাকেন। আর তাতেই সুবিধা হচ্ছে প্রতারকদের। সাইবার বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে প্রায় সকলেই রিল, ভিডিও করেন। সেখানে নিজের গলার স্বরও থাকে। অপরাধীরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)-এর সাহায্যে 'ভয়েস ক্লোন' করছে। অর্থাৎ কণ্ঠস্বর নকল করে ফেলছে। ফলে ওই কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে সহজেই প্রতারণা করা সম্ভব হচ্ছে। এভাবেই প্রতারণার ধরন পালটে যাচ্ছে।

আইআইটি কানপুরের অধ্যাপক তথা সাইবার বিশেষজ্ঞ সন্দীপ শুক্লা বলেন, 'ফেসবুকে আমরা ভিডিও দিই। এআই-এর মাধ্যমে আমাদের ভিডিও আপত্তিকর ভিডিওর মধ্যে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে আসল-নকল বোঝার উপায় নেই। সেই ভিডিও দিয়ে ব্ল্যাকমেইলও করা হচ্ছে।' রাজনৈতিক নেতার ভাবমূর্তি নষ্ট করতে এআই ব্যবহার করে তাঁর নকল বক্তব্য তৈরি করাও আজ জলভাত হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন সাইবার বিশেষজ্ঞরা।

সন্দীপ আরও বলেন, 'প্রতারকরা সার্চ ইঞ্জিনে ফাঁদ পেতে রেখেছে। কিছু সার্চ করতে কোনও লিংকে ঢুকলেই গ্রাহকের তথ্য ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। এখন ঘরে বসে কাজ করে উপার্জনের বিজ্ঞাপন চতুর্দিকে। টাকা পাঠানোর জন্য চাওয়া হচ্ছে অ্যাকাউন্ট নম্বর। সেই ফাঁদে পা দিয়ে তথ্য দিয়ে দিচ্ছেন অনেকে। আবার ইউটিউবে কোনও ভিডিওতে লাইক করলে টাকার প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। টাকা দেওয়ার নামে ব্যাংকের তথ্য জেনে অ্যাকাউন্ট ফাঁকা করে দিচ্ছে প্রতারকরা।'

কলকাতা পুলিশের সাইবার অপরাধ বিভাগের অফিসারদের পরামর্শ, অজানা লিংকে ক্লিক করবেন না। কোনও অজানা ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত তথ্য দেবেন না। একই পাসওয়ার্ড একাধিক জায়গায় ব্যবহার করবেন না।

প্রতারণার নয়া ফাঁদ

- অপরাধীরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে কণ্ঠস্বর নকল করছে
- ওই কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে সহজেই প্রতারণা করা সম্ভব হচ্ছে
- পরিচিতের কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে প্রতারকরা জেনে নিচ্ছে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য

কলকাতাও ডুবে গেল হাহাকারে

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : ছুটির দিনে যে উৎসাহ নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীরা মোড়ে মোড়ে জায়ান্ট স্ক্রিন বা টিভির ব্যবস্থা করেছিলেন, সন্ধ্যা গড়াতে তাঁরাই মুষড়ে পড়লেন। বিশ্বকাপ ফাইনালকে ঘিরে সকাল থেকে যাবতীয় উৎসাহ শেষ হয়ে গেল রাতে।

একসময় টিভিতে মহাভারত সিরিয়াল শুরুর সময় ফাঁকা হয়ে যেত রাস্তাঘাট। রবিবার ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ফাইনাল ম্যাচে যেন সেই ছবিটাই ফিরে এল মহানগরীর বুকে। হাতেগোনা কিছু বাস চললেও তাতে যাত্রী ছিল খুবই কম। জরুরি দরকারে বেরিয়ে অনেকেই আবার বাস না পেয়ে রীতিমতো নাকাল হয়েছেন। অধিকাংশ দোকানের শাটার ফেলা ছিল। জটলা শুধু জায়েন্ট স্ক্রিন ঘিরে। পাড়ায় পাড়ায় খেলা দেখার জন্য জায়েন্ট স্ক্রিনের চাহিদা এতই বেশি ছিল যে একদিনের ডিজিটাল প্রোজেক্টারের ভাড়া গিয়ে দাঁড়ায় ৯ থেকে ১০ হাজার টাকা। তাতেও সবার কপালে তা জোটেনি। বাধ্য হয়ে বাড়ির টিভিতে বসেই খেলা দেখতে বাধ্য হয়েছেন অনেকে।

তখনও আশায় ক্রিকেটপ্রেমীরা। রবিবার কলকাতায়। –রাজীব মণ্ডল

খেলা দেখার হুজুগ সামলাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেও বিভিন্ন বিভাগে বসানো হয়েছিল জায়ান্ট স্ক্রিন। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে জেনারেল বডি, সায়েন্স, আর্টস মোড়ে জায়েন্ট স্ক্রিনে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করেছিল এসএফএসইউ। আবার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্টুডেন্টস ইউনিয়ন রুমে ফেটসু খেলা দেখানোর আয়োজন করেছিল। খেলা দেখানো কেন্দ্র করে যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা না ছড়ায় সেজন্য আয়োজকদের একগুচ্ছ শর্ত সহ মুচলেকায় সই করতে হয়েছে। মুচলেকায় বলতে হয়েছে, মদ এবং মাদক সেবন করা যাবে না। বাজি পোড়ানো যাবে না। বহিরাগতদের ঢোকানো যাবে না।

সামনেই লোকসভা নির্বাচন। তাই এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জনসংযোগ সেরে উঠতে উদ্যোগী হয়েছিল সিপিএম। বহু জায়গাতেই পার্টি অফিসের সামনে ডিওয়াইএফআইয়ের উদ্যোগে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। খেলাকে কেন্দ্র করে যুব সমাজের উন্মাদনাকে এভাবেই কাজে লাগাতে চেয়েছে পার্টি। বহু জায়গাতেই খেলা দেখার পাশাপাশি জলখাবারের বন্দোবস্তও ছিল। যদিও ভারত হেরে যাওয়ায় সমস্ত উৎসাহই মাটি হয়ে যায়।

ত্রাণ নিয়ে বাধার মুখে সিপিএম

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : জয়নগরের দলুইখাকি গ্রামে ঢুকতে গিয়ে ফের বাধার মুখে বাম প্রতিনিধি দল। রবিবার পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে দলুইখাঁকিতে ত্রাণ নিয়ে যাওয়া হয়। সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, মোনালিসা সিনহা, মিলি চক্রবর্তী সহ বাম প্রতিনিধি দল গুদামের হাট এলাকায় পৌঁছোলে তাঁদের বাধা দেয় পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন বাম প্রতিনিধিরা। পুলিশের দাবি, বহিরাগত কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। পালটা বামেদের অভিযোগ, পুলিশ শাসক দলের হয়ে কাজ করছে। শেষে ফিরে আসেন তাঁরা। যদিও পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশ নিয়ে দলুইখাকিতে ঢোকার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সিপিএম নেতা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এখানে ১৪৪ ধারা নেই, তা সত্ত্বেও বাম নেতাদের বারবার বাধা দেওয়া হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পুলিশ তৃণমূলকর্মীর মতো কাজ করছে।' এই বিষয়ে তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে উসকানি দেওয়ার জন্য কিছু রাজনৈতিক দল একটা মৃত্যুকে কাজে লাগাতে চাইছে।'

মুখ্যমন্ত্রী দোকানে আসায় কপাল পুড়ল দোকানির

আশিস মণ্ডল

বোলপুর, ১৯ নভেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীর হঠাৎ আগমনে গ্রামবাসীদের স্বাচ্ছন্দ্য ফিরেছে ঠিকই, কিন্তু কপাল পুড়েছে ছোট্ট দোকানি মেনকা বাগদির। তবে গ্রামবাসীরা ভালো আছেন তাতেই খুশি মেনকা।

সময়টা ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর। প্রশাসনিক এবং দলীয় কাজে বোলপুরে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওইদিন শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা ফেরার পথে বল্লভপুরডাঙ্গা আদিবাসী গ্রামে দাঁড়িয়ে যায় মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়। তিনি গাড়ি থেকে নেমে সোজা পৌঁছে যান রাস্তার ধারের একটি খাবারের দোকানে। সে সময় দোকানের মালিক মেনকা বাগদি আলু, কুমড়ো, ঝিঙে, বিনস দিয়ে তরকারি রান্না করছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মেনকার হাত থেকে খুন্তি নিয়ে নাড়তে শুরু করেন। তাঁকে এই ভূমিকায় দেখে মাথায় ঘোমটা নেওয়ার মতো অবস্থা হয় মেনকার। খুন্তি নাড়তে নাড়তে মেনকার সঙ্গে কথা বলে মমতা জেনে নেন গ্রামের অভাব-অভিযোগ। মেনকাও সুযোগ হাতছাড়া না করে বলতে শুরু করেন, রাস্তাঘাট নেই বললেই চলে। পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশ বাড়িঘর ভাঙাচোরা।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ মেনকার কাছে মুখ্যমন্ত্রী এক কাপ চায়ের আবদার করে বসেন। এরই মাঝে তিনি আদিবাসী গ্রাম ঘুরে দেখেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভাব-অভিযোগ শোনেন। এরপর মেনকার তৈরি চা খেয়ে ৫০০ টাকার নোট হাতে ধরিয়ে দেন তিনি। অবাক হয়ে মেনকা বলেছিলেন, 'এক কাপ চায়ের দাম মাত্র ৫ টাকা, ৫০০ টাকা নয়।' তখন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, তিনি এই ৫০০ টাকা মিষ্টি খেতে দিয়েছেন। গ্রাম ছাড়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী জেলা প্রশাসনকে গ্রামের উন্নয়ন দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সেই সময় মেনকার দোকানের পাশে অন্য কোনও খাবারের দোকান ছিল না। বিদ্যুৎহীন ছিল মেনকার দোকান থেকে গ্রাম। আশপাশে জলের কোনও টিউবওয়েল ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী ফিরতেই শুরু হয় গ্রামের উন্নয়ন। রাস্তাঘাট পাকা হয়। গ্রামে বিদ্যুৎ আসে। বসে একাধিক টিউবওয়েল।

বল্লভপুরডাঙ্গা এখন আদর্শ গ্রাম। গ্রামের উন্নয়ন হতেই গজিয়ে ওঠে আরও কয়েকটি খাবারের দোকান। ফলে প্রতিযোগিতায় কিছুটা পিছিয়ে পড়েছেন মেনকা। তাঁর কথায়, 'আমি গোরুর দুধ দিয়ে চা বানাই। নতুন যেসব দোকান গজিয়ে উঠেছে তাঁরা কৌটোর দুধে চা করে চকোলেট মিশিয়ে সুস্বাদু করেন। ফলে খরিদ্দার সেই দোকানেই যাচ্ছেন। এখন আর আগের মতো বাজার নেই। গ্রামের উন্নয়ন হল ঠিকই, তবে আমার ব্যবসা মন্দা হয়ে গেল।'

২০২০ সালে মেনকার এই দোকানেই এসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে চিন্তা। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। **বৃষ :** ব্যবসা নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। কোনও ব্যাপারে কিছুটা হতাশা আসবে। **মিথুন :** নতুন কোনও অফিসে যাওয়া ঠিক হতে পারে আজ। পেটের অসুখে সমস্যা। **কর্কট :** ব্যবসায় আজ বিনিয়োগ করলে লাভবান হতে পারেন। পাওনা আদায় হবে। **সিংহ :** বিপদ এলেও বুদ্ধিবলে কাটিয়ে উঠতে পারবেন। অফিসের কাজ নিয়ে আজ বেশ ছোটাছুটি হবে। **কন্যা :** মেয়ের বিয়ের পাকা কথা হতে পারে। পথে চলতে খুব সাবধানে থাকুন। **তুলা :** নতুন গাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। বোনের বিয়ে ঠিক হওয়ায় নিশ্চিন্ত। **বৃশ্চিক :** পাওনা আদায় হওয়ায় মানসিক শান্তি মিলবে। পেটের অসুখে সমস্যা। **ধনু :** অফিসে কোনও জটিল কাজ করতে পেরে জনপ্রিয়তা বাড়বে। পরিবারে নতুন অতিথি আসবে। **মকর :** অনেকদিন আগের কোনও কাজের জন্য আজ অনুশোচনা। ব্যবসায় ভালো লাভ হবে। **কুম্ভ :** খুব কাছের লোকের দ্বারা প্রতারিত হতে পারেন। কাজের চাপ বাড়বে। **মীন :** দূরের কোনও বন্ধুর উন্নতিতে আনন্দ। কাউকে বিশ্বাস করে আজ ঠকতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা মতে সোমবার ৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০, ভাঃ ২৯ কার্তিক, ২০ নভেম্বর ২০২৩, ৩ অঘোন, সংবৎ ৮ কার্তিক সুদি, ৫ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫৮, অঃ ৪।৪৮। সোমবার, অষ্টমী রাত্রি ৩।১০। ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ১০।১৩। ধ্রুবযোগ রাত্রি ১০।৪। বিষ্টিকরণ অপরাহ্ন ৪।২০ গতে ববকরণ রাত্রি ৩।১০ গতে বালবকরণ। জন্মে-মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১১।২ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, রাত্রি ১০।১৩ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী-ঈশানে, রাত্রি ৩।১০ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৭।১৯ গতে ৮।৪১ মধ্যে ও ২।৬ গতে ৩।২৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৪ গতে ১১।২৩ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ১০।১৩ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ১২।২৮ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে ঈশানে ও বায়ুকোণে নিষেধ, রাত্রি ৩।১০ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ৩।১০ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। গোষ্ঠাষ্টমীকৃত্য, গোপূজা, গোগ্রাসদান ও গোপ্রদক্ষিণ। গোস্বামিমতে গোপাষ্টমী। শ্রীনিবাস আচার্য্যের ও শ্রীদাস গঙ্গাধরের তিরোভাব মহোৎসব। বোলপুর স্টেশনের নিকট শ্রীপাট মুলুকগ্রামে শ্রীশ্রীরামকানাই ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাভাবল্লভ জীউর পঞ্চদিবসব্যাপী মহোৎসব ও মেলা। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৩৫ মধ্যে ও ৯।২ গতে ১১।৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩১ গতে ১১।৪ মধ্যে ও ২।৩৮ গতে ৩।৩১ মধ্যে।

জমি দখল নিয়ে প্রশাসন পদক্ষেপ না করায় প্রশ্ন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : জমি জরিপে বড় ধরনের অনিয়মের প্রমাণ পাওয়ার পরও পানিট্যাঙ্কি বাজার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ও দাগাপুরের রিসর্টের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ কোনও পদক্ষেপ করেনি। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জমি মাপজোখ করা হলেও বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই হবে না বলেই অনেকে দাবি করা শুরু করেছেন। তবে মহকুমা পরিষদের দাবি, দুটি ক্ষেত্রেই কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ভূমি ও ভূমি সংস্কার কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ বলেন, 'জমি জরিপের পর সরকারিভাবে রিপোর্ট তৈরির কাজ চলছে। আমরা প্রাথমিকভাবে একটা রিপোর্ট পেয়েছি, যেখানে দুটি জায়গাতেই সরকারি জমি দখলের স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট হাতে আসেনি। পুজোর ছুটি পড়ে যাওয়ায় রিপোর্ট তৈরিতে একটু সময় লাগছে। আশা করছি আগামী সপ্তাহেই রিপোর্ট হাতে পেয়ে যাব। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

> জমি জরিপের পর সরকারিভাবে রিপোর্ট তৈরির কাজ চলছে। পুজোর ছুটি পড়ে যাওয়ায় রিপোর্ট তৈরিতে একটু সময় লাগছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
>
> – কিশোরীমোহন সিংহ
> *ভূমি ও ভূমি সংস্কার কর্মাধ্যক্ষ, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ*

খড়িবাড়ি ব্লকের ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী পানিট্যাঙ্কিতে সতীশচন্দ্র চা বাগানের লিজে থাকা সরকারি জমি দখল করে বিশাল বাজার তৈরি হয়েছে। ওই সরকারি জমি প্লটিং করে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে জমি মাফিয়াদের সিন্ডিকেট ১০০ কোটি টাকারও বেশি লুট করেছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদে ধারাবাহিকভাবে এই জমি জালিয়াতির খবর প্রকাশিত হওয়ার পরে প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। পরবর্তীতে পানিট্যাঙ্কির মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনকে প্রায় ১০ কোটি টাকার বিনিময়ে ৩০ বছরের জন্য ৭.৯২ একর জমি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর লিজ দেয়। জমি লিজ নেওয়ার পরেই ওই জমিতে দেদার দু'তলা, তিনতলা দোকানঘর নির্মাণ শুরু করে দেওয়া হয়। অথচ ওই বাজারে বহুতল তৈরির কোনও অনুমতিই গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি অথবা শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) থেকে নেওয়া হয়নি। পরে দেখা যায়, লিজের বাইরের প্রচুর জমিও দখল করে দোকানের জন্য মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন বিক্রি করে দিয়েছে।

বহুবার এই অভিযোগ ওঠায় ২২ সেপ্টেম্বর মহকুমা পরিষদ থেকে পানিট্যাঙ্কির বিতর্কিত জমি জরিপ করা হয়। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর, পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়েই আধুনিক মেশিন দিয়ে ওই জমি মাপজোখ করা হয়েছিল। সেখানে দেখা যায় প্রায় ১২ বিঘা জমি অতিরিক্ত দখল করে মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন বিক্রি করে দিয়েছে। যে জমির বর্তমান বাজারদর কয়েক কোটি টাকা।

অন্যদিকে, দাগাপুরের একটি রিসর্টের বিরুদ্ধেও সরকারি জমি এবং নদীর চর দখল করে বহুতল নির্মাণের অভিযোগ উঠেছিল। সেই জমিও ২১ সেপ্টেম্বর মহকুমা পরিষদ জরিপ করে। ওই জরিপের প্রাথমিক রিপোর্টেও সরকারি জমি দখলের অভিযোগের সত্যতা মিলেছে। কিন্তু জমি মাপজোখের পর প্রায় দু'মাস হতে চলছে, কিন্তু মহকুমা পরিষদ এখনও কোনও পদক্ষেপ করেনি। এনিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

ভূমি ও ভূমি সংস্কার কর্মাধ্যক্ষ বলেন, 'দুটি জায়গাতেই সরকারি জমি দখল করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে আমাদের জানানো হয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট হাতে না পেলে কিছু করা যাচ্ছে না। ছটপুজোর ছুটি পেরোলেই আমরা রিপোর্ট পেয়ে যাব। তারপরই পদক্ষেপ করা হবে।'

ঘুরতে এসে প্রতারিত দক্ষিণবঙ্গের পর্যটকরা

মালবাজার, ১৯ নভেম্বর : ডুয়ার্সে ঘুরতে এসে দক্ষিণবঙ্গের পর্যটকরা প্রতারণার ফাঁদে পড়লেন। বিশ্বকাপের উন্মাদনা, ছটপুজো এইসবের মাঝে ছুটি কাটাতে বারাসতের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ডুয়ার্সের মালবাজারে আসা ও সাতদিন ঘোরার পরিকল্পনা ছিল। সেই মতো ট্যুর অপারেটরদের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ করেছিলেন। প্রতিরক্ষা দপ্তরের ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তথা পরিবারের মাথা অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রিম প্রায় ১৮ হাজার টাকা দিয়ে বুকিং কনফার্ম করেন। কিন্তু নিউ মাল স্টেশনে পৌঁছানোর পর থেকেই ওই ট্যুর অপারেটরের ফোন বন্ধ। রবিবার সকালে স্ত্রী, মেয়ে এবং জামাইকে নিয়ে দুই-তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করে ট্যুর অপারেটরের কোনও পাত্তা না পেয়ে শেষে অশোক পুলিশের দ্বারস্থ হন।

তাঁর কথায়, 'পূর্বপরিচিত এক ব্যক্তির কাছ থেকেই সন্দীপ দাস নামের এই ট্যুর অপারেটরের নম্বর পেয়েছিলাম। পরবর্তীতে সেই ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ট্যুর বাবদ অগ্রিম ১৮ হাজার টাকা দিই। কিন্তু আজ মালবাজারে পৌঁছানোর পর থেকেই ওই ব্যক্তির কোনও পাত্তা নেই।'

অভিযোগ পেয়ে আইসি সুজিত লামার তত্ত্বাবধানে মাল থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। মোবাইল নম্বর ট্র্যাক করে জানা যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি রায়গঞ্জের বাসিন্দা। মালবাজার থানা উদ্যোগী হয়ে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যদের শহরের একটি হোটেলে রাতে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। তবে সাতদিনের ঘোরার পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ায় পরিবারটি রীতিমতো বিপাকে পড়েছে। পরিবারের আরেক সদস্য শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'নতুন করে সবকিছু প্ল্যান করতে হবে। কোথা থেকে শুরু করব বুঝতে পারছি না।'

মাল থানা সূত্রে জানানো হয়েছে, পর্যটকদের সবরকম সহযোগিতা করা হবে। সেই সঙ্গে অপরাধীদের বিরুদ্ধেও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শহরের এক ট্যুর অপারেটর বাবু বিশ্বাস বলেন, 'সম্প্রতি এই ধরনের প্রতারণাচক্র বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। সেইসঙ্গে পর্যটকদেরও আরও বেশি সচেতন হতে হবে।'

গায়ে আগুন লাগিয়ে বধূর আত্মহত্যার চেষ্টা

নয়ারহাট, ১৯ নভেম্বর : গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন এক গৃহবধূ বলে অভিযোগ উঠেছে। শনিবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ময়নাতলি বাজার সংলগ্ন তেঁতুলরছড়ায়। পারিবারিক অশান্তির জেরেই ওই গৃহবধূ আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ উঠছে। কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় সূত্রের খবর, শনিবার রাত নয়টা নাগাদ গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেন ওই গৃহবধূ। মুহূর্তের মধ্যে ঘটনা জানাজানি হয়। ওই বাড়িতে প্রতিবেশীদের ভিড় জমে। প্রতিবেশীরাই আশঙ্কাজনক অবস্থায় গৃহবধূকে উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে কোচবিহারে স্থানান্তরিত করা হয়। পারিবারিক কলহের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে বলে সূত্রের দাবি।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যার ছেলে দেবাশিস বর্মনের বক্তব্য, 'ঘটনার সময় তাঁরা ময়নাতলি বাজারে ছিলেন। তাঁরা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে যান। অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে এনে তাঁকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে তাঁকে অন্যত্র রেফার করা হয়।'

খড়িবাড়িতে মেচি নদীতে ছট উৎসবে শামিল ভারত ও নেপালের পুণ্যার্থীরা। রবিবার।–সংবাদচিত্র

মেচিতে দুই দেশের ছটব্রতীদের উৎসব

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১৯ নভেম্বর : খড়িবাড়ি ব্লকে সানন্দে পালিত হল ছট উৎসব। ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কির মেচি নদীর ঘাটে রবিবার দুপুর থেকে দুই দেশের ছটব্রতী ও দর্শনার্থীদের ভিড় দেখা যায়। মেচি নদীর দুই তীরে ভারত ও নেপালের পুণ্যার্থীরা সূর্যদেবকে সান্ধ্য অর্ঘ্য নিবেদন করেন। সীমান্তের মেচি নদীর দুইধারে দুই দেশের নাগরিকরা পুজোতে শামিল হয়ে ছটপুজোকে সম্প্রীতির উৎসবের রূপ দেন। পানিট্যাঙ্কি যুব কমিটির তরফে মেচি ছটঘাট সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা হয়। সূর্য মন্দির ও আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করে যুব কমিটি।

এছাড়াও দুঃস্থদের মধ্যে কমিটির তরফে কম্বল বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ, রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সান্ত্বনা সিংহ প্রমুখ।

অপরদিকে, এদিন দুপুরে খড়িবাড়ি ছটপুজো কমিটির উদ্যোগে বুন নদীর ঘাটে ছটপুজোর আনুষ্ঠানিক

খড়িবাড়ি

উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ, খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পরিমল সিংহ প্রমুখ। ছটব্রতী ও দর্শনার্থীদের নদী পারাপারে জন্য ছট কমিটির উদ্যোগে খড়িবাড়ি বুন নদীতে একটি অস্থায়ী সেতু প্রশাসনের সহযোগিতায় তৈরি করা হয়।

এদিন সকাল থেকে খড়িবাড়ি ব্লকের বিভিন্ন এলাকার দণ্ডধারী ছটব্রতীরা নদীঘাটের উদ্দেশে রওনা দেন। খড়িবাড়ি ব্লকের খড়িবাড়ি, অধিকারী ও বাতাসির বুন নদী, ভালুকগাড়া স্বর্ণমতি নদী এবং বুড়াগঞ্জের ডুমুরিয়া নদীঘাটে এদিন দুপুর থেকে ছটব্রতীরা আসা শুরু করেন। ছটব্রতীরা নদীর ঘাটগুলি সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলেন। খড়িবাড়ি ছটপুজো কমিটির পক্ষ থেকে ছটঘাট ও খড়িবাড়ি-ভালুকগাড়া সড়কে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। এদিন এলাকার বিভিন্ন নদীর ঘাটে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ভিড় জমান। ছটপুজো উৎসবের চেহারা নেয়। ছটপুজোকে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে প্রচুর পুলিশ ও কমিটির স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করা হয়।

খেলার স্কোর দেখে ঘাটমুখী দর্শনার্থীরা

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৯ নভেম্বর : রবিবার ছটপুজোর পাশাপাশি ভারত-অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ ফাইনাল ছিল। ফাইনাল নিয়ে ক্রেজ দেখে সবাই ভেবেছিলেন এদিন ছটঘাটে তেমন ভিড় হবে না। কিন্তু ফাইনালে ভারতীয়দের খেলা দেখে হতাশ হয়ে অনেকেই ছুটলেন ছটঘাটের দিকে। ফলে এলাকার সবক'টি নদীঘাটেই এদিন ভিড় উপচে পড়েছে। বাগডোগরা রেলের মাঠে বড় পর্দা লাগিয়ে ম্যাচ দেখার ব্যবস্থা করা হলেও দর্শক ছিল হাতেগোনা।

এদিন দুপুর গড়াতেই ঘাটমুখী হন ছটব্রতীরা। বাগডোগরার হুলিয়া নদীতে ছটপুজোর আয়োজন হয়। সবথেকে বেশি ভিড়ও হয় হুলিয়ার কমলপুর ঘাটে। আপার বাগডোগরা পানিঘাটা মোড় থেকে বাগডোগরা-পানিঘাটা সড়কজুড়ে ছটব্রতীদের যাতায়াতে কার্যত মিছিলের আকার নেয়। কয়েকজন ব্রতী গণ্ডিও কাটেন ওই রাস্তায়। ভিড় সামলাতে পুলিশকে বেশ বেগ পেতে হয়।

কমলপুর ঘাটে ছটপুজোর কাজে সাহায্য করেছে সেবা সংঘ, জাগৃতি স্পোর্টিং ক্লাব, আপার বাগডোগরা স্পোর্টিং ক্লাব। সেবা সংঘের সম্পাদক বৈজু মাহাতো বলেন, 'যে কোনও পরিস্থিতি সামলাতে আমরা প্রস্তুত। সেজন্য ঘাটে ফার্স্ট এইড, অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

কমলপুর ঘাট ছাড়াও হরেকৃষ্ণপল্লি, ক্ষুদিরামপল্লি ও অন্যান্য ঘাটেও ছটপুজো হয়েছে। এদিকে, মাটিগাড়া বালাসন নদীতে বিশাল এলাকা নিয়ে তৈরি ছটঘাটটি সাজানো হয় সুন্দর করে। সেখানেও প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। বালাসন ছাড়াও খোলাইবকতরি, পরিবহণনগর, পঞ্চনই, তুলসীনগর, মেডিকেল কলেজের পিছনে গাইসাল ঘাট, ভাঙাপুল ঘাটগুলিতেও ছটপুজো হয়েছে।

খেতে পুড়ল কেটে রাখা ধান

বক্সিরহাট, ১৯ নভেম্বর : মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপাদিত ধান আগুনে ভস্মীভূত হল। বক্সিরহাটের নাকারখানায় এই ঘটনায় কৃষক প্রদীপ মণ্ডলের মাথায় হাত পড়েছে। ফলন বেশ ভালোই হয়েছিল। ঘরে তোলার জন্য শনিবার লোক লাগিয়ে দিনভর ধান কেটে তা জমিতেই পুঁজি করে রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন, রবিবার মেশিন দিয়ে ধান ঝাড়াই করে ঘরে তুলবেন। কিন্তু ঝাড়াই করে ঘরে তোলার আগেই খেতে সব ধান পুড়ে ছাই হল।

প্রদীপবাবু বলেন, 'ধান কেটে রেখে শনিবার সন্ধ্যায় আমি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে বক্সিরহাট বাজারে গিয়েছিলাম। বাজার থেকে ফিরে আসতেই খবর পাই, কেটে রাখা ধানের পুঁজিতে আগুন লেগেছে।' তৎক্ষণাৎ তিনি সেখানে দৌড়ে যান। দমকলে খবর দেওয়া হয়। প্রতিবেশীরাও খবর পেয়ে আসেন। কিন্তু দমকল আসার আগেই তাঁর সমস্ত খড় সহ ধান পুড়ে যায়। প্রদীপবাবু জানান, সারা বছরের খাবার হিসেবে তিনি ওই ধান চাষ করেছিলেন। সেই ধান পুড়ে যাওয়ায় দুশ্চিন্তা তাঁকে গ্রাস করেছে।

তিনি আরও জানান, রায়ডাক নদীর পাড়ের কাছেই তাঁর জমি। প্রতিদিন ওই এলাকায় কিছু অপরিচিত যুবক জুয়া ও মদের আসর বসায়। তাঁর ধারণা, তাদেরই কেউ হয়তো নেশার ঘোরে তাঁর ফসলে অগ্নিসংযোগ করেছিল। এ ব্যাপারে তিনি বক্সিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

বক্সিরহাট থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। সেইসঙ্গে পুলিশ জানায়, মদ-জুয়ার আসর নিয়ে তাদের কাছে কেউ কোনও অভিযোগ দায়ের করেনি।

শা'র সভায় লোক টানতে তিনটি ট্রেন

কলকাতায় জমায়েতের জন্য পদ্মের ভরসা উত্তরবঙ্গ

সানি সরকার

রবিবার শিলিগুড়িতে বিজেপির বৈঠকে দলের সাংসদ-বিধায়করা।–সংবাদচিত্র

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : ধর্মতলায় অমিত শা'র জনসভায় কয়েক লক্ষ লোকের জমায়েত লক্ষ্য বিজেপির। এই ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ ভরসা বিজেপির। এখানকার আট জেলা মিলিয়ে যাতে লক্ষাধিক লোক কলকাতায় জমায়েত হয়, সেই নির্দেশ ইতিমধ্যে জেলায় জেলায় পৌঁছে গিয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিভিন্ন প্রকল্প থেকে বঞ্চিতদের যাতে ২৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভায় উপস্থিত করানো যায়, সেই নির্দেশও এসেছে। যার জন্য জেলায় জেলায় শুরু হয়েছে বঞ্চিতদের তালিকা তৈরির কাজ। ধর্মতলা ভরাট করতে উত্তরবঙ্গের জন্য তিনটি ট্রেনও ভাড়া করছে বিজেপি। কিন্তু দলীয় কোন্দল যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তাতে কি সম্মিলিত প্রয়াস দেখা যাবে, এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে গেরুয়া শিবিরে। দ্বন্দ্ব মেটাতে কড়া নির্দেশও দেওয়া শুরু করেছে রাজ্য নেতৃত্ব। রবিবার শিলিগুড়িতে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সঙ্গে বৈঠক করেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) অমিতাভ চক্রবর্তী।

দলীয় সূত্রে খবর, লোকসভা নির্বাচনের আগে দলে কোনও রদবদল না করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। যদিও শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের দাবি, 'বর্তমান দলের সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে। কলকাতার সভার জন্য তৃণমূল স্তর থেকে প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশমতো আমরা পদক্ষেপ করছি।' শা'র সভার জন্য ট্রেন ভাড়া করা হচ্ছে বলে জানান শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ।

বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। এই প্রেক্ষিতে বাংলায় নজর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সভার পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি। ২৯ নভেম্বর শা'র সভার মধ্যে দিয়ে 'মিশন বাংলা' শুরু করে দিচ্ছে গেরুয়া শিবির। কিন্তু শীর্ষ নেতৃত্ব যখন বাংলাকে টার্গেট করেছে, তখন জেলায় জেলায় কোন্দল সামাল দেওয়া চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে। বিজেপির 'শক্ত ঘাঁটি' উত্তরবঙ্গেও কোন্দল অব্যাহত। যার মধ্যে শিলিগুড়িতে কোন্দল এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, রাজ্য নেতৃত্বকে বারবার হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে।

নতুন জেলা কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, তা মেটাতে ছুটে আসতে হয়েছিল রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে। মণ্ডল কমিটির রদবদল দ্বন্দ্বে রবিবার শিলিগুড়ি এসে সবপক্ষকে নিয়ে বৈঠক করলেন রাজ্যের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী। দলীয় সূত্রে খবর, এদিন তিনি কড়া বার্তা দিয়েছেন। যার মধ্যে রয়েছে পুরোনোদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়ার পাশাপাশি নতুন করে কোনও কমিটি না ভাঙার নির্দেশ।

ধর্মতলার সভার জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে, সেই পরামর্শও এদিন দিয়েছেন অমিতাভর পাশাপাশি দীপক বর্মন। পাড়ায় পাড়ায় পথসভা, দলীয় প্রচারপত্র প্রত্যেকটি বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া, ইচ্ছুকদের নাম নথিভুক্ত করে তাঁদের কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেন তাঁরা। শংকর বলেন, 'উত্তরবঙ্গের জন্য তিনটি ট্রেনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাশাপাশি সড়কপথেও কয়েক হাজার দলীয় কর্মী কলকাতায় যাবেন।' এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজু বিস্ট। তাঁর বক্তব্য, 'ধর্মতলার সভা হবে ঐতিহাসিক।'

দাসপাড়ায় ফের ধান ক্রয় শিবিরের দাবি

ফড়েদের কাছে কম দামে বিক্রি

মনজুর আলম

চোপড়া, ১৯ নভেম্বর : ধান কেনার অস্থায়ী ক্যাম্পের দাবি উঠেছে চোপড়া ব্লকের দাসপাড়ায়। গোটা ব্লকের একমাত্র সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়কেন্দ্র করা হয়েছে সদর চোপড়ায়। দাসপাড়া থেকে যার দূরত্ব ২০-২৫ কিলোমিটার। দূরত্বের কারণে ফড়েদের কাছে অল্প দামে ধান বিক্রি করতে হচ্ছে বলে কৃষকদের অভিযোগ। দাসপাড়ায় সহায়কমূল্যে ধান কেনার অস্থায়ী ক্যাম্পের দাবি অনেকদিনের। এবারও একই দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় কৃষকরা।

১ নভেম্বর থেকে সহায়কমূল্যে ধান কেনা শুরু হয়েছে। সদর চোপড়ার পাবলিক হলে ব্লকের কৃষকদের জন্য একমাত্র শিবির খোলা হয়েছে। কৃষকদের বক্তব্য, এত দূরে গিয়ে শিবিরে ধান বিক্রি করা নিয়ে অনেক সমস্যা পোহাতে হয়। কুইন্টাল প্রতি ২০ টাকা উৎসাহ ভাতা দেওয়া হয় ঠিকই, তার চেয়ে গাড়ি ভাড়ার খরচ বেশি পড়ে যায়। দাসপাড়ায় এমনিতেই কৃষক বাজার নেই। স্থানীয় হাটবাজারে ধান বিক্রি করতে হচ্ছে কৃষকদের।

দাসপাড়ার কৃষক আজিজুল হক বলেন, 'আমার বাড়ি থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে সদর চোপড়া। আর সেখানেই শিবির। এলাকার কৃষকদের অধিকাংশই দাসপাড়া হাটে ধান বিক্রি করেন।' এদিকে সদর চোপড়ার ধান ক্রয়কেন্দ্রটি নিয়ে স্থানীয় কৃষকদের বক্তব্য, সেখানে দালালচক্র রয়েছে। কুইন্টাল প্রতি চার-পাঁচ কেজি ধলতা কেটে নেওয়া হচ্ছে।

তৃণমূল কংগ্রেস কৃষক খেতমজুর কমিটির চোপড়া ব্লক সভাপতি শংকর বৈদ্যর কথায়, 'দাসপাড়া ও লক্ষ্মীপুরে সহায়কমূল্যে ধান কেনার অস্থায়ী ক্যাম্পের প্রয়োজন রয়েছে। ব্লক প্রশাসনের কাছে এ বিষয়ে লিখিত জানানো হবে।' কংগ্রেস নেতা অশোক রায় বলেন, 'ব্লকের সব থেকে বেশি ধান উৎপাদন হয় ঘিরনিগাঁও, দাসপাড়া,

সমস্যায় কৃষকরা

- চোপড়া ব্লকের একমাত্র সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়কেন্দ্র সদর চোপড়ায়
- দাসপাড়া থেকে যার দূরত্ব ২০-২৫ কিলোমিটার
- দূরত্বের কারণে ফড়েদের কাছে অল্প দামে ধান বিক্রি করতে হচ্ছে কৃষকদের
- যার জেরে আর্থিক ক্ষতির শিকার হচ্ছেন কৃষকরা

চুটিয়াখোর ও লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। প্রতিবারই দাসপাড়ায় অস্থায়ী শিবিরের দাবি তোলা হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রশাসনের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।'

চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিকের বক্তব্য, 'অস্থায়ী ক্যাম্পের দাবির ব্যাপারে লিখিতভাবে কেউ কিছু জানালে উদ্যোগ নেওয়া হবে'। একই বক্তব্য চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডলের।

এটিএম লুটের চেষ্টায় ধৃত জওয়ান

নকশালবাড়ি, ১৯ নভেম্বর : নকশালবাড়িতে এটিএম লুটের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন এক সেনা জওয়ান। ধৃতের নাম রিষভ প্রধান। বাড়ি নকশালবাড়ি থানা এলাকার বাবুপাড়ায়।

অভিযোগ, শনিবার গভীর রাতে নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে অবস্থিত একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম ভেঙে টাকা লুটের চেষ্টা করেন রিষভ। তিনি ছুটিতে বাড়িতে এসেছিলেন। সিসিটিভি ক্যামেরায় নজরদারি চালানোর সময় বিষয়টি নজরে আসে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের। এরপরই খবর যায় নকশালবাড়ি থানায়। ওসি অনির্বাণ নায়েক সহ পুলিশকর্মীরা রাতে ঘটনাস্থলে গিয়ে রিষভকে ধরে ফেলেন। রবিবার এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার তরফে নকশালবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপর রিষভকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

তামসাংয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : লেপচা উন্নয়ন বোর্ডের প্রয়াত চেয়ারম্যান এলএস তামসাংয়ের শেষকৃত্য রবিবার কালিম্পংয়ে সম্পন্ন হল। এদিন রাজ্য সরকারের তরফে তামসাংকে গান স্যালুটে শেষ বিদায় জানানো হয়। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তামসাং গত ১৪ নভেম্বর কালিম্পংয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শুধু লেপচা উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবেই নয়, রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের সদস্য হিসাবেও তিনি সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে এদিন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা, কালিম্পংয়ের বিধায়ক রুদেন লেপচা সহ প্রশাসনের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে তামসাংকে শেষ বিদায় জানানো হয়।

তাড়া হস্তীশাবককে, বাগানে দেহ উদ্ধার

ওদলাবাড়ি, ১৯ নভেম্বর : জঙ্গল ছেড়ে খাবারের খোঁজে দলবেঁধে লোকালয়ে চলে এসেছিল একটি হস্তীশাবক। সেটাই যেন কাল হল। দলের থেকে আলাদা হয়ে মানুষের তাড়া খেয়ে দিনভর এদিক-ওদিক ছোটাছুটির পর শেষপর্যন্ত মৃত্যু হল ওই বন্যপ্রাণীটির।

রবিবার মীনগ্লাস চা বাগানের ১৭ নম্বর সেকশনে শাবকটিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে বন দপ্তরে খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে পৌঁছে চার বছর বয়সি শাবকের দেহ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে শরীরে আঘাতের কোনও চিহ্ন পাননি বনকর্মীরা।

তবে পরিবেশকর্মীদের দাবি, দৌড়াদৌড়ির ধকল সহ্য করতে না পেরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ গিয়েছে হস্তীশাবকটির। ঘটনাপ্রসঙ্গে ন্যাফ-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, 'হাতি যদি সামনের দু'পা ভাঁজ করে কোনও কারণে বসে পড়ে, তবে বুঝতে হবে তার গুরুতর কোনও শারীরিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। মীনগ্লাস চা বাগানে হস্তীশাবকটি যদি সত্যি নালায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে তবে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা অস্বাভাবিক নয়।'

মীনগ্লাস চা বাগানে মৃত হস্তীশাবক। রবিবার।

শনিবার সকালে রানিচেরা চা বাগানে আটকে পড়েছিল চারটি হাতি। সেই দলে ওই শাবক ছিল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মানুষের তাড়া খেয়ে চা বাগানের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ছুটে বেড়িয়েছে হাতিগুলো। কিছুক্ষণ পর বাকি তিনটি হাতি জঙ্গলে ফেরত যাওয়ার পর শাবকটি একা হয়ে পড়ে। এবার তার পেছনে ছুটতে শুরু করেন একদল মানুষ।

রানিচেরা চা বাগানের শ্রমিক নারায়ণ ওরাওঁ, মীনগ্লাস চা বাগানের রাজেশ তিরকিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তাড়া খেয়ে শাবকটি সাইলি চা বাগান পেরিয়ে মীনগ্লাস চা বাগানের দিকে আসার পথে একবার বাগানের নালায় মুখ থুবড়ে পড়ে। যদিও কিছুক্ষণ পর ফের সেটা উঠে দাঁড়ায়।

এতসব কাণ্ডের পর শেষপর্যন্ত বনকর্মীরা ওই শাবককে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে সমর্থ হলেও কয়েক ঘণ্টার বিরামহীন দৌড়ঝাঁপের ধকল সহ্য করতে না পেরে সেটার মৃত্যু হয়েছে কি না, সেব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটেছেন দপ্তরের কর্তারা। বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডিএফও পি হরিকৃষ্ণনকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। মনে করা হচ্ছে, শনিবার জঙ্গলে ফেরানোর পর রবিবার ভোরে সেটা ফের বাগানে ঢুকে পড়েছিল এবং সেখানেই মারা যায়।

নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার সোসাইটির মুখপাত্র নফসর আলির কথায়, 'বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে রানিচেরা চা বাগানে যেভাবে কিছু অত্যুৎসাহী যুবক আটকে পড়া হাতির দলকে উত্ত্যক্ত করছিল, তা দুর্ভাগ্যজনক। বনকর্মী ও চা বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে বারবার অনুরোধ করা হলেও কেউ শোনেননি।'

এদিন বিকেলে তারঘেরা রেঞ্জে মৃত হস্তীশাবকের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। রিপোর্ট এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছেন রেঞ্জ অফিসার কুণাল বর্মন।

পাসপোর্ট দুর্নীতি সিবিআইয়ের জালে ডাককর্মী

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৯ নভেম্বর : পাসপোর্ট দুর্নীতিতে সিবিআই বাগডোগরার ডাক বিভাগের কর্মী পাপ্পু সাহানি ও শচীনকে হেপাজতে নিয়েছে। তাদের সিকিমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সিবিআইয়ের রাডারে আরও কয়েকজন রয়েছে। কয়েকদিন ধরে সিবিআই আধিকারিক বাগডোগরা এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন ও বর্তমান জনপ্রতিনিধিদের বাড়িতে এসে আধার ও ভোটার কার্ডের তথ্য সংগ্রহ করছেন।

রবিবার সকালেও আপার বাগডোগরা বিবেকানন্দপল্লির পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে এসে সিবিআইয়ের দুই আধিকারিকদের দীর্ঘ সময় জিজ্ঞাসাবাদ করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে এই পাসপোর্ট দুর্নীতির তদন্ত হচ্ছে। যদিও এবিষয়ে কমিশনারেটের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্তা বলেন, সিবিআই তদন্ত করছে। তাই এই নিয়ে কিছু বলব না।

বাগডোগরার বিবেকানন্দপল্লি, জ্যোতিনগর, লালাবস্তি, ললিতনগর, প্রধাননগর, রবীন্দ্রনগর, ভুট্টাবাড়ি, ভুজিয়াপানি এলাকার ঠিকানা দিয়ে প্রচুর সংখ্যায় আধার কার্ড করা হয়েছে। যাদের নাম ভোটার তালিকায় নেই। ফলে আধার সেন্টারগুলির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এই ভুয়ো আধার ব্যবহার করে ভুয়ো পাসপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। সেই পাসপোর্ট নিয়ে অনেকে বিদেশেও পাড়ি দিয়েছে।

তদন্ত চলছে
- ডাক বিভাগের কর্মী পাপ্পু সাহানি ও শচীনকে হেপাজতে নিয়েছে সিবিআই
- তাদের সিকিমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে
- তদন্তকারীদের রাডারে আরও কয়েকজন রয়েছে
- সেই ভুয়ো আধার কার্ড ব্যবহার করে ভুয়ো পাসপোর্ট তৈরি হচ্ছে
- বাগডোগরার বিভিন্ন এলাকার ঠিকানা দিয়ে প্রচুর ভুয়ো আধার কার্ড করা হয়েছে
- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে এই পাসপোর্ট দুর্নীতির তদন্ত হচ্ছে

আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য আণবিক জোয়ারদারের বক্তব্য, 'আজ সকালে সিবিআইয়ের দুই আধিকারিক আমার বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁরা দশটি আধার কার্ড দেখিয়ে জানতে চান, আমার পাড়ায় এরা থাকে কি না। ওই দশজনের একজনও আমার পাড়ায় থাকে না।' তাঁর সংযোজন, 'ভোটার তালিকাতেও এদের নাম নেই। এপিক নম্বর ভুয়ো।'

আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান বিশ্বজিৎ দাসের জ্যোতিনগরের বাড়িতে এসে সিবিআই চারটি আধার কার্ড দেখিয়ে জানতে চায় তারা জ্যোতিনগরের বাসিন্দা কি না। বিশ্বজিৎও জানিয়েছেন তারা কেউ ওই এলাকার বাসিন্দা নয়।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক আধিকারিক জানান, এই দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উদ্বেগ বেড়েছে। ওই আধিকারিকের কথায়, বাংলাদেশ ও নেপালের কোনও অপরাধী ভারতের পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে গিয়ে সেখানে কোনও অপরাধ করলে, অপরাধী ভারতের নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত হবে। তাতে ভারতের সঙ্গে সেই দেশের সম্পর্কে প্রভাব পড়তে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের বিশাল অংশজুড়ে বাংলাদেশ ও নেপাল সীমান্ত থাকার ফলে অনুপ্রবেশকারীরা ভারতে এসে দালালচক্রের মাধ্যমে এদেশের ভুয়ো ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, র‍্যাশন কার্ড তৈরি করে এবং সেই নথির মাধ্যমে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। জাল নথি সহ পাসপোর্ট তৈরি করে দিতে 'প্যাকেজ' হিসেবে নেওয়া হচ্ছে ২০ লক্ষ টাকা।

কেন বিদেশে যাওয়ার জন্য এত টাকা দিয়ে ভারতের পাসপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে? নেপাল ও বাংলাদেশের নাগরিকদের পাসপোর্ট থাকলেও মধ্যপ্রাচ্যের কোনও দেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভিসা নিয়ে কড়াকড়ি রয়েছে। তাই এক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে যাওয়ার জন্য ভারতের পাসপোর্টের চাহিদা বাড়ছে।

গত ১৩ অক্টোবর সিবিআই কলকাতা, শিলিগুড়ি, নকশালবাড়ি, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, বাগডোগরা এবং গ্যাংটক সহ প্রায় ৫০টি জায়গায় একসঙ্গে তল্লাশি করে। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে তাদের জেরা করেই বাগডোগরা পাপ্পু সাহানি এবং শচীনের নাম জানতে পারে সিবিআই।

রাতে জুয়ার বোর্ডে ধৃত তৃণমূল নেতা সহ চার

বীরপাড়া, ১৯ নভেম্বর : শনিবার রাতে জুয়ার বোর্ড বসানোর অভিযোগে তৃণমূলের জেলা সম্পাদক রশিদুল আলম সহ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করল বীরপাড়া থানার পুলিশ। তাঁদের নামে মামলা রুজু করা হয়েছে। অবশ্য শনিবার রাতেই ব্যক্তিগত বন্ডে থানা থেকেই চারজনকে জামিন দেওয়া হয়। তবে জেলা সম্পাদক হওয়ার পাশাপাশি রশিদুল মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতিরও সদস্য। স্বাভাবিকভাবেই ওই ঘটনায় তোলপাড় আলিপুরদুয়ার জেলার রাজনৈতিক মহল। এদিকে রশিদুলকে তৃণমূলের নেতারাই ফাঁসিয়েছেন বলে রবিবার মন্তব্য করে বিতর্কের সূচনা করেছেন বিজেপির জেলা সভাপতি তথা মাদারিহাটের বিধায়ক মনোজ টিগ্গা।

বীরপাড়া

রশিদুলের সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় জওহরলাল সূত্রধর, অসিত দাস ও সুকেশ বর্মনকে। রাঙ্গালিবাজনার বাসিন্দা জওহরলাল আলিপুরদুয়ার শহর এলাকার একটি হাইস্কুলের শিক্ষক। শিশুবাড়ির অসিত অবসরপ্রাপ্ত পঞ্চায়েত কর্মী ও দক্ষিণ খয়েরবাড়ির সুকেশ খয়েরবাড়ি হাই মাদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাকর্মী। এঁদের কাছ থেকে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে বীরপাড়া থানা সূত্রের খবর। জেলা পুলিশ সূত্রের খবর, থানা থেকে ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দেওয়া হলেও আলিপুরদুয়ার মহকুমা আদালত থেকে জামিন নিতে হবে।

রশিদুলের গ্রেপ্তারিতে দৃশ্যতই অস্বস্তিতে তৃণমূলের ব্লক ও জেলা নেতৃত্ব। রবিবার দলের মাদারিহাট-বীরপাড়ার ব্লক সভাপতি জয়প্রকাশ টোপ্পো বলেন, 'এটা রশিদুল আলমের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এজন্য দল দায়ী নয়। দল বরাবরই জুয়ার বিরোধী। জুয়ার আসরের বিরুদ্ধে দলের তরফেও প্রচারাভিযান চলে। জুয়ার আসর থেকে দলের একজন নেতার গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক।' রশিদুলের বিরুদ্ধে দল কোনও পদক্ষেপ করবে কি না সেই প্রশ্নের জবাবে জয়প্রকাশের মন্তব্য, 'একথা জেলা সভাপতিই বলতে পারেন।' দলের জেলা সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইকের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, 'আমি আলিপুরদুয়ারের বাইরে রয়েছি। তবে এনিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছি।'

ইসলামপুরের ব্লকপাড়ায় ছটব্রতীরা। রবিবার বিকেলে সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

১০ বছর ধরে বেহাল রাস্তা

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১৯ নভেম্বর : শুধু প্রতিশ্রুতি আর ঘোষণাই সার। দশ বছরের বেশি সময় ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে ইসলামপুর শহর সংলগ্ন স্টেট ফার্ম কলোনির মূল রাস্তা। এর জেরে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন এলাকার কয়েক হাজার সাধারণ বাসিন্দা এবং ওই রাস্তার পাশের দুটি স্কুলের পড়ুয়ারাও। বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাজনৈতিক নেতারা শুধু নির্বাচনের সময় প্রতিশ্রুতি দেন। তারপর আর কাজ হয় না। বর্ষায় এই রাস্তায় ভোগান্তি আরও কয়েকগুণ বাড়ে।

জাতীয় সড়ক সংলগ্ন স্টেট ফার্ম কলোনির মাঝখান দিয়ে গিয়েছে ওই রাস্তা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকলেও কেউ সেটি সংস্কারের বিষয়ে উদ্যোগ নেয়নি। ওই এলাকায় রয়েছে স্টেট ফার্ম কলোনি উচ্চবিদ্যালয় ও স্টেট ফার্ম কলোনি জুনিয়ার বেসিক স্কুল। দুই স্কুলের পড়ুয়াদের যাতায়াতের জন্য ওই রাস্তাটি ছাড়া আর কোনও বিকল্প রাস্তা নেই। ফলে পড়ুয়াদেরও ওই ভাঙা রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে। সাইকেল নিয়ে বা হেঁটে যেতে সমস্যায় পড়ছে পড়ুয়ারা। বর্ষায় ঝুঁকি নিয়েই যাতায়াত করছে তারা।

স্টেট ফার্ম কলোনির এই রাস্তাটি দ্রুত সারাইয়ের দাবি উঠেছে।

> পুজোর আগে নামমাত্র মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট করা হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই মাটিও উঠে গিয়েছে। বর্ষার সময় এই রাস্তার অবস্থা আরও ভয়ংকর রূপ নেয়। সমস্ত রাস্তাই জলের নীচে চলে যায়।
>
> –চিন্ময় দাস
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

স্থানীয় বাসিন্দা চিন্ময় দাসের বক্তব্য, 'দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু কেউ ফিরেও তাকায়নি। ভোট আসে, ভোট যায় কিন্তু এই রাস্তার কাজ আর হয়নি। এবছরও পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাস্তা তৈরির প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম। কিন্তু রাস্তার কাজ আজও শুরু হয়নি।' তাঁর কথায়, 'পুজোর আগে নামমাত্র মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট করা হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই মাটিও উঠে গিয়েছে। বর্ষার সময় এই রাস্তার অবস্থা আরও ভয়ংকর রূপ নেয়। সমস্ত রাস্তাই জলের নীচে চলে যায়।'

স্টেট ফার্ম কলোনি জুনিয়ার বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশ দাসের বক্তব্য, 'এই রাস্তা দিয়ে ছোট পড়ুয়াদের আসতে খুবই সমস্যা হয়। রাস্তার যা অবস্থা তাতে তা কোনওভাবেই চলাচলের যোগ্য নয়।'

স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্যা নার্গিস বেগম অবশ্য আশার কথা শুনিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

স্কুলে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে যৌন হেনস্তা

বিধান সিংহ রায়

পুণ্ডিবাড়ি, ১৯ নভেম্বর : স্কুলের মধ্যেই তৃতীয় শ্রেণির এক পড়ুয়াকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ উঠল প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ির ঘটনা। অভিযুক্ত ব্যক্তি এলাকার একটি বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। ইতিমধ্যেই সুজিত দে নামে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার জেরে ইতিমধ্যেই আতঙ্কিত ওই স্কুলের অন্য পড়ুয়ার অভিভাবকরা।

পুণ্ডিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের কাছেই ওই বেসরকারি স্কুলটি। অভিযোগ, ওই নাবালিকার ওপর বেশ কয়েক মাস ধরেই যৌন নির্যাতন চালাত অভিযুক্ত ব্যক্তি। কয়েকদিন ধরে নির্যাতিতা স্কুলে যেতে চাইত না। সন্দেহ হওয়ায় তার মা জিজ্ঞাসাবাদ করে যৌন নির্যাতনের বিষয়টি জানতে পারেন। শনিবার রাতেই নাবালিকার পরিবারের তরফে পুণ্ডিবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

অভিযোগ পাওয়ার পরেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। রবিবার পকসো আদালত বন্ধ থাকায় সিজেএম আদালত অভিযুক্তকে জেল হেপাজতে পাঠায়। আগামীকাল তাকে ফের পকসো আদালতে তোলা হবে। অন্যদিকে, এদিন নাবালিকার মেডিকেল টেস্ট করা হয়েছে। আগামীকাল জবানবন্দির জন্য তাকেও আদালতে তোলা হবে।

পুণ্ডিবাড়িতে ধৃত প্রধান শিক্ষক

ওই নাবালিকার বাড়ি পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। তার বাবা ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেন। নবম শ্রেণির পড়ুয়া ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে বাড়িতে থাকেন নাবালিকার মা। তাঁর কথায়, 'কিছুদিন ধরেই মেয়ে স্কুলে যেতে চাইত না। এর জন্য বকাবকিও করি। একদিন জোর করে স্কুলে পাঠালে পরদিন ফের স্কুলে যেতে চাইত না। এতদিন কিছু না বুঝতে পারলেও দিনকয়েক আগে মেয়ের কাছে স্কুলে না যেতে চাওয়ার কারণ জানতে চাইলে সে বিষয়টি খুলে বলে।'

ওই স্কুলের এক প্রাক্তন শিক্ষিকার বক্তব্য, অভিযুক্ত ব্যক্তি শুধু ছাত্রীদের সঙ্গে নয়, শিক্ষিকাদের সঙ্গেও এমন কাজ করার চেষ্টা করেন। তাঁর সঙ্গেও কয়েকবার এমন আচরণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রতিবাদ করায় তা পারেননি। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন তিনি।

অ্যাথলেটিক্সে জলপাইগুড়ির স্কুল তৃতীয়

জলপাইগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : আন্তঃস্কুল রাজ্য অ্যাথলেটিক মিটে রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা তিনটি সোনা, তিনটি রুপো এবং তিনটি ব্রোঞ্জ পেল। অনূর্ধ্ব-১৯ বছর বিভাগে মল্লিকপাড়া বিদ্যানিকেতনের মিলি রায় লৌহগোলক নিক্ষেপে প্রথম, জলপাইগুড়ি কদমতলা গার্লস হাইস্কুলের সুস্মিতা রায় জ্যাভলিন থ্রোয়ে প্রথম এবং লৌহগোলক নিক্ষেপে তৃতীয় হয়েছে। দোমোহনি পলহোয়েল হাইস্কুলের রিঙ্কি সরকার ৩০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় হওয়ার পাশাপাশি বেরুবাড়ি তপশিলি ফ্রি হাইস্কুলের অনুষ্কা রায় ৪০০ মিটার এবং ২০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় হয়েছে। ১৫০০ মিটার দৌড়ে বড়দিঘি হাইস্কুলের প্রশান্ত ওরাওঁ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

এছাড়া ১৫০০ মিটার দৌড়ে বালিকা বিভাগে বিউটি রায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। বিউটি মল্লিকপাড়া বিদ্যানিকেতনের ছাত্রী। তিন হাজার মিটার ওয়াক রেসে বাল্মীকি বিদ্যাপীঠের সীমা দাস প্রথম হয়েছে।

রোগীর আত্মীয়দের থাকার ঘর তালাবন্ধ

ইসলামপুর, ১৬ নভেম্বর : শীতকাল চলে এলেও ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল ও সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রোগীর পরিজনদের থাকার ঘরে তালা ঝুলছে। ফলে বাধ্য হয়ে রোগীর সঙ্গে একই বিছানায় অথবা বাইরে জরুরি বিভাগের সামনে ঠান্ডার মধ্যে মেঝেতে দিনের পর দিন রাত কাটাতে হচ্ছে পরিজনদের। রোগীর পরিজন আনন্দ সরকার বলেন, 'আমার মেয়েকে শনিবার হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছি। এই ছয়দিন ধরে ঠান্ডায় মেঝেতে পড়ে আছি। রাতে ঠান্ডা বাড়লে এই খোলা জায়গায় থাকতে খুব সমস্যা হয়। আমাদের কাছে এত টাকা নেই যে হোটেলে গিয়ে থাকব। তাই বাধ্য হয়ে এইভাবেই দিন কাটাতে হচ্ছে।'

এদিকে, রোগীর সঙ্গে পরিজনরা একই বিছানায় থাকার কারণে চিকিৎসা পরিষেবাতেও সমস্যা হয় বলেও স্বীকার করে নিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এদিকে প্রশ্ন উঠছে, দুই হাসপাতালেই পরিজনদের থাকার জন্য সমস্ত সুযোগসুবিধাসম্পন্ন ঘর থাকা সত্ত্বেও কেন সেই ঘরের গেটে তালা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে?

ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের সহকারী সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা রোগীর পরিজনদের বুঝিয়ে বললেও তাঁরা রোগীদের ছেড়ে অন্য জায়গায় যেতে চান না। রোগীর সঙ্গে একই বিছানায় শুয়ে থাকেন। তাতে চিকিৎসা করতেও অনেক সমস্যা হয়। যেহেতু পরিজনরা ওই ঘরে থাকতে চান না তাই ওই ঘরটি খোলা রাখলে সেখানে বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কাজকর্মের আখড়া বসে। তাই বাধ্য হয়েই তালাবন্ধ করে রাখতে হয়।'

জরুরি বিভাগের সামনে বসে রোগীর পরিজনরা। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে। ছবি : শুভজিৎ চৌধুরী

সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পরিজনদের থাকার যে শেড রয়েছে তার ছাদের বিভিন্ন জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে ফুটো হয়ে রয়েছে এবং পরিজনদের থাকার জন্য যে ঘর তৈরি হয়েছে তার কাজও দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে অসম্পূর্ণ থাকায় তা চালু করা হয়নি। সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সহকারী সুপার রণজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'যে শেড ফুটো হয়ে গিয়েছে সেটি মেরামত করার জন্য টাকা এলেই তা মেরামত করে দেওয়া হবে। এছাড়া পরিজনদের থাকার জন্য যে ঘরটি রয়েছে তার কাজ শেষ না হওয়ায় সেটি চালু করা যাচ্ছে না।'

এখন দিনেরবেলা তাপমাত্রা তুলনামূলক বেশি থাকলেও সন্ধ্যার পর থেকে তাপমাত্রার পারদ ক্রমশ নিম্নমুখী হতে থাকে। কিছুদিন পর যখন তীব্র ঠান্ডা পড়বে সেই সময় খোলা জায়গায় মেঝেতে বসে কীভাবে অপেক্ষা করবেন সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে পরিজনদের মধ্যে। মহম্মদ সরফরাজ আলম নামে রোগীর পরিজনের বক্তব্য, 'দু'দিন আগে বৌকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছি। হাসপাতালে আমাদের থাকার জন্য কোনও ঘর দেওয়া হয়নি। ঠান্ডায় আমাদের থাকতে অনেক কষ্ট হচ্ছে।'

কোচবিহারে জেলা শাসকের নামে ফেক প্রোফাইল

কোচবিহার, ১৯ নভেম্বর : সাইবার জালিয়াতির শিকার হচ্ছেন প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা। কোচবিহারের পুলিশ সুপারের পর এবার জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনার নাম ও ছবি ব্যবহার করে ফেসবুকে ফেক প্রোফাইল তৈরি করার অভিযোগ উঠল। বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসকের ফেসবুক প্রোফাইল থেকেও একটি সতর্কবার্তা পোস্ট করা হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে, জেলা শাসকের পরিচয় ব্যবহার করে অনেককে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো হচ্ছে ও টাকাপয়সা চাওয়া হচ্ছে। সেই ফাঁদে কেউ পা দেবেন না। কিছুদিন আগেই পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রেও ঠিক একই কাণ্ড ঘটানো হয়েছিল।

পুলিশ সুপার বলেছেন, 'এসব বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে। কারা এধরনের কাণ্ড ঘটাচ্ছে তাদের খোঁজ চালানো হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কেউ টাকাপয়সা চাইলে বা অন্য কোনও ব্যক্তিগত তথ্য চাইলে কখনোই দেওয়া উচিত নয়।'

কীভাবে চলে প্রতারণা? পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নামে 'ফেক প্রোফাইল' তৈরি করে দুষ্কৃতীরা। এরপর সেখান থেকে অন্যদের মেসেজ করে জানানো হয়, সেই আধিকারিকের অন্যত্র বদলি হয়ে গিয়েছে তাই তার আসবাবপত্র সহ বিভিন্ন জিনিস খুব অল্প দামে বিক্রি করে দেওয়া হবে। সেগুলি কেনার জন্য অগ্রিম টাকা চাওয়া হয়। যাঁরা টাকা দেন তাঁরা ঠকেন। এছাড়াও ব্যক্তিগত পরিচয় দিয়েও অনেকের কাছে টাকাপয়সা চাওয়া হয় বলে অভিযোগ। সেই টাকা দেওয়ার পর প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পারেন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা।

কিছুদিন আগেই পুলিশ সুপারের নাম ব্যবহার করে ফেসবুকে ফেক প্রোফাইল তৈরি করার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই জেলা শাসকের নাম ও ছবি ব্যবহার করে ফেক প্রোফাইল তৈরি করায় বিষয়টি নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুলিশের একাংশ জানিয়েছে, এধরনের প্রতারণার সঙ্গে যারা যুক্ত থাকে তারা সোশ্যাল মিডিয়া সম্বন্ধে অনেকটাই দক্ষ। প্রশ্ন উঠছে, জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের ফেক প্রোফাইল তৈরি করে যারা প্রতারণার চেষ্টা করছে তাদের আদৌ চিহ্নিত করা যাবে কি না।

কালিন্দ্রীর ধার থেকে উদ্ধার পাথরের শিবলিঙ্গ

রতুয়া, ১৯ নভেম্বর : তখন প্রায় সন্ধে। গ্রামের চারটি বাচ্চা তখনও কালিন্দ্রী নদীর ধারে খেলছিল। হঠাৎ তাদের নজরে আসে নদীর ধারে বালিতে সাপের মাথার মতো কিছু দেখা যাচ্ছে। তারা জিনিসটিকে খুঁটিয়ে দেখে। দেখা যায়, ওই বস্তুটি আর কিছু নয়, একটি পাথরের বড়সড়ো শিবলিঙ্গ। তার মাথায় আবার ফণাধারী সাপের মূর্তিও রয়েছে। তারা নদীর কাদামাটি সরিয়ে সম্পূর্ণ শিবলিঙ্গটি বের করে আনে। সেই খবর চাউর হতেই নদীর ধারে ভিড় জমে যায়।

রাত থেকে শুরু হয়ে যায় পূজার্চনা। গ্রামবাসীরা সিদ্ধান্ত নেন, গ্রামেই শিবলিঙ্গটি প্রতিষ্ঠা করা হবে। সেখানে একটি মন্দিরও নির্মাণ করা হবে। খবর পেয়ে পুলিশ গ্রামে গেলেও গ্রামবাসীদের বাধায় শিবলিঙ্গটি সেখান থেকে নিয়ে আসতে পারেনি। শিবলিঙ্গটি মধ্যযুগের হতে পারে বলে মনে করছেন নৃতত্ত্ববিদরা।

ক্রিকেটের জের ছটপুজোতে

চোপড়া, ১৯ নভেম্বর : বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচ দেখা নিয়ে অনেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়াতে চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় রবিবার ছটঘাটে তেমন দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল না। এদিন বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানে খেলা দেখার জন্য জায়েন্ট স্ক্রিন লাগানো হয়। এদিকে, এলাকার চোপড়া, সোনাপুর, ঘিরনিগাঁও, মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বিঘ্নে ছট উৎসব পালিত হয়। চোপড়ার রবীন্দ্রনগর কলোনি, সোনাপুরের মহানন্দা ঘাট সহ একাধিক জায়গার ঘাট পরিদর্শন করেন এলাকার বিধায়ক হামিদুল রহমান।

ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজারে লেপ তৈরির কাজ চলছে। ছবি : মনজুর আলম

লেপ তৈরির ব্যস্ততা শুরু ধুনকরদের

চোপড়া, ১৯ নভেম্বর : শীতের শুরুতেই বিহার থেকে চোপড়ায় এসে লেপ-তোষক-বালিশ তৈরির কাজে লেগে পড়েছেন ধুনকররা। অনেকেই আবার ঘরভাড়া নিয়ে এলাকায় বারো মাসই এই কাজ করেন। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় লেপ তৈরির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ধুনকররা। এখন ধীরে ধীরে শীত পড়তে শুরু করেছে। প্রতিবারের মতো এবারও লেপ তৈরির হিড়িক পড়েছে।

পার্শ্ববর্তী বিহার থেকে অনেকেই এসে চোপড়ার বিভিন্ন প্রান্তে লেপ তৈরির কাজ করেন। বিয়ের মরশুমে লেপ-তোষক-বালিশ তৈরির কাজে ব্যস্ততা থাকে। বিহারের বাসিন্দা কাইসার শা'র কথায়, 'বিহার থেকে ১০-১২ জন শুধু দাসপাড়া এলাকাতেই এই কাজ করেন। এরকম সোনাপুর, কাঁচাকালি ও সদর চোপড়া এলাকায় কয়েকজন কাজ করছেন।'

শীতে লেপ তৈরির কাজ বেশি থাকে। প্রতিবারের মতো এবারও এলাকায় কাজের চাপ রয়েছে বলে জানান তাঁরা। একই কাজে যুক্ত হমিদুল রহমানের কথায়, 'অনেকে বাজার থেকে কাপড় ও তুলো নিয়ে আসেন। তাঁদের কাছে সেই লেপ তৈরির জন্য মজুরি নেওয়া হয় শুধু। কেউ আবার রেডিমেডই কিনে নিয়ে যান। ইদানীং অনেকে কম্বল, রেডিমেড লেপ আর নামী কোম্পানির তোষক ব্যবহার করা শুরু করলেও গ্রামীণ এলাকার অধিকাংশ মানুষই এখনও শীতে লেপ ব্যবহার করেন। বিয়েতে লেপ-তোষক-বালিশ দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে।'

চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন বাজার এলাকাতেই শীতের লেপ তৈরির কাজ চলছে। স্থানীয়দের সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামেও লোক এসে লেপ-তোষক বানানোর কাজ করেন। তাছাড়া বাজারে বাজারে আজকাল দোকান বসে, অর্ডার দিলেই সবকিছু তৈরি করে দেন।

গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

চোপড়া, ১৯ নভেম্বর : চোপড়া থানার বলরামপুর গ্রামে শনিবার এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম কাসমিরা বেগম (২০)। পুলিশ দেহটি ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের পর এদিন পরিবারের লোকেদের হাতে তুলে দেন।

রবিবার মৃতার বাবা বধূর স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাঁর মেয়েকে খুনের অভিযোগ তুলে চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। স্থানীয় চান্দাগছ এলাকার বাসিন্দা কাসমিরা বেগমের সঙ্গে ছয় মাস আগে বলরামপুর গ্রামের বাসিন্দা কায়সার আলির সঙ্গে বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে অতিরিক্ত পণের দাবিতে অশান্তি লেগেই থাকত বলে অভিযোগ।

বন্ধুর স্মরণে রক্তদান শিবির

চোপড়া, ১৯ নভেম্বর : দুর্ঘটনায় মৃত পীযূষচন্দ্র সিংহের স্মরণে স্কুলজীবনের সহপাঠীরা এলাকায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলেন রবিবার। ঘিরনিগাঁওয়ের কোটগছ বাজার এলাকায় অনুষ্ঠিত শিবিরে এদিন ৩৫ জন রক্ত দিয়েছেন। সংগৃহীত রক্ত ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মাসখানেক আগে দুর্ঘটনায় ওই যুবকের মৃত্যু হয়। তাঁর স্মরণে এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অনেকেই।

বিএসএফের 'শাসন', সন্ধ্যায় বন্ধ দোকান

হেমতাবাদ, ১৯ নভেম্বর : সন্ধ্যা হতেই সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর নজর গিয়ে পড়ে এলাকার ব্যবসায়ীদের ওপর। সেই চোখে চোখ রেখে কথা বলার হিম্মত কারও নেই। জোড়া চোখ দেখলেই ব্যবসায়ীরা বুঝতে পারে তাঁদের কী করতে হবে। দেরি না করে তাঁরা দোকানের ঝাঁপ ফেলতে শুরু করে। গত এক মাস ধরে হেমতাবাদ ব্লকের চৈনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এটাই অলিখিত নিয়মে পরিণত হয়েছে।

পঞ্চাশোর্ধ্ব আমিরুল রহমানের বিষ্ণুপুর এলাকায় হার্ডওয়্যারের দোকান রয়েছে। রবিবার তিনি বললেন, 'গত প্রায় একমাস ধরে ব্যবসা করতে পারছি না। সন্ধ্যা সাতটার পর বিএসএফের জওয়ানরা জোর করে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ করে দিচ্ছে। সীমান্ত থেকে বাজারের দূরত্ব প্রায় তিন থেকে চার কিলোমিটার। কী কারণে এই শাসন, সেটা অজানা। বাজারকে কেন্দ্র করে সীমান্তে পাচার, অনুপ্রবেশের কোনও সম্পর্ক নেই।' আমিরুলের দাবি, 'বিএসএফ সন্ধ্যার পর বাজার বন্ধ করতে বাধ্য করায় ব্যবসায়ীরা ক্ষতির মুখে পড়েছেন।'

চৈনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাকরহাট, আসমান হাট, ভরতপুর সীমান্ত এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ রেজয়ান ও তবিরুল ইসলাম, আলমগির মহম্মদ সালাউদ্দিন আহমেদের অভিযোগ, 'গত কয়েক বছর ধরে বিএসএফ ভারত ভূখণ্ডের ৩০০ মিটার পর্যন্ত কৃষিজমিতে ভুট্টা ও পাটের মতো লাভজনক ফসলের চাষ করতে দিচ্ছে না। ফলে চাষিরা ধান, গম, সর্ষে, বেগুন সহ বিভিন্ন ফসল চাষ করলেও লাভজনক, পাট ও ভুট্টা চাষ করতে পারছেন না বলে আয় কমছে স্থানীয় কৃষকদের। বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা বিভিন্ন ফসল কেটে চুরি করে পালাচ্ছে। এছাড়া গোরু চুরি তো রয়েছেই।'

স্থানীয় এক হোটেলের মালিক আব্বাস আলি বলেন, 'আসলে ঠান্ডা পড়তেই গোরু পাচার থেকে শুরু করে ফেনসিডিল পাচার করা শুরু হয়েছে। পাচার করতে গিয়ে বিএসএফের হাতে কয়েকজন ধরাও পড়ে। তারপর থেকেই বিএসএফ রাত আটটার মধ্যে দোকানপাট বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে।'

প্রখ্যাত অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২০ সালে আজকের দিনে।

১৯১০ সালে আজকের দিনে জীবনাবসান হয়েছিল রুশ সাহিত্যিক লিও টলস্টয়ের।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সোমবার, ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১৮১ সংখ্যা

উন্নয়ন এবং পরিবেশ

উত্তরাখণ্ডের সিল্কইয়ারা টানেলে ধস নামায় চল্লিশজন শ্রমিক ভিতরে আটক হয়ে রয়েছেন ১২ নভেম্বর থেকে। দিনের পর দিন উদ্ধারকাজ চললেও কবে অবরুদ্ধ শ্রমিকরা সূর্যের আলো দেখতে পাবেন, তা বোঝা যাচ্ছে না। কারণ, উদ্ধারকাজের অগ্রগতি খুব শ্লথ। আলো, বাতাসহীন অন্ধকার টানেলের মধ্যে আটক শ্রমিকদের শারীরিক অসুস্থতার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় মানসিকভাবেও তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়তে পারেন। তাঁদের জন্য অধীর আগ্রহে বাইরে অপেক্ষারত পরিজনও প্রবল মানসিক চাপে থাকায় সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতি আর আশাব্যঞ্জক থাকছে না। পরিস্থিতির আশু উন্নতি না ঘটলে তার প্রভাব স্থানীয় সামাজিক স্থিতাবস্থাকে বিঘ্নিত করতে পারে এবং ভবিষ্যতে এতদঞ্চলে সরকারকে উন্নয়নমূলক কাজকর্মে রাশ টানতে হতে পারে।

সাড়ে চার কিলোমিটার দীর্ঘ এই টানেলটি সিল্কইয়ারা এবং দন্ডলগাঁওয়ের মধ্যে নির্মিত হচ্ছে। দেশের চার তীর্থস্থান অর্থাৎ কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, যমুনোত্রী এবং গঙ্গোত্রীকে একসঙ্গে সড়কপথে যুক্ত করতে এই চারধাম সড়ক প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল। প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকা। প্রকল্পটি গৃহীত হওয়ার আগে বহু প্রশ্ন রেখেছিলেন পরিবেশবিদরা। তাঁদের অনেকে এই প্রকল্পের বিরোধী ছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, এই প্রকল্প প্রবলভাবে পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। পর্বতাঞ্চলে গাছ কাটলে বা রাস্তা চওড়া করতে পাহাড় কাটলে বা সুড়ঙ্গ তৈরি করলে পরিবেশকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। সে কথায় কান দেয়নি সরকার। বিশেষজ্ঞরা কেদারনাথের দুর্ঘটনার কথা সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

২০১৩ সালে প্রকৃতির রুদ্ররোষে বিপর্যস্ত হয়েছিল কেদারনাথ। এ বছরের গোড়ায় রুদ্রপ্রয়াগের বিভিন্ন এলাকায় পাহাড়ে ফাটল দেখা দেয়। তার পরেও উন্নয়নের নামে পাহাড়ে প্রকৃতির ওপর আঘাত নামানো চলছেই। পরিবেশ বিনষ্ট করার অভিযোগে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে মামলাও হয়েছে। হিমালয় পর্বতমালায় পরিবেশ এবং উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকছে না বলে অভিযোগ করেন পরিবেশবিদরা। শীর্ষ আদালত একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে এবং এ বিষয়ে পরামর্শ আহ্বান করে ২০১৯ সালে। পরের বছর দুটি রিপোর্ট জমাও পড়ে। রিপোর্টে একটি পরামর্শ খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পরামর্শটি ছিল, পাহাড় এলাকায় যানবাহনের চলাচলের কোনও রাস্তা সাড়ে পাঁচ মিটারের বেশি চওড়া করা যাবে না।

এই পরামর্শ মানেনি কেন্দ্র। সরকারের বক্তব্য ছিল, দ্বিমুখী যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা করতে ওই রাস্তা দশ মিটার চওড়া করতেই হবে। এই বক্তব্য অবশ্য কেন্দ্রের নিজস্ব জাতীয় সড়ক নীতির পরিপন্থী। তবু সরকার নিজেদের অবস্থানে স্থিত থাকে। কেন্দ্রের সঙ্গে পরিবেশ এবং উন্নয়নের একাধিক প্রশ্নে মতানৈক্য হওয়ায় বিশিষ্ট পরিবেশবিদ রবি চোপড়া শীর্ষ আদালত গঠিত কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়ান। এরপরেও চারধাম প্রকল্পে ছেদ পড়েনি। সড়ক চওড়া করার পিছনে কেন্দ্রের আরেকটি যুক্তি, ভারত-চিন সীমান্তে অস্ত্রসম্ভার দ্রুত নিয়ে যেতে হলে এই রাস্তা অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারে। সীমান্তে উত্তেজনা অবশ্যই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চলাকালীন রাস্তা মূলত ব্যবহার করেন পুণ্যার্থী এবং স্থানীয় মানুষ। এলাকার মানুষের জন্য বড় রাস্তার প্রয়োজন নেই বা উন্নয়ন মহাযজ্ঞের নামে পরিবেশ ধ্বংস করার প্রয়োজন নেই।

সকলের আশা, সুড়ঙ্গে আটকে থাকা প্রতিটি শ্রমিককে সুস্থ দেহে উদ্ধার করা সম্ভব হবে। কিন্তু ভবিষ্যতে আবার অসহায় শ্রমিক বা স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রা যাতে এভাবে বিঘ্নিত না হয়, সে কথা মাথায় রাখা প্রয়োজন। হিমালয় ক্রমে সংকুচিত হচ্ছে বলে ভূবিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন। এমতাবস্থায় হিমালয়ের ওপর উন্নয়নের কুঠার চলতে থাকলে প্রতিশোধ নিতে দেরি করবে না প্রকৃতি।

অমৃতধারা

যে আল্লার প্রতি সমসময় অনুগত, তার নামই মুসলমান। মনে তো এমন বিষয়-বাসনার অন্ত নেই। আর বাসনার শেষেই তো তাঁর আসন। তাই তাঁকে (ভগবানকে) কেউ জানতে চাই, তাই তাঁকে পাই না। মোটর সাইকেলটা নিজের শক্তিতেই চলছে-কিন্তু আমি যখনই ওর ওপর চেপে বসলাম, আমার টেনশন শুরু হল। মোটর সাইকেলের কোনও টেনশন নেই। জ্ঞান বস্তুটিই ব্যবহৃত হচ্ছে, কিন্তু ওটার ওপর কখন যে আমি চেপে বসি-এই সত্যটা জানার জন্যই স্মরণ-মনন-ধ্যানের দরকার। যা বলবে, তা করবে। যা করবে, তাই বলবে। যখন যেটা হবার, তা হবেই। যা হবার নয়, তা কখনই ঘটবে না। তাই হাতের সামনে যা পড়বে, তা নিঁখুতভাবে কর। প্রকৃত বৈদান্তিকের শুধু এই মুহূর্ত আছে। অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই।

-ভগবান

শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৮৪

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। মেয়েদের কপালে ঝুলে থাকা চুল ৪। মেয়েদের গয়নার শব্দ ৫। মক্কার বিখ্যাত মসজিদ ৭। দান দিয়ে কেনা জিনিস ৮। শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম ৯। পালিয়ে যাওয়া ১১। হিন্দু বিধবার দ্বিতীয় স্বামী ১৩। যে ঘরে মিটিং হয় ১৪। মাত্রাতিরিক্ত, অনেক ১৫। দিনের প্রথম ভাগ।

উপর-নীচ : ১। কুঁড়ে প্রকৃতির ২। কাপড়ে সুতোর কাজ ৩। মানুষের জন্য সেবামূলক কাজ ৬। দেবতাদের রাজা ৯। সমঝে চলা ১০। সমুদ্রের জল ১১। জলচর পাখি ১২। ঢালু বা নীচু জায়গা।

সমাধান ■ ৩৬৮৩

পাশাপাশি : ১। বায়নামা ৩। মড়ক ৫। কণ্ঠিবদল ৭। গদর ৯। পরচা ১১। বনমোরগ ১৪। ময়না ১৫। ইন্দিবর।

উপর-নীচ : ১। বাল্যভোগ ২। মাশুক ৩। মনিব ৪। কচাল ৬। দপ্তর ৮। দমন ১০। চাটুকার ১১। বয়াম ১২। মোহনা ১৩। গলুই।

রাজ্যে বাজি ফাটানো নিয়ে এবার যা হল, তা সব ন্যায়নীতির বিরোধী

নব দত্ত

রবিবার বিশ্বকাপ ফাইনালের দিন সকাল থেকেই বাজি ফাটল বাংলার বিভিন্ন শহরে। আবেগের প্রশ্ন বোঝা যায় সেখানে। কিন্তু তার আগে কালীপুজো এবং দীপাবলিকে কেন্দ্র করে শব্দবাজির তাণ্ডব এবং বাজির দূষণ নিয়ন্ত্রণ ছাড়িয়ে ভয়াবহ বায়ু দূষণ হল কীভাবে? আমার মতে, এর জন্য একশো শতাংশ দায়ী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আধিকারিকরা।

এই পর্ষদ নব্বইয়ের দশক থেকে হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নিজস্ব উদ্যোগে একটি শক্তপোক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দূষণ রোধে যতটা সম্ভব সচেষ্ট থাকত। এই বছর তারা প্রথম থেকে শুধু শব্দসীমা বাড়ানোই নয়, যাবতীয় অসাধু ব্যবসায়ীদের বেআইনি বাজি প্রস্তুত, মজুত, বিক্রয়, অন্য রাজ্য থেকে আমদানি নিয়ে কিছু করেনি। সব ক্ষেত্রেই নানা অজুহাত তুলেছে। যতটুকু নজরদারি পর্ষদের পক্ষে করা সম্ভব, সেটুকুও করেনি। সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনকেও একইভাবে নির্দেশ কার্যকর করতে বলেছে। কিন্তু আমরা দেখলাম, সর্বত্র সবুজ বাজির আড়ালে ব্যাপকভাবে অবৈধ বাজি বিক্রি হচ্ছে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল এরকম। ১) সবুজ বাজি তৈরির গ্রাহ্য ফর্মুলা দেবে সিএসআইআরের সহযোগী সংস্থা এনইইআরআই। ২) প্রত্যেকটি সবুজ বাজি কীভাবে তৈরি হবে, তার লিখিত অনুমতি নিতে হবে বাজি উৎপাদক সংস্থাকে।

৩) সবুজ বাজি তৈরি করবে, মজুত করবে যে উৎপাদন সংস্থা, তাকে অনুমোদনপ্রাপ্ত হতে হবে পিইএসও সংস্থার কাছ থেকে।

৪) রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, পরিবেশ দপ্তর, পিইএসও, এনইইআরআই প্রতিনিধিরা একসঙ্গে নজরদারি করবেন। ৫) নাগরিকরা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অভিযোগ জানালে থানার স্টেশন অফিসার, ইনচার্জকে দায়বদ্ধ করা হবে। অভিযোগ যথাযথ গুরুত্ব না পেলে আদালতের নির্দেশ অবমাননা করা হয়েছে ধরা হবে।

প্রশ্ন হল, ২০১৮ সালে অক্টোবরে সুপ্রিম কোর্ট সবুজ বাজি সংক্রান্ত যে যে নির্দেশ দিল, তা কি কার্যকর হল? পশ্চিমবঙ্গে মোট ক'টা কারখানা নিয়ম মেনে সবুজ বাজি উৎপাদনের অনুমতি পেয়েছে? যতদূর জানা যায়, ৭টি। ৬টি দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১টি দার্জিলিং জেলায়। এর মধ্যে সবুজ বাজি ধরলে অনুমোদিত কয়েকটি ছাড়পত্র পেয়েছে একটি। তাহলে রাজ্যের বাজি কোথায়? যা খবর তাতে, সবুজ বাজি তৈরির স্বীকৃত প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ৮০ জনের মতো।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলেছিল, বাজি ক্লাস্টারে সবুজ বাজি তৈরি হবে। সেপ্টেম্বর মাসে যার আনুষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপন হল। তাহলে বাংলায় বৈধ বাজি মানে সবুজ বাজি উৎপাদন নামমাত্র হওয়ার কথা। তাহলে এত বাজি বাজারে এল কোথা থেকে? চারটে জিনিস পরিষ্কার। ১) সবুজ বাজি প্যাকেটে লিখে মোড়কে সবুজ রঙের আড়ালে অবৈধ বাজি বিক্রি হল। ২) বাইরের রাজ্য থেকে যে সবুজ বাজি এল, তার মধ্যে ছিল কিউআর কোড জাল করে, লোগো জাল করে প্যাকেটে ছাপা। ৩) সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল, প্রত্যেকটি বাজির মোড়কে নিরির কিউআর কোড থাকতে হবে। নির্দিষ্ট অ্যাপের মাধ্যমে খুলে দেখে নিতে হবে, সেখানে নিরির অনুমোদিত কী কী পদার্থ ব্যবহার হয়েছে। বাস্তবে আমরা দেখলাম, ৯৫ শতাংশ বাজিতে সিএসআইআর, এনইইআরআইয়ের লোগো থাকলেও কিউআর কোড খুলছে না। বা খুললেও সেখানে কোম্পানি ওয়েবসাইট বা ইউটিউবের সিনেমা রয়েছে। বা কোম্পানির নাম থাকলেও বাজির বিষয়টি নেই। ৪) আমরা একাধিক বাজি দেখেছি, যেখানে প্যাকেট মোড়কে ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের অনুমোদন বলে লেখা আছে। যেটা সম্পূর্ণ বেআইনি। ৫) এনইইআরআই অনেক ক্ষেত্রেই বাজি উৎপাদককে নির্দেশ দিয়েছে কিউআর কোড বানিয়ে নিতে। এই ছাড় অনেক ক্ষেত্রেই বুমেরাং হয়েছে। জাল বাজির আমদানি হয়েছে। ৬) ২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই ছিল, বেরিয়াম সবুজ বাজিতে ব্যবহার করা যাবে না। সেই সব বেরিয়ামযুক্ত নিষিদ্ধ সবুজ বাজি এখানে ঢালাও বিক্রি হল প্রশাসনের অনুমোদনে। অধিকাংশ বাজি বাজারে।

> বলা ছিল, সবুজ বাজি কালীপুজোর রাত ৮টা থেকে ১০টা জ্বালানো যাবে। তার বাইরে অন্য দিন বাজি ফাটল কী করে? কীভাবে কোন ক্ষমতার বলে পিসিবি ইডেনে সিএবিকে বিশ্বকাপে সবুজ বাজি জ্বালানোর নির্দেশ দিল? এটা কি তারা পারে?

সারা বিশ্বে এখন শব্দমাত্রা কমানোর জন্য আন্দোলন ও প্রশাসনের তৎপরতা দেখা যাচ্ছে, সেখানে তা বাংলায় বাড়িয়ে ১২৫ ডেসিবেল করা হল। কেন করা হল? কারণ বাইরের রাজ্যের বাজি, যা ঘোষিত ১২৫ ডেসিবেল হয়ে আছে, তা যাতে বিনা বাধায় বিক্রি করা যায়। ব্যবসায়ীদের যে দাবি এতদিন পিসিবি মানেনি আদালতে সওয়াল করেছে। বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি গড়ে মতামত নিয়েছে। মানব সমীক্ষা করেছে। তারাই পুরো ভোল পালটে ফেলল?

১৯৯৫ সালের পর থেকে যে পিসিবি বাজি শব্দ দূষণ মোকাবিলায় একবারে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে, তারা হঠাৎ সাইড লাইনে দাঁড়িয়ে খেলায় অংশ নিল? সারা দেশের জন্য সর্বোচ্চ শব্দমাত্রা ১২৫ ডেসিবেল হলেও জাতীয় পরিবেশ আদালত ২২ মার্চ ২০১৮ সালের নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়, এই মাত্রা কঠোরতর করার অধিকার রাজ্যের আছে। মনে রাখতে হবে, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশের প্রেক্ষিতে বিশিষ্ট চিকিৎসক দুলাল বসুর নেতৃত্বে রাজ্যের ক্ষেত্রে শব্দসীমা নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। এই গবেষণায় মানব প্রভাবকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গবেষণার ফলের উপর ভিত্তি করে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সেবার ৫ মে নির্দেশ দেয়, এই রাজ্যের ক্ষেত্রে শব্দসীমা ৯০ ডেসিবেল থেকে শিথিল করার কোনও যৌক্তিকতা নেই। সুপ্রিম কোর্টে মূলত বাজির বায়ু দূষণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। শব্দের বিষয়টি নিয়ে কোর্ট কিছুই বলেনি। বরং শব্দের ৯০ ডেসিবেল নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের বাজি মালিকরা গেলে তাঁদের হাইকোর্টে যাওয়ার কথা বলা হয়। তাহলে ১৭ অক্টোবর নতুন কোনও তথ্য যুক্তি ছাড়াই আতশবাজির ক্ষেত্রে ৯০ থেকে ১২৫ করে দেওয়া হল? ২০১৮ থেকে ২০২২, যখন বাজির শব্দসীমা ৯০ রাখা হল, তখন কি কোর্টের নির্দেশের অবমাননা হয়েছিল? আতশবাজি, শব্দবাজি কি আলাদা করা যায়? আদালত কি এভাবে আলাদা করে নির্দেশ দিয়েছে? এটা সম্পূর্ণ রাজ্য পরিবেশ দপ্তরের ও পর্ষদের মস্তিষ্কপ্রসূত এক ভ্রান্ত পদক্ষেপ।

এঁরা বাজির কথা ভাবলেন। এঁরা বিনোদনের কথা ভাবলেন। এঁরা বাজি তৈরি করা গরিব মানুষের কর্মসংস্থানের দোহাই দিলেন। অথচ ওঁদের বক্তব্যে একটা তথ্য আড়ালে থেকে গেল। আমাদের রাজ্য সেই রাজ্য, যেখানে কালিম্পং জেলা বাদ দিলে সমস্ত জেলায় বছরের অধিকাংশ সময় বায়ু দূষণ নির্ধারিত মানের বেশি থাকে। রাজ্যবাসী পরিবেশ দপ্তর তথা সরকারের ভূমিকায় অত্যন্ত হতাশ। বায়ু এবং শব্দ দূষণের ফলে অসংখ্য মানুষ দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতার শিকার। নিঃশ্বাসের কষ্ট, ফুসফুসের অসুখ এবং হৃদযন্ত্রের সমস্যা, স্নায়ু দুর্বলতা, বধিরতা অথবা ঠিকমতো শুনতে না পাওয়া ইত্যাদি মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

প্রশ্ন হল, সরকার কোনটাকে গুরুত্ব দেবে? জনস্বাস্থ্য না বিনোদন?

পিসিবি যখন ২০১৮ সালের রায়ের কথা বলে, তখন তারপরেও সুপ্রিম কোর্ট এই মামলায় সময় সময়ে পরিবর্তন বা সংযোজন করেছে। যেমন নয়াদিল্লিতে বাজি পুরো নিষিদ্ধ ঘোষণা। বেরিয়াম পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা। যে শহরে বায়ু দূষণ বিপদসীমা অতিক্রান্ত করেছে, সেখানে প্রশাসন চাইলে বাজি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা যাবে। বলা ছিল, সবুজ বাজি কালীপুজোর রাত ৮টা থেকে ১০টা জ্বালানো যাবে। তার বাইরে অন্য দিন বাজি ফাটল কী করে? কীভাবে কোন ক্ষমতার বলে পিসিবি ইডেনে সিএবিকে বিশ্বকাপে সবুজ বাজি জ্বালানোর নির্দেশ দিল? এটা কি তারা পারে?

সারারাজ্যে বাজি নিয়ে ক'দিন ধরে যা চলছে, তা শুধু আইনবিরুদ্ধ শুধু নয়, সমস্ত ন্যায়নীতির বিরোধী। সমাজের অল্প কিছু মানুষ ক্ষমতার প্রকাশ ঘটালেন। প্রশাসন যতটা সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া উচিত, নিল না। এইভাবেই পর্ষদ তাদের পরিবেশের পক্ষে থাকার পরম্পরা ভেঙে উলটো পথে হাঁটল। ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে জনস্বাস্থ্য ও জনস্বার্থ বিরোধিতা করা হল। তাতে হয়তো সাময়িক লাভ হয়েছে, তবে দীর্ঘমেয়াদি মানব উন্নয়নের বিরাট ক্ষতি করা হল।

(লেখক পরিবেশবিদ)

আত্মকেন্দ্রিক হওয়ার প্রবণতায় জৌলুস হারিয়েছে নবান্ন

গোবিন্দ সরকার

সুশোভিত কাশবনের রেশ কাটতে না কাটতেই হেমন্ত আসে। এসেই আপ্যায়ন করে শিশির। আর জানান দিয়ে যায় হিমেল পরশের মিষ্টি আভাস। শিশির মাখা সকাল পেতে রাখে শিউলি ফুলের বিছানা। রোজ আমি তা কুড়িয়ে মালা গাঁথি সৌন্দর্যের। নাম দিই সোহাগ-মল্লিকা। কাঁচা সকালেই শামুকাকা মাটির ভাঁড় নিয়ে হেঁকে যায়, 'এই খেঁজুরের রস লাইগবে, খেঁজুরের রস।' হেমন্তের এই সৌন্দর্য রাখি কোথায়! পোলা ভর্তি সোনালি ফসলে চকচক করে প্রত্যেকের খলিয়ান। আর সমানে চলে সোনালি ফসল ঘরে তোলার ধুম।

হেমন্ত মানেই নতুন ধান, নতুন ভাতের গন্ধ। হিমেল আবহে একঝাঁক খুশি নিয়ে আসে নবান্ন। নবান্ন গ্রামবাংলার এক অন্যতম পরব। গোটা অগ্রহায়ণ মাসজুড়ে পালিত হয় পরব। মহল্লায় মহল্লায় বৈঠক বসে। নবান্নের দিন, তারিখ নিয়ে বসে দফায় দফায় বৈঠক। বসবে খনগানের আসর। প্রয়োজন পছন্দসই খনের দল... এই নিয়েও আলোচনা হয়। ডাক পড়ে স্থানীয় খনশিল্পী খেকটু, নীহার ও পানসিয়ার। তাঁদের মতামত নিয়েই খনের দল নির্বাচিত হয়। কথামতো কাজ। পরদিনই খনগানের দলকে নবান্নের নেমন্তন্ন ও বায়নাপত্র দিয়ে আসা হয়।

দিন-তারিখ ঠিক হলে জোরকদমে চলে নবান্নের প্রস্তুতি। নতুন ধান ঝাড়াই-মাড়াই থেকে উঙ্কা-শুকা। মেরামত হয় পুরোনো ঘরের দেওয়াল। গোবরজল ঘুলে ছানচকা থেকে ঘরদোর ন্যাপাকুছা। চলে মুড়ি ভাজা, খই ভাজা; এমনকি মনেও ফুটে আনন্দের খই। ঠাকুরী-কলাই ভাজা, ভেজে জাঁতায় ভাঙা। তারপর কুলোয় আছড়ে পরিষ্কার করা। বাড়ির বৌয়েরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে এই সমস্ত কাজে।

নবান্নের দিন আসে। সকলের মনে রংবেরঙের খুশির ঘুড়ি ওড়ে। সকালের ছানচকা পর্ব শেষ হলে আতপ চাল শিলনোড়ায় বেটে আলপনা বানায়। চলে ঘরদোরে ফুলের আলপনা দেওয়া। তারপর অধিকারী ঠাকুর এলে চলে পুজোর আয়োজন। মহল্লায় বেজে ওঠে শঙ্খ, উলুধ্বনি, কাঁসর ও ঘণ্টা। ধূপধুনোয় ভরে ওঠে বাড়ি। এইরূপ ধুমধাম করে পুজো সাঙ্গ হয়।

এই দিনে টানা জাল ফেলে পুকুরের সেরা মাছগুলি তোলা হয়। ঘরে ঘরে বেটি জামাই আসে। আসে মাছ-মিষ্টির ব্যাভার! লম্বা পাটিকা বসে। খাই ফলমূল, কলা দিয়ে আতপ চালের প্রসাদ। খই-মুড়ি থেকে চিঁড়ে-দই। কত কী! এখনও জিভে লেগে আছে সরবাঁধা গিরস্থীয়া দইয়ের স্বাদ। ঠাকুরী-কলাই ডালের গন্ধে গোটা গাঁও ম-ম করে। গোটা মহল্লায় উৎসবের মেজাজ থাকে। নবান্ন উপলক্ষ্যে বসে খনগানের আসর। হ্যাজাকের আলোয় মঞ্চ মাতায় সাইকেল সুরী, চাকাই সুরী খন। বাসি নবান্নে হয় ভালোমন্দ খানাপিনা। শুরু হয় ডাকাডাকি। এ ওর বাড়িতে যায়, ও এর বাড়িতে আসে। এক অমোঘ আন্তরিকতা, আতিথেয়তা নজরে পড়ে। সে পাড়াপ্রতিবেশীই হোক বা আত্মীয়স্বজন।

কিন্তু বর্তমানে সেই মেজাজ কই? আতিথেয়তা কই? আন্তরিকতা কই? নবান্নের এই জৌলুস কমতে কমতে হারিয়েই গেছে। এখন আর কেউ কারও বাড়িতে যায় না। কেউ কাউকে ডাকেও না। গোটা মহল্লাজুড়ে নবান্নও পালিত হয় না। যে যার সুবিধামতো পালিত করে পরব। এখন নবান্ন হলেও তাতে আর প্রাণ নেই। সবাই এখন আত্মকেন্দ্রিক। কেউ কারও পরোয়া করি না।

(লেখক কুশমণ্ডির সরলা গ্রামের বাসিন্দা ও সাহিত্যিক)

বিন্দু বিসর্গ

উৎসব, বিশ্বকাপ সবই তো শেষ। এবার বইপত্তরগুলো একটু খুঁজে বের করো।

-অভি

আলোচিত

আমার আর্থিক অবস্থা নিয়ে আপনারা খুব চিন্তা করছেন দেখলাম। এটা জেনে আমি অভিভূত। আপনাদের চিন্তার কোনও কারণ নেই। বিশ্বকাপ ফাইনালে পুরো সুট-প্যান্ট কেনার ক্ষমতা আমার রয়েছে।

-মায়ান্তি ল্যাঙ্গার

(বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল চলাকালীন তিনি স্বল্পবাস পোশাকে থাকায় নেটিজেনদের সমালোচনার পর)

আজ

২০২২ সালে আজকের দিনে কাতারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২২তম ফিফা বিশ্বকাপ। এটি ছিল মধ্যপ্রাচ্যে আয়োজিত প্রথম বিশ্বকাপ। ৩২টি দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। আয়োজক দেশ হিসেবে প্রথমবার বিশ্বকাপে খেলে কাতার। ফাইনালে ফ্রান্সকে ৪-২ গোলে হারিয়ে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জয় করে।

ভাইরাল

উৎসবের মরশুমে টিকটিকির মিষ্টিমুখের ভিডিও ভাইরাল। মিষ্টির দোকানে মাটির ভাঁড়ে থরেথরে মিষ্টি সাজানো রয়েছে। পাত্রগুলি ঢাকা ছিল না। সেই পাত্রের ওপর চড়ে বেড়াচ্ছে একটি টিকটিকি। ভাঁড় থেকে মিষ্টি চেটেপুটে খাচ্ছে সে। ভিডিও দেখে অবাক নেটিজেনরা।

জনমত

ক্রিকেট পারে, কিন্তু ফুটবল কেন পারে না?

ক্রিকেটের অন্ধভক্ত দেশ ভারত। কিন্তু আন্তর্জাতিক আঙিনায় ক্রিকেট খেলে এমন দেশের সংখ্যা মেরেকেটে ২০-২৫টা। যদিও ফুটবল এই বিশ্বের সব দেশের একটি জনপ্রিয় খেলা। কিন্তু ভারতের অবস্থান এখনও বেশ নীচের দিকেই। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের এটা নিয়ে প্রচুর প্ল্যান করে এগোনো উচিত। বিশেষত ক্লাব ও স্কুল স্তরে ক্রিকেটের পাশাপাশি ফুটবলকে প্রাধান্য দিয়ে কোচিং করানো হোক। শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও ফুটবল ক্যাম্পের মাধ্যমে নতুন প্রতিভা তুলে আনা হোক। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা উদ্যোগ নিলে ১৪০ কোটি জনসংখ্যার দেশে বিশ্বমানের খেলোয়াড় যে উঠে আসবে না, হতেই পারে না।

এক্ষেত্রে তরুণ ফুটবলারের আর্থিক দিকটাও ভাবতে হবে। আমরাও এই আশাতে থাকব যে, আমাদের দেশ ক্রিকেট বিশ্বকাপের পাশাপাশি ফুটবল বিশ্বকাপও খেলবে।

সুব্রত বীর, কোচবিহার।

দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা শিশুরা আজও সেই তিমিরে

কিছুদিন আগে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল শিশু দিবস। সোশ্যাল মিডিয়ায় নাচে-গানে ও আলোচনায় ভরপুর আমাদের দেশের শিশু দিবস। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গেলে অনেক কথা উঠে আসে। শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ করে থাকে সরকার। তবু আমাদের যখন দেখতে হয়, ট্রামে, বাসে, ট্রেন এবং ফুটপাথে শিশুরা শ্রমিকের কাজ করছে বা ভিক্ষা করছে তখন চিন্তিত হতে হয় বৈকি! প্রশ্ন জাগে, কাদের জন্য উদযাপিত হয় ঘটা করে শিশু দিবস? কাদের জন্য কোটি কোটি টাকার প্রকল্প চালু করছে সরকার?

বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্যপট মনে করিয়ে দেয় রবি ঠাকুরের দুই বিঘা জমির সেই বিখ্যাত লাইন- 'এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি/রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।' সরকার যাদের কথা ভেবে প্রকল্প চালু করছে তাদের কাছে সে খবর কতটুকু পৌঁছাচ্ছে তা আমরা কেউ জানি না। দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা শিশুরা আজও পড়ে অনাহারের সেই তিমিরে। দিনের পর দিন তাদের গ্রাস করছে দারিদ্র্য। সরাকারি সুযোগসুবিধা থেকে তাদের বঞ্চিত হওয়ার জন্য দায়ী আমাদের মনোভাব।

পম্পা দাস, থানা কলোনি, ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর।

কর্মভিত্তিক প্রকল্প কমাতে পারে বেকারত্ব

বেকারত্ব এখন আমাদের দেশের একটি প্রধান সমস্যা এবং এটি জ্যামিতিক হারে দিন-দিন বাড়ছে। একজন শিক্ষক হিসাবে আমি প্রতিটি পদক্ষেপে বেকার সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি এবং আপনারাও একই অবস্থানে আছেন।

আজ সর্বত্র স্নাতক, স্নাতকোত্তর, বিএড, এমফিল এবং পিএইচডি যোগ্যতাধারী ছেলেমেয়ে দেখা যাচ্ছে। তাঁদের কেউ কেউ শ্রমিক, ড্রাইভার, রাজমিস্ত্রি, ছুতোর ইত্যাদির কাজ করতেও বাধ্য হচ্ছেন। এসব ক্ষেত্রে তাঁদের উচ্চশিক্ষাগত যোগ্যতা অপ্রয়োজনীয়। ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের ফলে দেশে অচিরেই একটি সামাজিক নৈরাজ্য দেখা দেবে। আমাদের দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি চাকরি বা কর্মভিত্তিক প্রকল্প নেওয়া হলে বেকারত্ব সমস্যা কিছুটা হলেও কমতে পারে বলে আমার মনে হয়।

জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
নাটাবাড়ি, কোচবিহার।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কেন বেড়েই চলেছে?

জনগণ অসহায়। যেভাবে দৈনিক খাদ্যসামগ্রীর দাম বেড়ে চলেছে, তাতে সাধারণ খেটেখাওয়া বিশেষ করে যাঁরা শ্রমজীবী তাঁদের খুবই নাজেহাল হতে হচ্ছে। এখন শিক্ষিত সমাজে কে কার কথা ভাবে! চাকুরিজীবীদের তো সরকার যা পারিশ্রমিক দেয় তাতে তাঁদের পরিবারের ভালোমতো চলে যায়। এই দুনিয়ার মানুষ আজ মানবতার মূল্য দেবে কী করে। যাঁদের অল্প আয় তাঁরা প্রতিবাদ করলে নানাভাবে হেনস্তা হতে হচ্ছে।

সরকার র‍্যাশন দিচ্ছে, যার অর্ধেক সামগ্রী চলে যাচ্ছে দালালদের হাতে। অসহায় জনগণ সেই দালালদের থেকে বেশি দামে কিনে দু'মুঠো খাবার পরিবারের মুখে তুলে দিচ্ছে। উচ্চপদে কর্তব্যরত সরকারি কর্মচারীরা সব জেনেও না জানার ভান করে দালালদের থেকে মুনাফা লুটে নিচ্ছেন। জনগণ সব বুঝেও অসহায়। অথচ এই জনগণের মহামূল্যবান ভোটে সরকার গঠন হয়। যে দেশে যোগ্যতার মূল্য টাকার কাছে বিক্রি হয়ে যায়, সেই দেশে জনগণের প্রতিবাদ মূল্যহীন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গুপি দেবনাথ, আদরপাড়া, জলপাইগুড়ি।

রাজস্থানে চর্চায় কোন্দল ও আদানি

জয়পুর, ১৯ নভেম্বর : একে ভোটের আগে শেষ রবিবাসরীয় প্রচার। তার ওপর ভারতের বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলার আমেজ। এই পরিস্থিতিতে রাজস্থানের নির্বাচনী প্রচারের পারদ যে তুঙ্গে থাকবে তাতে কোনও সংশয় ছিল না। বাস্তবে হলও তাই।

রাজস্থানে ২৫ নভেম্বর বিধানসভা ভোট। প্রচারে খামতি রাখতে রাজি নয় কোনও রাজনৈতিক দল। একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অন্যদিকে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি, দু'জনেই ময়দানে নেমেছেন জোরকদমে। প্রথম জনের জনসভা ছিল রাজস্থানের চুরুর তারানগরে। অপরজন জনসভা করেন বুন্দি এবং দৌসায়। দুই মহারথীই প্রতিপক্ষকে নিশানা করেন। মোদি হাতিয়ার করেন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট বনাম প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শচীন পাইলটের কোন্দলকে। অন্যদিকে রাহুলের অস্ত্র ছিল আদানি এবং ওবিসি ইস্যু।

ক্রিকেটের আঁচ উঠে আসে তাঁর ভাষণে। রাজস্থানের কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে কলহের কথা প্রসঙ্গে বলেন, 'ক্রিকেটে একজন ব্যাটসম্যান আসেন এবং নিজের দলের জন্য রান করেন। কিন্তু কংগ্রেসের কোন্দল এত বেশি যে তার নেতারা পরস্পরকে রান আউট করার জন্য পাঁচবছর খরচ করে ফেলেছেন।' বিতর্কিত লাল ডায়রির প্রসঙ্গ তুলে মোদি বলেন, 'কংগ্রেসের লুটের লাইসেন্সের পুরো কাহিনী লাল ডায়রিতে রয়েছে। এখন ধীরে ধীরে ওই ডায়রির পাতা খোলা হচ্ছে।'

মোদির আক্রমণের জবাবে শিল্পপতি গৌতম আদানির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সম্পর্ক নিয়ে তোপ দাগেন রাহুল গান্ধি। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির খোঁচা, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারত মাতার জয় বলেন। ওঁর বলা উচিত, আদানির জয়। কারণ, উনি শুধু আদানির কাজ করেন। আপনাদের পকেট থেকে টাকাপয়সা বের করে আদানির মতো উদ্যোগপতিদের ১৪ লক্ষ কোটি টাকা মকুব করে দেন।' এবার রাহুল প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, 'রাজস্থানের প্রত্যেক মহিলার অ্যাকাউন্টে প্রতিবছর কংগ্রেস ১০ হাজার টাকা ট্রান্সফার করবে। গ্যাসের সিলিন্ডার মিলবে ৫০০ টাকায়।' তিনি জানিয়ে দেন যে প্রধানমন্ত্রী পুরোনো পেনশন স্কিম বাতিল করেছিলেন। কংগ্রেস সেটা রাজস্থানে কার্যকর করেছে।

গেহলটের সঙ্গে দ্বন্দ্বের অভিযোগ নিয়ে এদিন মুখ খোলেন শচীন পাইলট। তিনি বলেন, 'আমাদের দল যৌথ নেতৃত্বে বিশ্বাসী। দল ক্ষমতায় এলে কাকে কী দায়িত্ব দেওয়া হবে সেব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আমরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করি। ঐক্যবদ্ধভাবেই আমরা লড়াই করব।'

ওবিসি ইস্যুতেও এদিন তোপ দেগেছেন রাহুল। বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যাঁদের ঋণ মকুব করেছেন, তাঁদের মধ্যে কতজন ওবিসি, দলিত, আদিবাসী রয়েছেন? নরেন্দ্র মোদি প্রতিটি ভাষণে নিজেকে ওবিসি বলেন। দেশকে যে আধিকারিকরা পরিচালনা করছেন তাঁদের মধ্যে কতজন ওবিসি, আদিবাসী রয়েছেন জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রী জানান, দেশে গরিব ছাড়া আর কোনও জাতি নেই।'

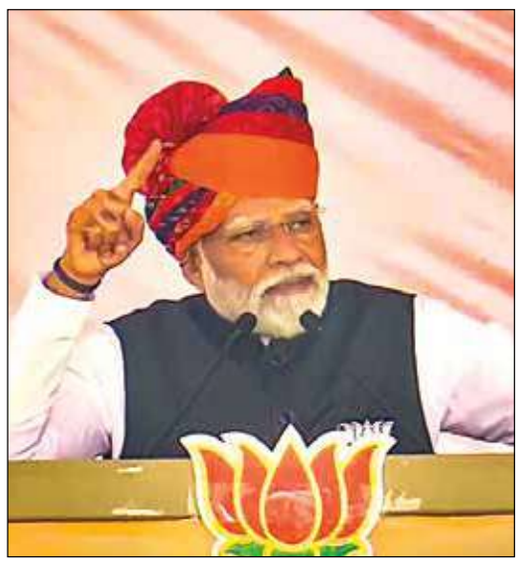

রবিবারের নির্বাচনি প্রচার– চুরুতে দলীয় সভা থেকে বক্তব্য রাখছেন নরেন্দ্র মোদি। অন্যদিকে, দৌসাতে রাহুল গান্ধিকে গোলাপ উপহার মহিলাদের।

> ক্রিকেটে একজন ব্যাটার আসেন এবং নিজের দলের জন্য রান করেন। কিন্তু কংগ্রেসের কোন্দল এত বেশি যে তার নেতারা পরস্পরকে রানআউট করার জন্য পাঁচ বছর খরচ করে ফেলেছেন।
>
> –নরেন্দ্র মোদি

> প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারত মাতার জয় বলেন। ওঁর বলা উচিত, আদানির জয়। কারণ, উনি শুধু আদানির কাজ করেন। আপনাদের পকেট থেকে টাকা বের করে আদানির কোটি কোটি টাকা মকুব করে দেন।
>
> –রাহুল গান্ধি

সুড়ঙ্গে আটক শ্রমিকদের জন্য অধীর অপেক্ষা

উদ্ধারকাজ চলছে অতি ধীরগতিতে

দেরাদুন, ১৯ নভেম্বর : রবি থেকে রবি। সপ্তাহ পার হলেও উত্তরাখণ্ডের সুড়ঙ্গে আটকে রয়েছেন ৪০ জন শ্রমিক। বিদেশি খনন যন্ত্র আনা হলেও ধ্বংসস্তূপ সরানোর গতি অত্যন্ত ধীর। কবে শ্রমিকদের বার করে আনা যাবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

পরিস্থিতি জটিল হয়েছে বুধবার সুড়ঙ্গে নতুন করে ধস নামায়। সেদিন মাঝরাতে ফাটল ধরার শব্দে কেঁপে উঠেছিল গোটা সুড়ঙ্গ। সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয় উদ্ধার কাজ। শনিবার থেকে খনন আবার চালু হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। এবার দু'দিক দিয়ে চলছে খনন কাজ। একদিকে সুড়ঙ্গের মধ্যে ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করার চেষ্টা হচ্ছে। অন্যদিকে সুড়ঙ্গের ছাদ ফুটো করে শ্রমিকদের বার করতে পাহাড়ের এক জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করেছে সীমান্ত সড়ক সংস্থা (বিআরও)। তবে সুড়ঙ্গের ভিতর হোক বা ছাদ, যেখান দিয়ে শ্রমিকদের কাছে পৌঁছোনো সম্ভব হোক না কেন উদ্ধার অভিযান শেষ হতে আরও ৪–৫ দিন সময় লাগতে পারে বলে খনন কাজের সঙ্গে যুক্ত একাধিক সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে।

এদিন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিকে নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি। তিনি অবশ্য অভিযান দ্রুত শেষ হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'যদি খনন যন্ত্র ঠিক করে কাজ করে তাহলে আমরা ওঁদের (আটক শ্রমিকদের) কাছে ২ থেকে আড়াই দিনের মধ্যে পৌঁছোতে পারব।' তিনি বলেন, 'আমাদের প্রথম লক্ষ্য আটকদের জীবিত উদ্ধার করা। বিআরও বিশেষ ধরনের যন্ত্র আনছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি উন্নতমানের যন্ত্র এখানে এসেছে। উদ্ধার অভিযানে ২টি খনন যন্ত্র কাজে লাগানো হচ্ছে।'

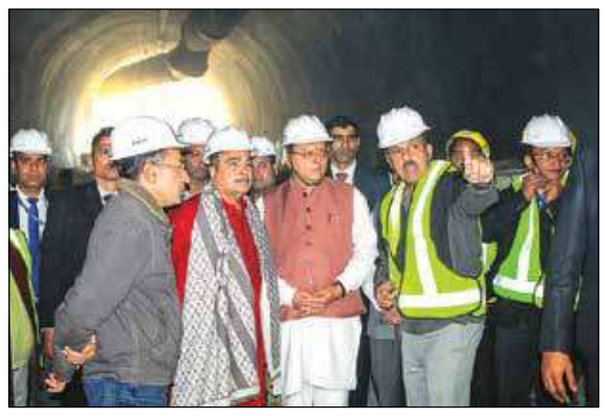

উদ্ধারকাজের স্থলে হাজির নীতিন গড়করি। সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি।

> আমাদের প্রথম লক্ষ্য আটকদের জীবিত উদ্ধার করা। বিআরও বিশেষ ধরনের যন্ত্র আনছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি উন্নতমানের যন্ত্র এখানে এসেছে। উদ্ধার অভিযানে ২টি খনন যন্ত্র কাজে লাগানো হচ্ছে।
>
> –নীতিন গড়করি
> *কেন্দ্রীয় মন্ত্রী*

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'আমরা সবরকম চেষ্টা করছি। এখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নজরদারিতে বিশেষজ্ঞদের একাধিক দল কাজ করছে। আমরা সর্বক্ষণ কাজ করছি। জীবিত অবস্থায় সবাইকে বার করে আনা আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।'

মন্ত্রীরা আশ্বস্ত করলেও উদ্বেগ কাটছে না। দিনের পর দিন কেটে গেলেও উদ্ধারকারীরা তাঁদের কাছে পৌঁছোতে না পারায় আটক শ্রমিকদের মধ্যে আশঙ্কার মেঘ জমতে শুরু করেছে। উদ্ধারকারী দলের সদস্য অরুণকুমার মিশ্র নামে এক আধিকারিক জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে ধসের ওপারে থাকা শ্রমিকদের কথা হয়েছে। তাঁরা বার বার জিজ্ঞাসা করছেন কবে তাঁদের বার করে আনা হবে। খাবার, জল, অক্সিজেন সরবরাহ সত্ত্বেও বদ্ধ জায়গায় পরিস্থিতি ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠছে বলে শ্রমিকরা জানিয়েছেন। উদ্ধরকারীরা ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে কতটা এগোতে পেরেছেন আটকরা তাও জানতে চেয়েছেন বলে মিশ্র জানান।

সড়ক পরিবহণমন্ত্রকের সচিব অনুরাগ জৈনের বক্তব্য, 'আমরা পাইপের মাধ্যমে ওঁদের কাছে অনবরত খাবার, পানীয় জল এবং অক্সিজেন সরবরাহ করছি। চিকিৎসকদের পরামর্শে পাঠানো হচ্ছে ভিটামিন বি, সি এবং স্নায়ুচাপ নিয়ন্ত্রণের ওষুধপত্র।' জৈন বলেন, 'আটক শ্রমিকরা দীর্ঘদিন সুড়ঙ্গে কাজ করেছেন। তাই তাঁদের মধ্যে কোনও হতাশা নেই। সবাই বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় রয়েছেন। কিছুটা সময় লাগছে। কিন্তু আমরা সবাইকে বার করে আনব।'

বিশ্বকাপ জ্বর... কংগ্রেসের দপ্তরে ক্রিকেটে মগ্ন খাড়গে, বেণুগোপালরা।

বিজেপি–কংগ্রেসকে মেলাল ক্রিকেট

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : প্রায় সমস্ত বিষয়েই শাসক দল বিজেপি এবং প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের অবস্থান ভিন্ন মেরুতে। কিন্তু আহমেদাবাদে ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত যখন অস্ট্রেলিয়ার সম্মুখীন তখন সেই বিরোধিতার রাস্তা ছেড়ে কিছুটা সময়ের জন্য হলেও বেরিয়ে এল দুই দল।

বিজেপির তরফে রবিবার ভারতীয় ক্রিকেট টিমকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়, 'কাম অন ইন্ডিয়া। উই বিলিভ ইন ইউ।'

বিজেপির বার্তাটিকে রিটুইট করে কংগ্রেস লেখে, 'ট্রু দ্যাট। জিতেগা ইন্ডিয়া।' এদিকে শুধু এক্স হ্যান্ডেলে নয়, বিশ্বকাপ জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে নয়াদিল্লিস্থিত কংগ্রেসের সদর দপ্তর। ভারত–অস্ট্রেলিয়া ফাইনাল দেখানোর জন্য এআইসিসি দপ্তরে জায়েন্ট স্ক্রিনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানে দুপুরে খেলা দেখতে বসেন খোদ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কেসি বেণুগোপাল সহ দলের বহু নেতা–নেত্রী। এদিন খেলা শুরুর আগে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে শুভেচ্ছা জানান খাড়গে, সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি প্রমুখ। তেলেঙ্গানায় প্রচারে গিয়ে কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার দাবি, ১৯৮৩ সালের মতো এবারও ভারত ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতবে। এরই মধ্যে শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউত খোঁচা দিয়েছেন বিজেপিকে। তিনি বলেন, 'সবকিছু দেখেশুনে মনে হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী মোদি বল করবেন। অমিত শা ব্যাট করবেন। বিজেপি নেতারা ফিল্ডিং করবেন। ক্রিকেটের মধ্যে রাজনীতি আনা উচিত নয়। কিন্তু সেটাই হচ্ছে আহমেদাবাদে।'

প্রয়াত 'ধুম' পরিচালক

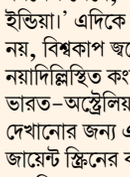

মুম্বই, ১৯ নভেম্বর : রবিবার সকালে মুম্বইয়ে নিজের বাড়িতে হৃদরোগে প্রয়াত হন পরিচালক সঞ্জয় গাদভি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫৬। ২০০৮ সালে 'ধুম' ছবির পরিচালনা করে বিখ্যাত হন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে বলিউডে শোকের ছায়া পড়ে। শোকপ্রকাশ করেছেন অভিনেতা অভিষেক বচ্চন, বিপাশা বসু, জন আব্রাহাম।

পরিচালক সঞ্জয়ের বড় মেয়ে সঞ্জিনা জানিয়েছেন, 'রবিবার সকাল ৯টা ৩০মিনিট নাগাদ বাড়িতেই মারা গিয়েছেন বাবা।'

দুই মেয়ে ও স্ত্রী গিনাকে নিয়ে পরিচালক মুম্বইয়ের লোখণ্ডওয়ালায় থাকতেন। অন্যান্য দিনের মতো রবিবারও মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলেন। আচমকা বুকে ব্যথা অনুভব করেন পরিচালক। বাড়িতে ফিরে আসেন। বাড়িতেই মারা যান। রবিবার সন্ধ্যায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। সঞ্জয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে অভিষেক বচ্চন ইনস্টাগ্রামে শুটিংয়ের সেটের কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছেন। লিখেছেন, 'সঞ্জয়ের এই ছবিটি তুলেছিলাম, যখন আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় ধুম –২'র ক্লাইম্যাক্সের শুটিং করছিলাম। স্বপ্নেও কল্পনা করিনি এমন পোস্ট লিখতে হবে। কেরিয়ারের প্রথম হিট ছবি সঞ্জয় আমাকে উপহার দিয়েছে। শান্তিতে থাকো, বিশ্রাম নাও, আমার প্রিয় ভাই।' সঞ্জয় গাদভির পরিচালক হিসেবে যাত্রা শুরু ২০০০ সালে। ছবির নাম 'তেরে লিয়ে'। উল্লেখযোগ্য ছবি 'আজব গজব লাভ', 'ধুম', 'ধুম–২', 'অপারেশন পরিন্দে', 'কিডন্যাপ' ইত্যাদি।

ডাক্তার, নার্সদের ইন্দিরা গান্ধি পুরস্কার

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : ২০২২ সালের ইন্দিরা গান্ধি অ্যাওয়ার্ড ফর পিস, ডিসআর্মামেন্ট এবং ডেভেলপমেন্ট সম্মানে যৌথভাবে সম্মানিত করা হল ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ) এবং ট্রেনড নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (টিএনএআই)–কে। রবিবার ইন্দিরা গান্ধির ১০৬ তম জন্মজয়ন্তীতে ইন্দিরা গান্ধি মেমোরিয়াল ট্রাস্টের তরফে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কংগ্রেস সংসদীয় দল (সিপিপি)–এর চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি এই পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। ওই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি প্রমুখ। সোনিয়া বলেন, 'করোনাকালে নিঃস্বার্থভাবে পরিষেবা দেওয়ার জন্য আমরা প্রত্যেক চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিকাল কর্মচারীদের সম্মান জানাচ্ছি।' এদিন সকালে দেশজুড়ে সমস্ত কংগ্রেস দপ্তরে ইন্দিরা গান্ধির জন্মদিবস পালিত হয়। শক্তিস্থলে ইন্দিরার সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি। পরে সংসদ ভবনে ইন্দিরার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন খাড়গে, সোনিয়া, কেসি বেণুগোপাল প্রমুখ।

চুক্তি হয়নি, জানাল ইজরায়েল

বন্দিমুক্তির বদলে সাময়িক যুদ্ধবিরতি

ওয়াশিংটন ও তেল আভিভ, ১৯ নভেম্বর : গাজা স্ট্রিপ জুড়ে ইজরায়েলি সেনা অভিযানের তীব্রতা বাড়ছে। শনিবার সারারাত গাজার বসতি এলাকায় বোমা ফেলেছে ইজরায়েলির যুদ্ধবিমান। ট্যাংকের গোলার আঘাতে গুঁড়িয়ে গিয়েছে বহু ঘরবাড়ি। রবিবারও আল শিফা হাসপাতালে তল্লাশি চালাতে দেখা গিয়েছে ইজরায়েলি সেনাদের। তবে হাসপাতাল ভবনের নীচে হামাসের কমান্ড সেন্টারের হদিস মেলেনি।

এদিন আমেরিকার সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে দাবি করা হয়েছে, গাজায় সাময়িক যুদ্ধবিরতির ব্যাপারে ইজরায়েল ও আমেরিকার সঙ্গে হামাসের আলোচনা চলছে। প্রাথমিকভাবে ৫ দিনের যুদ্ধবিরতির বিনিময়ে রোজ ইজরায়েলের অন্তত ৫০ জন করে নাগরিককে মুক্তি দিতে রাজি হয়েছে হামাস। ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৬ পৃষ্ঠার চুক্তিপত্র অনুযায়ী গাজায় যুদ্ধরত সবপক্ষ অন্তত ৫ দিন যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে। ওইসময় প্রতিদিন ৫০ জন বা তার বেশি বন্দিকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামলা চালিয়ে প্রায় আড়াইশো ইজরায়েলিকে বন্দি করেছিল হামাস।

> মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরটি ভুল। এখনও পর্যন্ত কোনও চুক্তি হয়নি।
>
> – বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু
> *প্রধানমন্ত্রী, ইজরায়েল*

তাঁদের গাজায় নিয়ে যাওয়া হয়। ইজরায়েল–হামাস সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে একাধিক বন্দি প্রাণ হারিয়েছেন বলে গাজা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। ইজরায়েলের অভিযোগ, তাঁদের বহু নাগরিককে গাজায় খুন করেছে হামাস জঙ্গিরা। এই পরিস্থিতিতে বন্দিমুক্তির বিনিময়ে গাজা স্ট্রিপে যুদ্ধবিরতির দাবিকে কেন্দ্র করে কূটনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। ইজরায়েল অবশ্য যুদ্ধবিরতি চুক্তির কথা স্বীকার করেনি। নীরব হামাসও।

যুদ্ধবিরতি বা বন্দিমুক্তি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে হামাসের চুক্তি হয়নি বলে জানিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সেদেশের সংবাদ সংস্থা টাইমস অফ ইজরায়েলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরটি ভুল। এখনও পর্যন্ত টেবিলে কোনও চুক্তি হয়নি।' তাঁর সাফ কথা, 'আমরা সব ইজরায়েলিকে ফিরিয়ে আনতে চাই। এর জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের চেষ্টা চলছে। সরকারের সব স্তর ঐক্যবদ্ধভাবে সেই কাজ করছে।' নেতানিয়াহুর মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর বাইডেন সরকারও যুদ্ধবিরতির কথা অস্বীকার করেছে। সেদেশের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র জানান, অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে কিছুই এখনও চূড়ান্ত হয়নি। হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র অ্যাড্রিয়েন ওয়াটসন বলেন, 'আমরা আনুষ্ঠানিক চুক্তি করতে পারিনি। তবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছোতে কঠোর পরিশ্রম করছি।'

কূটনৈতিক মহলের মতে, গাজায় ইজরায়েলি অভিযান দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় আন্তর্জাতিক জনমত ক্রমশ তাদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। যার প্রভাব পড়েছে আমেরিকার বিদেশনীতিতে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ইরাক, কুয়েতের মতো সহযোগী দেশগুলির অবস্থান আমেরিকার অস্বস্তি বাড়িয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য নীতিতে ভারসাম্য রাখতে এবার হামাস ও ইজরায়েলের মধ্যে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির চেষ্টা করছে জো বাইডেনের প্রশাসন।

গাজায় মৃত্যুমিছিলের প্রতিবাদে পর্তুগালে রাস্তায় বিক্ষোভে সাধারণ মানুষ।

গাজায় দ্বিতীয় দফায় ত্রাণ ভারতের

গাজা, ১৯ নভেম্বর : গাজায় ফের ত্রাণ পাঠাল ভারত। রবিবার বায়ুসেনার বিমানে ৩২টন ত্রাণ পাঠানোর কথা জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। তিনি জানান, ত্রাণবাহী বিমানটি মিশরের এল আইরিশ বিমানবন্দরে অবতরণ করবে। সেখান থেকে স্থলপথে গাজায় নিয়ে যাওয়া হবে ত্রাণসামগ্রী। এর মধ্যে রয়েছে খাবার, ওষুধপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জাম, তাঁবু, ত্রিপল, জল শুদ্ধ করার ট্যাবলেট প্রভৃতি। এর আগে ২২ অক্টোবর গাজায় ত্রাণ পাঠিয়েছিল ভারত।

এদিন এক্স হ্যান্ডেলে জয়শংকর লিখেছেন, 'প্যালেস্তাইনবাসীকে মানবিক সাহায্য জারি রেখেছে ভারত।' পর্যবেক্ষকদের মতে, ইজরায়েল গাজা সীমান্তের বড় অংশ অবরোধ করে রাখায় সেখান দিয়ে ত্রাণ পাঠানো কার্যত অসম্ভব। তাই কৌশলগত কারণে মিশর দিয়ে ত্রাণ পাঠানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এল আইরিশ বিমানবন্দর থেকে গাজা–মিশর সীমান্তে অবস্থিত রাফা পয়েন্টের দূরত্ব মাত্র ৪৫ কিলোমিটার। সেখান দিয়ে ট্রাকে করে গাজায় ত্রাণ পৌঁছোবে। ইজরায়েলি হামলার জেরে গাজার অর্ধেকের বেশি হাসপাতাল কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। পানীয় জলের ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব প্রকট। এই পরিস্থিতিতে ভারতের ত্রাণ অবরুদ্ধ গাজাবাসীর কাছে অক্সিজেনের কাজ করবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে তা যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় পৌঁছে দেওয়াই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

দেশে ফিরল মায়ানমার সেনা

আইজল, ১৯ নভেম্বর : বিদ্রোহী গোষ্ঠীর হামলায় দিশেহারা মায়ানমারের সরকারি বাহিনী। গত কয়েকদিনে মায়ানমারের ৭৪ জন সেনাকর্মী সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। রবিবার তাঁদের মধ্যে ২৯ জনকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। মণিপুর প্রশাসনের সূত্রে একথা জানানো হয়েছে। সূত্রটি জানিয়েছে, বিদ্রোহী বাহিনী পিপলস ডিফেন্স ফোর্সের সঙ্গে সংঘর্ষের পর ১৬ নভেম্বর মায়ানমারের ওই সেনারা ভারতে পালিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে মায়ানমারের চিন রাজ্যের তাইবোয়ালে সেনাবাহিনীর একটি ক্যাম্প রয়েছে। সেখানে তাঁরা মোতায়েন ছিলেন। বিদ্রোহীরা ক্যাম্পের দখল নেওয়ার পর প্রাণ বাঁচাতে তাঁরা পায়ে হেঁটে টিয়াউ নদীর কাছে সীমান্ত পেরিয়ে মিজোরামের চাম্পাই জেলার সাইখুমফাইতে চলে আসেন। অসম রাইফেলস ও রাজ্য পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন তাঁরা। মায়ানমারের সেনাদের বিমানে মণিপুরের মোরেতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে মায়ানমার সীমান্তবর্তী শহর তামুতে যায় দলটি। এদিন তামু থেকে মায়ানমার চলে যান সেদেশের সেনাকর্মীরা।

সূত্রটি জানিয়েছে, দিনকয়েক আগেও ভারতে আশ্রয় নেওয়া মায়ানমারের বেশ কয়েকজন সেনাকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। এছাড়া গত সপ্তাহে সেখানকার যে ৫ হাজারের বেশি বাসিন্দা ভারতে চলে এসেছিলেন তাঁদের বেশিরভাগও ফিরে গিয়েছেন। তবে ২০২১–এর ফেব্রুয়ারিতে জুন্টা সরকার ক্ষমতা দখলের পর মায়ানমার থেকে আসা কয়েকহাজার মানুষ এখনও উত্তর–পূর্বের রাজ্যগুলিতে রয়ে গিয়েছেন। তাঁদের বেশিরভাগ চিন সম্প্রদায়ের সদস্য। চিন ও মিজো ২টি গোষ্ঠীই আদতে জো উপজাতির অংশ।

মিস ইউনিভার্স নিকারাগুয়ার শেনিস

মানাগুয়া (নিকারাগুয়া), ১৯ নভেম্বর : মিস ইউনিভার্সের ৭২তম আসরের মুকুট জিতে নিলেন মিস নিকারাগুয়া শেনিস পালাসিওস। প্রতিযোগিতার প্রথম ও দ্বিতীয় রানার আপ হয়েছেন মিস থাইল্যান্ড আন্টোনিয়া পোরসিল্ড ও মিস অস্ট্রেলিয়া মোরায়া উইলসন।

এল সালভাদোরের অ্যাডোলফো পিনেডা ন্যাশনাল জিমনেসিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় ফাইনালে বিজয়ী শেনিসের মাথায় মুকুট তুলে দেন ২০২২ সালের মিস ইউনিভার্স আরবনি গ্যাব্রিয়েল। প্রতিযোগীদের কাছে শেষ প্রশ্ন ছিল, আপনি যদি এক বছর অন্য কোনও নারীর জীবন যাপন করতে পারতেন, তাহলে কাকে বেছে নিতেন এবং কেন? উত্তরে মিস অস্ট্রেলিয়া মোরায়া উইলসন বলেছেন, নিজের মায়ের কথা। মিস থাইল্যান্ড আন্টোনিয়া পোরসিল্ড বেছে নেন নোবেলজয়ী মালা ইউসুফজাইর সংগ্রামের কথা। শেনিস বলেছেন নারী অধিকার কর্মী ও নারীবাদের প্রবক্তা মেরি ওয়াটসন ব্রাড'কে। শেনিসের কথা, 'ওয়াটসন মহিলা ও পুরুষের মধ্যে কাজের ফাঁক তুলে ধরে নারীদের অনেক সুযোগ দিয়েছেন। আমিও চাই ব্যবধানটি উন্মুক্ত হোক, যাতে আরও বেশি মহিলারা যে–কোনো ক্ষেত্রে কাজ করতে পারেন। এমন কোনও অঞ্চল নেই যেখানে মহিলারা কাজ করতে পারেন না।'

নিকারাগুয়ার হয়ে প্রথম মিস ইউনিভার্স জয়ী শেনিস পালাওসিসের জন্ম ১৯৯৫ সালের ২৪ নভেম্বর। পড়াশোনার পাশাপাশি সমাজসেবা ও মানবাধিকার নিয়ে দারুণ আগ্রহ আছে তাঁর। ভলিবল খেলতে ভালোবাসেন।

ইম্ফলের আকাশে উড়ন্ত যান, বন্ধ উড়ান

ইম্ফল, ১৯ নভেম্বর : রহস্যময় উড়ন্ত বস্তুর দেখা মিলল মণিপুরের ইম্ফলে। যার জেরে ব্যাহত হল ইম্ফল বিমানবন্দরের উড়ান পরিষেবা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে ৩ ঘণ্টার বেশি সময় লেগেছে। রবিবার দুপুর ২টো নাগাদ ইম্ফলে ২টি অজানা উড়ন্ত বস্তু নজরে আসে। সতর্ক হয় স্থানীয় এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (এটিসি)। ৩টি বিমানের উড়ান সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। ২টি বিমানকে যাত্রাপথ বদলের নির্দেশ দেয় এটিসি। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, উড়ন্ত বস্তুগুলি আদতে ড্রোন। সেগুলি কোথা থেকে এসেছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নিরাপত্তার কারণে বিমানবন্দর থেকে যাত্রী বিমানের উড়ান স্থগিত রাখা হয়। সন্ধ্যা ৬.১৫–র পর থেকে বিমানগুলি নিজেদের গন্তব্যে উড়ে গিয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় নিহত ৫ পুলিশ

জয়পুর, ১৯ নভেম্বর : রাজস্থানের চুরুতে রবিবার ভোরে সড়ক দুর্ঘটনায় এক এএসআই সহ পাঁচ পুলিশকর্মী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও দু'জন। নিহতেরা প্রত্যেকেই নাগৌরের বাসিন্দা।

রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজস্থান সফর উপলক্ষ্যে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। তারানগরে মোদি পৌঁছোনোর আগে পুলিশ আধিকারিকেরা নির্দিষ্ট দায়িত্বপালনে যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনাটি ঘটে চুরু জেলার সুজনগড় সদর থানা এলাকায়। দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাককে ধাক্কা মারে পুলিশের গাড়িটি। চুরুর এসপি প্রবীণ নায়েক জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সুজনগড় সদর থানা এলাকায়। নির্বাচনি সভার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরা তারানগরে যাচ্ছিলেন।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট দুর্ঘটনায় নিহত পুলিশকর্মীদের উদ্দেশে শোকপ্রকাশ করেছেন। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'পুলিশকর্মীদের নিহত হওয়ার ঘটনা দুঃখজনক। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।' এক সরকারি আধিকারিক জানিয়েছেন, পুলিশের গাড়িটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল।

ছটপুজো যেন পালটে দিয়েছে মহানন্দার রূপ। রবিবার রাতে শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

এখনই শীত পড়ার সম্ভাবনা কম উত্তরে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : শিলিগুড়ি তো কাছে, 'ঘুমন্ত বুদ্ধ' কাঞ্চনজঙ্ঘা জলপাইগুড়ি থেকেও এখন স্বচ্ছ। কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনেই স্পষ্ট, আবহাওয়া কতটা পরিষ্কার। সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে চোখের সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘা যে কোনও মানুষকেই মোহিত করে তোলে।

কিন্তু সাতসকালের চোখের আরাম, বেলা বাড়তেই উধাও। অগ্রহায়ণেও ঘাম ঝরার উপক্রম। তাহলে কি শীতের দেখা এবার মিলবে না, এমন প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। উত্তরে এমন আবহাওয়া কবে ছিল, তা নিয়েও খোঁজ চলছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যে আবহবিদরা অস্বাভাবিক কিছু দেখছেন না। তবে শীতের আগমন কবে ঘটবে, সে বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিতভাবে কোনও পূর্বাভাস দিচ্ছেন না।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার অভাবের জন্য আবহাওয়ার এমন পরিস্থিতি বলে আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার দাবি। তিনি বললেন, 'সাধারণত এই সময় পাহাড়ি অঞ্চলে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রবেশ ঘটে যায়। যার জন্য উত্তুরে হাওয়াও পাওয়া যায়। হাওয়ার জন্য কিছুটা হলেও তাপমাত্রার পতন ঘটে এবং শীত শীত আমেজ পাওয়া যায়। কিন্তু এবছর ধারাবাহিকভাবে শক্তিশালী পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রবেশ ঘটেনি।' ডিসেম্বরের আগে সেই অর্থে বর্তমান আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা কম বলেই তিনি মনে করছেন।

দুর্গাপুজোর আগেই সিকিম পাহাড়ে তুষার আছড়ে পড়েছিল। পুজো শেষেও নাথু লা, ছাঙ্গুর মতো কিছু জায়গা প্রকৃতির উপহারের সাক্ষী

> **সাধারণত এই সময় পাহাড়ি অঞ্চলে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রবেশ ঘটে যায়। কিন্তু এবছর ধারাবাহিকভাবে শক্তিশালী পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রবেশ ঘটেনি। ডিসেম্বরের আগে সেই অর্থে বর্তমান আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা কম।**
>
> –গোপীনাথ রাহা
> আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা

থেকেছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার আগাম আগমনে দুয়ারে শীত বলে উত্তরে আগাম চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল। 'উইন্টার ট্যুরিজম' নিয়েও পাহাড়ে প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়।

কিন্তু প্রকৃতি কবে কার কথা শুনেছে? প্রকৃতি তো নিজের খেয়ালেই চলে। তাই এখন পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দেখা মিলছে না, শীতও দূরে। ফলে শরীরে শীতের আমেজ মাখতে পর্যটকরা পাহাড়মুখো হচ্ছেন না। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুসারে, দার্জিলিংয়ে এখন ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। কালিম্পংয়ের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আবার ১৪-র ঘরে। ফলে দুই পাহাড়ে শীতকালীন পর্যটন জমাট বাঁধেনি। নভেম্বরের শেষ পর্বে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০-৩১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে ওঠানামা করছে। গৌড়বঙ্গে তাপমাত্রা অবশ্য কিছুটা কম।

আকাশ পরিষ্কার থাকার জন্য যেমন কাঞ্চনজঙ্ঘাকে সমতল থেকেই দেখা যাচ্ছে, তেমনই সকালের পরে সূর্যের তাপ শরীরে এসে পড়ায় ঘাম ঝরার উপক্রম হয়েছে। কেন এমন পরিস্থিতি? কয়েকদিন আগেই বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে আবহাওয়ার স্বাভাবিক নিয়মে শক্তিশালী হওয়ার পথে আশপাশের সমস্ত মেঘ নিম্নচাপটি টেনে নিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে আরও একটি নিম্নচাপ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। ফলে মেঘ-বৃষ্টির সম্ভাবনাও চলতি সপ্তাহে কম। তেমনভাবে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা, উত্তুরে হাওয়াও মেলা দুষ্কর। ফলে শীত নভেম্বরে দূরেই থাকছে।

হারের হতাশা নিয়ে পরের বারের আশা

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : বলা হয়, দিনের শুরুটা বলে দেয় সারাদিনটা কেমন কাটবে। রবিবার অনেকটা সেরকমই হল। খেলার শুরুতে ভারতীয় দলের ব্যাটিং তুলনামূলকভাবে খারাপ হলেও আশা ছিল। কিন্তু দিনের শেষে কেউ ভাবতেই পারেননি যে এবারের মতো সব শেষ হয়ে যাবে। প্রথমে ব্যাট করে ভারতীয় ব্যাটাররা অস্ট্রেলিয়াকে ২৪০ রানের টার্গেট দেওয়ার পরেও অনেকের বক্তব্য ছিল, নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের পিচে এই রানই অনেক। ভারতীয় দলের যে বোলিং লাইন আপ, তাতে অস্ট্রেলিয়াকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারবে টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু ভারতকে একপ্রকার হাসতে হাসতে হারিয়ে ষষ্ঠবারের জন্য বিশ্বকাপ নিজেদের দেশে নিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া। তাই খেলার ফল ঘোষণা হতেই বাঘা যতীন পার্কে বড় পর্দায় খেলা দেখতে আসা বাগডোগরার গোঁসাইপুরের কলেজছাত্র বিশ্বময়, রাজা থেকে নকশালবাড়ির সুরভি, মহুয়ারা রীতিমতো হতাশ। আর হতাশ হওয়ারই কথা। শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কে বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখতে দূরদূরান্ত থেকে গাড়িভাড়া করে এসেছিলেন শিলিগুড়িতে। উদ্দেশ্য, শিলিগুড়ির বন্ধুদের সঙ্গে বসে খেলা দেখা। কিন্তু লাস্ট বল পড়ার পর সুরভিদের মাথায় হাত। ভারতের জাতীয় পতাকা গায়ে জড়িয়ে শুকনো মুখে ঘরের পথে পা বাড়ালেন বিশ্বময়রা।

এদিন সকাল থেকে শহরের পরিবেশটাই ছিল একেবারে অন্যরকম। একে রবিবার। রাস্তাঘাটে ভিড় একটু কমই থাকে। তার ওপর বারো বছর পর বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারত। এদিন বেলা ২টো নাগাদ খেলা শুরুর আগেই শুনসান শহরের হিলকার্ট রোড, সেবক রোড, বিধান রোডের মতো ব্যস্ত রাস্তা। হাতে গোনা কয়েকটি অটো, টোটো রাস্তায় চোখে পড়লেও

> গোটা বিশ্বকাপে টিমটা ভালো খেলেছে। একটা ম্যাচ তো এরকম হতেই পারে। পরেরবার টিম ভালো খেলবে।
>
> *সুপ্রতীক সরকার*
> *কলেজপাড়ার বাসিন্দা*

> আবার ৪টি বছর অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু এবার প্রথম থেকে ভারত যে এতটা ভালো ফর্মে ছিল, সেই কারণে বিশ্বকাপ নিয়ে প্রচণ্ড আশাবাদী ছিলাম
>
> *সুরজিৎ কর্মকার*
> *হায়দরপাড়ার বাসিন্দা*

সেগুলিতে যাত্রী ছিল না বললেই চলে। সকাল সকাল বাজারহাট থেকে ফিরে সকলেই তখন টিভি'র সামনে।

এদিকে শুধু বাঘা যতীন পার্কে নয়, শহরের পালপাড়া, হাকিমপাড়া, ঘোগোমালি, শান্তিনগর সহ বিভিন্ন জায়গায় বড় পর্দা টাঙানো হয় খেলা দেখানোর জন্য। বেলা দুটো থেকে সেখানে চেয়ার পেতে বসে পড়েন পাড়ার বাসিন্দারা। পালপাড়া মোড়ে নাগরিকবৃন্দের নাম করে আবার 'টিমে ইন্ডিয়া, জোটেও ইন্ডিয়া' লেখা ব্যানারও চোখে পড়ে। বাসিন্দাদের কথায়, এসব তৃণমূলের কাজ। মানুষকে খেলা দেখানোর নাম করে এরা রাজনীতি করছে বলে অভিযোগ।

তবে দিনের শেষে এদিন খেলা নিয়ে সকলেই হতাশ। কয়েকটি জায়গায় আবার খেলা শেষ হওয়ার আগেই টিভি বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাঘা যতীন পার্কেও পুরো খেলা দেখানো হয় ঠিকই, কিন্তু শেষের দিকে মাঠ খালি হতে শুরু করে। তবে এবার বাঘা যতীন পার্কে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন থাকার কারণে কোনও সমস্যা তৈরি হয়নি। রাত সাড়ে ন'টায় খেলা শেষ হওয়ার পর একের পর এক হতাশার মুখ বের হতে থাকে। অনেককে আবার রুমাল দিয়ে চোখ মুছতেও দেখা গেল। হায়দরপাড়ার বাসিন্দা সুরজিৎ কর্মকার তাঁর বন্ধুদের নিয়ে এসেছিলেন খেলা দেখতে। খেলা দেখে বের হতে হতে তিনি বলছিলেন, 'আবার ৪টি বছর অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু এবার প্রথম থেকে ভারত যে এতটা ভালো ফর্মে ছিল, সেই কারণে বিশ্বকাপ নিয়ে প্রচণ্ড আশাবাদী ছিলাম।'

অনেক ক্রীড়াপ্রেমী আবার বিষয়টি সহজভাবে মেনে নিয়েছেন। কলেজপাড়ার সুপ্রতীক সরকার, সাধন কর্মকাররা জানান, গোটা বিশ্বকাপে টিমটা ভালো খেলেছে। একটা ম্যাচ তো এরকম হতেই পারে। পরেরবার টিম ভালো খেলবে বলে তাঁদের বিশ্বাস।

ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী ধূপগুড়িতে

কলকাতা থেকে প্রেমিককে ডেকে মারধর

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : প্রবীণরা তো বটেই, ইন্টারনেটের সৌজন্য ১৯৬৯ সালের 'এক ফুল দো মালি' সিনেমার কাহিনী নতুন প্রজন্মেরও জানা। প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে কত কাণ্ডই না ঘটেছে ধূপগুড়িতে। রবিবারের ঘটনায় পাঁচ দশক আগের রুপোলি পর্দার ওই কাহিনীর সঙ্গে মিল পেলেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। এখানে ফুল ধূপগুড়ির এক মহিলা। আর 'দো মালির' ভূমিকায় তাঁর দুই প্রেমিক।

রবিবার সকালে তখন ধূপগুড়ি শহরের মিলপাড়ায় হঠাৎই দুই যুবকের মধ্যে তুমুল হাতাহাতি। সামনে দাঁড়িয়ে এক মহিলা। যেন মারপিটে তদারকি করছেন। এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ায় তিনজনকে ডেকে জবাব তলব করেন স্থানীয় ক্লাবের সদস্যরা। ঘটনা খোলসা হল তখনই।

ধূপগুড়ির ওই মহিলা স্বামীকে ত্যাগ করার পর ফোনের মাধ্যমে কলকাতার এক যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়। সোশ্যাল মিডিয়া, ফোনে চলে বেশ দহরম-মহরম। এরপর ওই যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন মহিলা। লং ডিসট্যান্স রিলেশনশিপ হলেও দুজনের প্রেমের ডানা ভালোই উড়ছিল। কিন্তু মন যে মানে না!

স্বামীকে ত্যাগের পর প্রেমিকও দূরে থাকায় একাকিত্বে ভুগতে থাকেন ওই মহিলা। এই পরিস্থিতিতে ধূপগুড়ি শহরেরই এক যুবকের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখান থেকেই শুরু হল এক ফুল দো মালির কাহিনী। দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে দুজনকে ম্যানেজ করে প্রেমের খেলা চালিয়ে যাচ্ছিলেন ওই মহিলা।

দুই যুবক বিষয়টি ঘুণাক্ষরেও টের পাননি দীর্ঘদিন। মহিলাও একই সময়ে দুজনের সঙ্গে সম্পর্কের কথা চেপে রেখেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি স্থানীয় যুবক কলকতার আরেক যুবকের সঙ্গে ওই মহিলার সম্পর্কের বিষয়টি জেনে যান।

অভিযোগ, স্থানীয় প্রেমিকের সঙ্গে মিলে দক্ষিণবঙ্গের যুবককে মারধরের পরিকল্পনা আঁটেন ওই মহিলা। সেইমতো শুরু হয় প্রস্তুতিও। দীর্ঘদিনের ডিসট্যান্স রিলেশনশিপ হওয়ায় দেখা করার ইচ্ছা জানিয়ে কলকাতার যুবককে ধূপগুড়িতে ডেকে আনেন ওই মহিলা। কিন্তু এখানে এলে যে তাঁর পিঠে মার জুটবে তা আঁচই করেননি ওই যুবক। রবিবার ছুটির দিন প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে ধূপগুড়ি আসেন তিনি। মিলপাড়ায় ডেকে কলকাতার যুবকের সঙ্গে দেখাও করেন মহিলা।

এরপরই স্থানীয় প্রেমিক ওই যুবককে মারধর শুরু করেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে তড়িঘড়ি স্থানীয় একটি ক্লাবের কয়েকজন এসে হাতাহাতি থামিয়ে তিনজনকে ক্লাবে নিয়ে যান। ধূপগুড়ি থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত করে তিনজনকেই ধূপগুড়ি থানায় নিয়ে যায়। পরে ধূপগুড়ি থানার আইসি তিনজনের সঙ্গেই কথা বলেন। তবে, পুলিশের সামনে তিনজনের মধ্যে কারও একে অপরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ নেই। মার খাওয়া যুবকও অভিযোগ দায়ের করেননি। লিখিত অভিযোগ না

> এখনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। অভিযোগ পেলে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা করা হবে।
>
> –বিক্রমজিৎ লামা
> *জেলা ডেপুটি পুলিশ সুপার (ক্রাইম)*

থাকায় তিনজনকে থানা থেকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ঘটনা নিয়ে মিলপাড়া এলাকার ক্লাবের এক সদস্যের কথায়, রাস্তার ওপরই দুই যুবক হাতাহাতি করছিল। মহিলাও সেখানে ছিল। পরিস্থিতি দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা এগিয়ে যায়। হাতাহাতি সামলে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

জেলা ডেপুটি পুলিশ সুপার (ক্রাইম) বিক্রমজিৎ লামা বলেন, 'এখনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। অভিযোগ পেলে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা করা হবে।' ধূপগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, তিনজনেরই অভিযোগ না থাকায় জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

জমিতে সদ্যোজাতর খোবলানো দেহ

বিধান ঘোষ

হিলি, ১৯ নভেম্বর : ধানের জমিতে পড়ে ক্ষতবিক্ষত সদ্যোজাতর দেহ। পাশেই পড়ে একটি প্লাস্টিক ও জার্সি। রবিবার সকালে এমন নৃশংস দৃশ্যে শিউরে উঠল হিলির ত্রিমোহিনীর হাসপাতালপাড়া। খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছায় হিলি থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখে ওই সদ্যোজাতর দেহটি হিলি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অবৈধ সম্পর্কের জেরে এমন পরিণতি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এদিন সকালে জমিতে কাজে যান কৃষকরা। তখনই খড়ের মধ্যে শিশুটিকে পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। তার মাথার পেছনে গভীর ক্ষত লক্ষ করা যায়। বুক ও পেটের অংশ খোবলানো। পায়ের দিকটিও একেবারে ক্ষতবিক্ষত। এমন দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠেন স্থানীয়রা। ঘটনা জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। তাড়াতাড়ি খবর দেওয়া হয় হিলি থানায়।

পুলিশ ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখে সদ্যোজাতর দেহ, ক্যারিবাগ ও একটি জামা উদ্ধার করে। এরপর দেহটি পরীক্ষার জন্য হিলি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা সদ্যোজাতকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে হিলি থানার পুলিশ। আইনি প্রক্রিয়া শুরু করে সদ্যোজাতর দেহটি ময়নাতদন্তের

হিলিতে হাড়হিম কাণ্ড

- সকালে জমিতে গিয়ে খড়ের মধ্যে শিশুটিকে পড়ে থাকতে দেখেন কৃষকরা
- মাথার পেছনে গভীর ক্ষত দেখা যায়
- বুক ও পেটের অংশ খোবলানো
- পায়ের দিকটিও ক্ষতবিক্ষত
- তার লিঙ্গ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি

জন্য বালুরঘাট হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সাতদিনের জন্য ওই দেহটি সংরক্ষণ করা হবে।

হিলি পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক পরীক্ষা করে দেহটি সদ্যোজাতর বলে মনে করা হচ্ছে। তার বয়স দিন দুয়েক হতে পারে। দেহটি এতটাই ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ছিল যে, তার লিঙ্গ নির্ধারণ করা যায়নি। কোনও অবৈধ সম্পর্কের কারণে গর্ভধারণ হয়ে থাকতে পারে। নৃশংসভাবে সদ্যোজাতকে খুন করে প্রমাণ লোপাটের জন্য ধানের জমিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা সুজন ঘোষের দাবি, 'সকালে ধানের জমিতে বাচ্চাটির খুবলে খাওয়া দেহটি নজরে আসে কৃষকদের। হিলি থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে ওই বাচ্চার দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। সদ্য জন্ম নেওয়া একটি বাচ্চাকে এমন নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে! তারপর তাকে ধানের জমিতে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। এই অসভ্যতা, বর্বরতা আমাদের লজ্জা। দোষীদের পুলিশ দ্রুত খুঁজে বের করুক। খুনির চরম শাস্তির দাবি জানাই।'

বালুরঘাটের ডিএসপি হেড কোয়ার্টার সোমনাথ ঝা'র বক্তব্য, 'অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ

প্রথম পাতার পর

বুমরাহর প্রথম বলেই ঘটতে পারত দারুণ ঘটনা। মনে হল স্লিপে দাঁড়ানো তিনজনই কোক খাচ্ছিলেন, ক্যাচটা উঠবে ভাবেননি। রোহিতের ব্যাটে সেই অপরাহ্নে একবার ঝলসে উঠেছিল ভারত। ২৪০ রান করে এই অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে জেতা যায় না। বিষণ্ণ ঠোঁটে চায়ের কাপে মুখ দিচ্ছি। ঠিক সেই সময়ে দ্বিতীয় ওভারে সামির হাত থেকে একটি বিদ্যুৎ ছুটে গেল। আউট। সারা ভারত ঝলসে উঠল। চা সরিয়ে পরের বলগুলো দেখতে লাগলাম। এই সেই ছেলেটা যে কি না তিন-তিনবার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল। আসল প্রতিভাকে কোনও আঙুল কিংবা আত্মহত্যা আটকে রাখতে পারে না। কোহলি কপাল থেকে সবটা ঘাম নিয়ে বলে মাখিয়ে সামির হাতে ফেরত পাঠাতে লাগলেন। এরপরে বুমরাহ যখন স্টিভ স্মিথকে ফেরত পাঠালেন, তখন সারা দেশের ছটপুজোর বাজিগুলো পালটে গেল ক্রিকেট বাজিতে। জীবনে প্রথম জানলাম, পুজোর বাজি আর ক্রিকেটের বাজি একই বাজি হলেও তার মূর্ছনা দু'রকম।

কিন্তু একই মেঘে প্রতিদিন বৃষ্টি হয় না। যে সামিকে সেমিফাইনালে মনে হয়েছিল অগ্ন্যুৎপাত, তিরিশ ওভারের পর মনে হল, বারো বছর বাদে যে কাপ প্রায় হাতে এসে গিয়েছিল তা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে। ক্রমশ চলে যাচ্ছে। এক-একটা চার, ছয় হচ্ছে, দেড় লক্ষ দর্শকের স্টেডিয়ামে পিন পতনের অসহনীয় নীরবতা নেমে আসছে। আর হল না, আর পারলাম না আমরা। একটা বিরাট স্বপ্ন ফাটা বেলুনের মতো নেমে আসছে আহমেদাবাদের আকাশ থেকে।

অস্ট্রেলিয়া বারবার পারে। অনেক উত্থানপতনের পরেও পারে। ভারত আজ পারেনি। কী হয়েছে! কাল পারবে। ভারত যা পেরেছে, যতটা পেরেছে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। দুই টাইটানের যুদ্ধ ছিল, একজন জিতেছে। একজনই জেতে। বিশ্বকাপ সম্পর্কে একটাই কথা বলতে ইচ্ছে করছে, বুক ফেটে যাচ্ছে, তবু বলছি 'সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ'।

৫০০ কুইন্টাল ধান ক্রয় কোচবিহারে

কোচবিহার, ১৯ নভেম্বর : কৃষকদের কাছ থেকে সহায়কমূল্যে পাঁচশো কুইন্টাল ধান এখনও পর্যন্ত কেনা হয়েছে। কোচবিহার জেলা খাদ্য দপ্তর সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। কোচবিহারে সবমিলিয়ে এবার ২৮টি ধান ক্রয়কেন্দ্র থেকে কৃষকদের কাছ থেকে সহায়কমূল্যে ধান কিনছে খাদ্য দপ্তর। ধান কেনায় এখনও সেরকম গতি না এলেও খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ডিসেম্বর মাসে ধান কেনা বাড়বে।

বিশ্বকাপ জয়েও

প্রথম পাতার পর

স্কুলে ওর বন্ধুদের মধ্যে যারা ভারতকে সমর্থন করবে বলেই টিভির সামনে বসেছিল, তারা হাল ছেড়ে দিল বিরাট আউট হয়ে যাওয়ার পরে। আমার কন্যা ভারতের এই পারফরমেন্স দেখে অন্য ঘরে। কানে হেডফোন লাগিয়ে মুভি দেখছে- কুইন। ওর বন্ধুরা বেশিরভাগ অস্ট্রেলিয়ান। নাম ধরে ধরে জিজ্ঞেস করলাম ওরা খেলা দেখছে কি না। না। সমাজমাধ্যমে এদিক-ওদিক একটু উঁকিঝুঁকি মেরে দেখলাম। মেলবোর্ন, ব্রিসবেন, অ্যাডিলেড, পারথ- ওরাও কি সিডনির মতো নিস্পৃহ? না, বলার জন্য বিরাট কিছু খুঁজে পেলাম না। আমাদের যে ভারতীয় বন্ধুদের গ্রুপে রাশি রাশি মেসেজ আসে অন্য দিনে, ফাইনালের মাঝপথেই তা মিইয়ে গেল। সোমবার সকালে হয়তো আবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া নিয়ে কোথাও কোথাও কিছু আলোচনা হবে। ব্যাস, এটুকুই।

বন্ধ পাখিরালয় চালুর দাবি গোঁসাইরহাটে

জিষ্ণু চক্রবর্তী

গয়েরকাটা, ১৯ নভেম্বর : লুপ্তপ্রায় রাভা জনজাতির উন্নয়ন ও পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য মোরাঘাট বনের মধ্যে গোঁসাইরহাট ইকো পার্ক তথা পাখিরালয় তৈরি করা হয়। পরিযায়ী পাখি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ফলে শুরু থেকেই এটি পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। তবে সময়ের সঙ্গে সেখানকার ছবি বদলাতে শুরু করে। বনকর্মীর অভাবে রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা এবং নিরাপত্তার অভাবের কারণে প্রায় সাত বছর আগে বন দপ্তর পার্কটি বন্ধ করে দেয়। সেই থেকে প্রশাসনিক অবহেলায় এটি জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে। জলাশয় পরিষ্কার না হওয়ায় পরিযায়ী পাখিরাও আসে না। পরিবেশপ্রেমী তথা রাভা জনজাতির বাসিন্দারা অবিলম্বে পার্কটি খোলার দাবি জানিয়েছেন।

স্থানীয় পরিবেশপ্রেমী সংস্থা 'আরণ্যক'- এর সম্পাদক কৌশিক বাড়ুই জানান, বনবস্তিবাসীদের অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করতে হলে গোঁসাইরহাট ইকো পার্ক ও মোরাঘাটে জঙ্গল সাফারি চালু করা অত্যন্ত প্রয়োজন। জলপাইগুড়ির ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, 'গোঁসাইরহাট ইকো পার্ক নিয়ে কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। দপ্তরের তরফে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা চলছে।'

২০০৬ সালে বনের মধ্যে একটি জলাশয়কে ঘিরে পার্কটি তৈরি হয়। পাখি দেখার সুবিধার্থে দুটি ওয়াচটাওয়ার তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে সেগুলিতে পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া নৌকাবিহারের ব্যবস্থাও করা হয়। ২০১৩ সালের মধ্যে পার্কটি একটি পূর্ণাঙ্গ পর্যটনকেন্দ্র হয়ে ওঠে। এর পাশেই একটি পিকনিক স্পট চালু হয়। খুকলং বন সুরক্ষা নামের জেএফএমসি-এর হাতে পার্কটি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। পার্কটিকে কেন্দ্র করে খুকলং বনবস্তি অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হয়ে ওঠে।

যদিও পরবর্তীতে নজরদারির অভাবে পার্কে যুবক-যুবতীদের অত্যধিক আনাগোনা, মদের আসর বাড়তে থাকে। দুষ্কৃতীরা পার্কের ওয়াচটাওয়ারগুলি নষ্ট করে দেয়। এমনকি, পাখির মাংসের লোভে চোরাশিকারিদের আনাগোনা বাড়তে থাকে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জলাশয়ের নাব্যতা কমে যাওয়ায় পরিযায়ী পাখিরাও আসে না। ফলে পর্যটকের সংখ্যাও কমতে থাকে। একসময় বন দপ্তর বাধ্য হয়ে পার্কটি বন্ধ করে দেয়। এরপর দুষ্কৃতীরা পার্কটির বিভিন্ন সরঞ্জাম চুরি করে নিয়ে যায়। এমনকি অনেকাংশ ভেঙে ফেলে। মোরাঘাট বনবস্তিগুলির মানুষ পার্কটিকে পুনরায় চালু করার দাবি জানিয়েছেন। রাভা ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রবি রাভা জানান, পার্কটির সঙ্গে রাভা জনজাতির মানুষের আর্থিক সম্পর্ক রয়েছে। তিনি দ্রুত এই পার্কটি খোলার দাবি জানিয়েছেন।

কিশনগঞ্জে ছটপুজো

কিশনগঞ্জ, ১৯ নভেম্বর : ছটপুজোয় রবিবার শহরের রমজান নদীর ২৫টি ঘাটে ব্রতীদের ভিড় উপচে পড়েছে। কিন্তু বিশ্বকাপের হুজুগে এই বছর ঘাটে ঘাটে দর্শনার্থীদের জমায়েত অন্যান্য বছরের মতো হয়নি বলে ছটপুজো কমিটির তরফে জানানো হয়েছে। অবশ্য স্থানীয় দে মার্কেটের রমজান নদীর ধোপাপট্টির ঘাট, খাগড়ার দেবঘাট, প্রেমপুলের ঘাটে মানুষের ভিড় ছিল। এছাড়া, শহরের অদূরে বেলুয়ার উদ্রাঘাটের ডক নদীর তীরেও ছটব্রতীদের সমাগম হয়।

আবহাওয়া
সোমবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩১.০	২১.০
শিলিগুড়ি	৩০.০	১৭.০
জলপাইগুড়ি	৩০.০	১৬.০
কোচবিহার	৩০.০	১৭.০
আলিপুরদুয়ার	৩০.০	১৭.০
মালদা	৩০.০	১৭.০
রায়গঞ্জ	৩০.০	১৬.০
গ্যাংটক	২১.০	১০.০

বামনগোলা কাণ্ডে তর্জা চলছেই

সাংসদের কাঠগড়ায় জেলা প্রশাসন

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বামনগোলা, ১৯ নভেম্বর : রবিবার। ঘড়ির কাঁটায় তখন প্রায় সাড়ে ১১টা। বামনগোলার মালডাঙ্গা গ্রামে মৃত বধূর পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন সাংসদ খগেন মুর্মু। গ্রামবাসী ও সাংবাদিকদের সামনে লাউড স্পিকারে ফোন লাগালেন বিডিও ও জেলা শাসককে। বারংবার রিং হয়ে গেলেও জেলা শাসককে ফোন ধরতে দেখা গেল না। তবে পঞ্চমবারে ফোন ধরলেন বিডিও রাজু কুণ্ডু। বিডিওকে ফোনে প্রথম প্রশ্ন সাংসদের, 'রাস্তার কাজ কোন ফান্ড থেকে হবে ?' তবে উত্তর দিতে পারেননি তিনি। এরপরেই বিডিও ও জেলা শাসকের বিরুদ্ধে রাস্তা নিয়ে উদাসীনতার অভিযোগ তোলেন খগেনবাবু। নিজের ফান্ড থেকে সঙ্গে সঙ্গে ১৩ লক্ষ টাকা দেওয়ার আশ্বাস দেন। এমনকি নিজে কোদাল হাতে রাস্তার কাজে নামবেন বলেও জানান।

বামনগোলার গোবিন্দপুর-মহেশপুর পঞ্চায়েতের মালডাঙ্গার বধূ মামণি রায়কে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মৃত্যু হয় তাঁর। বেহাল রাস্তার কারণে গাড়ি বা

রাস্তার সমস্যার কথা শুনছেন সাংসদ খগেন। রবিবার বামনগোলায়।

অ্যাম্বুল্যান্স আসলে প্রাণ হারাতে হত না মামণিকে, এমনই দাবি তুলেন পরিবার পরিজনরা। এই ঘটনার পর শনিবার পাকা রাস্তার দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী। অবরোধস্থলে পৌঁছে বামনগোলার বিডিও তিন মাসের মধ্যে রাস্তার কাজের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষ করে কাজ শুরুর আশ্বাস দেন। এরপর অবরোধ তুলে দেন গ্রামবাসী। কিন্তু রবিবার বিডিওর সেই প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যা বলে জানালেন সাংসদ। এদিন খগেন মুর্মু স্থানীয় বিধায়ক জয়েল মুর্মুকে নিয়ে গ্রামে গিয়ে মৃতের পরিবার-পরিজনদের সমবেদনা জানান।

তিনি বলেন, 'আমি বিডিওকে ফোন করে জানতে চেয়েছিলাম, কোন ফান্ড থেকে রাস্তার কাজের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে গ্রামবাসীদের ? কিন্তু তিনি সেটা বলতে পারেননি। এটা জনগণকে ভাওতা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সামান্য রাস্তা দিতেই ব্যর্থ এই সরকার। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার জন্যই এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল।'

তিনি রাস্তা নিয়ে প্রশাসনের উদাসীনতাকে দায়ী করেছেন। খগেনের অভিযোগ, 'জেলা শাসক সাংসদকে নিয়ে দিশা কমিটির বৈঠক ডাকেন না। অথচ সেই কমিটির বৈঠক ডাকলে আমি কেন্দ্রের কাছ থেকে রাস্তা তৈরির টাকা নিয়ে আসতে পারব। সেই সদিচ্ছা নেই। এখন সাংসদ হিসেবে আমি ১৩ লক্ষ টাকা দিচ্ছি। সঙ্গে আরও প্রয়োজনীয় টাকা দিয়ে রাস্তার কাজ শুরু করুক। আর যদি প্রশাসন রাস্তা তৈরি করতে উদ্যোগ না নেয়, তবে আমি গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে ডালি, কোদাল হাতে নিজেরাই এই রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করব।

উল্লেখ্য, মালডাঙ্গার এই রাস্তা দিয়ে রোজ কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। এই রাস্তার উপর নির্ভরশীল মালডাঙ্গা, সায়েস্তাবাদ, নপাড়া, হাঁড়িভাঙা, আইগমতারাসহ আরও অনেক গ্রামের মানুষ। তাঁদের একটাই বক্তব্য, অবিলম্বে পাকা রাস্তা যেন হয়, আর রাস্তার কারণে কারও প্রাণ যেন না যায়।

বিশ্ব শিশু দিবস

সারা দুনিয়ার শিশুশ্রম রুখতে এবং শিশুদের অধিকার রক্ষা করতে রাষ্ট্রসংঘ ১৯৫৯ সালের ২০ নভেম্বর দিনটিকে বিশ্ব শিশু দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELEVERY
OUR SERVICES
MRI • CT SCAN • 4D USG
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 79087-26233 / 80012-22020

ছটের আনন্দে জল ঢালল ভারতের হার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : কোথাও সাজানো হয়েছিল তেরঙা কাপড়ে, কোথাও ফুল দিয়ে। রবিবার সকাল থেকেই শহরের ঘাটগুলোতে শুরু হয়েছিল প্রস্তুতি। বেলা বাড়তেই ছটপুজোকে কেন্দ্র করে উৎসবের আবহ দেখা দিল শহর শিলিগুড়িতে। পুজোর মধ্যে চলল খেলার খোঁজখবরও। তবে ভারতের হার নিশ্চিত হতেই খেলা থেকে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন ছটব্রতীরা। এদিন এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী ও পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবও বিভিন্ন ছটঘাট পরিদর্শন ও উদ্বোধন করেন।

ছটপুজোকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরেই উৎসবের আবহ দেখা দিয়েছিল শহর শিলিগুড়িতে। এদিন বেলা বাড়ার সঙ্গেই শহরের মূল রাস্তাগুলো কার্যত খালি হয়ে যায়। তার মধ্যেই এদিন দণ্ডি কেটে লালমোহন মৌলিক ঘাটের দিকে যাচ্ছিলেন শ্রীমন্ত মাহাতো। শ্রীমন্তের সঙ্গেই ছিলেন বিনোদ মাহাতো। তিনি বলেন, 'আমরা হায়দরপাড়া থেকে লালমোহন মৌলিক ঘাটের দিকে যাচ্ছি।' গুরুংবস্তি ঘাট, সন্তোষীনগর ঘাট, গঙ্গানগর ঘাট থেকে শুরু করে লালমোহন মৌলিক ঘাটে যাওয়ার রাস্তাগুলোও এদিন সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। সন্তোষীনগর ঘাটে এবারে পঞ্চাশ বছরের পুজো থাকায় আলাদা আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঘাটের একাংশে সেলফির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানেই সেলফি তুলছিলেন অনীশ মাহাতো। উৎসাহের সুরে বলেন, 'পুজোর রীতিনীতি তো করছিই। সঙ্গে কিছু স্মৃতিও ধরে রাখা চাই।' অন্যদিকে, বিভিন্ন পাড়াতেও এদিন ছটপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। মহারাজা কলোনিতেও এদিন রাস্তার মধ্যে কৃত্রিম ঘাট তৈরি করা হয়েছিল। এদিন সে ঘাটেই পুজো দিচ্ছিলেন শিবকুমার মাহাতো। বলছিলেন, 'আমরা গত চার বছর ধরে এভাবেই এলাকাবাসীরা মিলে পুজোর আয়োজন করে আসছি।'

সন্ধ্যার দিকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল বিভিন্ন ছটঘাটে। গঙ্গানগর ছটঘাটে নৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে নৃত্যশিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া সন্তোষীনগর ঘাটেও বিশেষ সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে সংগীত পরিবেশ করেন পাটনা থেকে আসা শিল্পীরা। তবে এসবের মধ্যেই মোবাইলের মাধ্যমে ছিল খেলার প্রতি নজর। যদিও সন্ধ্যার পর ভারতের পরাজয় নিশ্চিত হতেই সে উত্তেজনা কমে যায়। এরমধ্যেই এদিমন মহাকালপল্লি ছটঘাটে পুরি-সুজির ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। ছটপুজোর আনন্দ-উৎসাহের মধ্যেই হতাশা ছড়াল বিশ্বকাপে ভারতের জেতার স্বপ্নভঙ্গ।

মহানন্দার ঘাটে সূর্যবন্দনায় ছটব্রতীরা। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

ছটপুজোর উদ্বোধন করেই টিভির সামনে গৌতমরা

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার মহারণ। কিন্তু ছটপুজোর উদ্বোধনের কথা দিয়ে রেখেছেন অনেক আগে। তাই শিলিগুড়িতে পরপর কয়েকটি ছটপুজোর উদ্বোধন করেই টিভির সামনে গিয়ে বসলেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকাররা। এদিন লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাট, ১ নম্বর মা সন্তোষী ঘাট, পার্বতী ছটঘাটের উদ্বোধন করেন মেয়র ও ডেপুটি মেয়র।

গৌতম দেবের কথায়, 'ছটঘাটগুলি যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে তার জন্য বহুদিন থেকেই চেষ্টা করেছি। এদিন বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা ছটঘাটগুলিতে যাচ্ছি। নদীতে যাঁরা পুজো দেবেন তাঁদের সুরক্ষার সবরকম ব্যবস্থাও করা হয়েছে।' রঞ্জন সরকারের কথায়, 'ঘাট যাঁরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবেন তাঁদের আমরা পুরস্কারও দেব। প্রচুর মানুষ নদীতে নামবেন। আবার যাতে নদীকে সাধারণ মানুষের কাছে

ঘাট থেকে মাঠে

- এদিন লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাট, ১ নম্বর মা সন্তোষী ঘাট, পার্বতী ছটঘাটের উদ্বোধন করেন মেয়র ও ডেপুটি মেয়র
- ছটঘাটের উদ্বোধন সেরেই তাঁরা বাঘা যতীন পার্কে চলে যান এবং সেখানে বেশ কিছুক্ষণ বড় পর্দায় খেলা দেখেন
- এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীও সুশীলাদেবী ঘাট, ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের ছটঘাটের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন

সুন্দরভাবে ফিরিয়ে দিতে পারি, সেটা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ।' এদিন ছটঘাটের উদ্বোধন সেরেই বাঘা যতীন পার্কে চলে যান মেয়র ও ডেপুটি মেয়র। সেখানে বসে বেশ কিছুক্ষণ বড় পর্দায় খেলা দেখেন গৌতমরা। রবিবার বাঘা যতীন পার্কে যান দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষও।

পুরনিগমের পাশাপাশি শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী এদিন উত্তর সমরনগরের সুশীলাদেবী ঘাট, ১ নম্বর পার্বতী ঘাট, ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের ছটঘাট সহ বেশ কয়েকটি ঘাটের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন। সৌরভ সেখানে বলেন, 'এসজেডিএ'র তরফে বেশ কিছু ছটঘাট তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। আমরা এই বছর একটা ইতিহাস তৈরি করেছি। আমরা এবার ২২টি ঘাট তৈরি করেছি। সেখানকার প্যান্ডেল, সিসি ক্যামেরা সহ সবকিছু আমরাই করে দিয়েছি। মাল, ময়নাগুড়ি, ডাবগ্রাম ও শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় এই ঘাট তৈরি করে দিয়েছি।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা এবার সরকারের ফান্ড না নিয়ে নিজেদের উদ্যোগে ৫০০ কুইন্টাল গম, শাড়ি জোগাড় করে পুরনিগম, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়িতে বিতরণ করেছি।'

স্বপ্নভঙ্গ।। *রবিবার বাঘা যতীন পার্কে খেলার শেষে তেরঙা গুটিয়ে ঘরে ফিরছেন এক উৎসাহী। (ডানদিকে) মাঠে তখন হতাশায় ভেঙে পড়েছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। ছবি : সূত্রধর ও শান্তনু ভট্টাচার্য*

বিধান রোডের অর্ধসমাপ্ত নিকাশিনালায় অনিশ্চয়তা

দায়িত্ব নিচ্ছেন না সৌরভ

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : বিধান মার্কেট সংলগ্ন বিধান রোডের নিকাশিনালার অর্ধসমাপ্ত কাজ নিয়ে ফের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। দীর্ঘ চার বছর অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় কাজ বন্ধ থাকার পর মাস দুয়েক আগে নতুন করে বাকি থাকা কাজ শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) শুরু করেছিল। যদিও কিছুদিনের মধ্যে সে কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর কথায় কাজটি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

সৌরভ বললেন, 'আমরা কোনও কাজ শুরু করিনি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরও ওই কাজটা শুরু করেছিল। মাঝে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। আমরা ওই কাজটা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাছে আমাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। তবে আমরা এখনও তা হাতে পাইনি।' সৌরভের এই বক্তব্যে অবাক বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য অসিত দে। তিনি বলেন, 'মাস দুয়েক আগে এসজেডিএ চেয়ারম্যান সমিতিকে না জানিয়েই বাজার পরিদর্শনে এসেছিলাম। নিকাশিনালার কাজ পরিদর্শনে এসেছেন বলে তিনি সেই সময় দাবি করেছিলেন। এখন উলটো কথা কেন বলছেন তা বুঝতে পারছি না।'

বছর চারেক আগে ঘটনার সূত্রপাত। বিধান রোডের দু'পাশে পূর্ত দপ্তরের বরাদ্দ টাকায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ফুটপাথ ও নিকাশিনালার কাজ শুরু করেছিল। যদিও লোকসভা ভোটের সময় বিধান মার্কেটের অংশে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ঠিকাদারের টাকা মেটানো সংক্রান্ত সমস্যার কারণে কাজ বন্ধ হয় বলে ওয়ার্ড কাউন্সিলার মঞ্জুশ্রী পালের দাবি। এদিকে, বর্ষার মরশুম আসতেই নিকাশিনালার কাজ অর্ধসমাপ্ত থাকায় বাজারে জল ঢুকে ক্ষতিও করতে থাকে।

বাজারের ভেতরে বিভিন্ন রাস্তার নিকাশি ব্যবস্থা নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন।

> আমরা কোনও কাজ শুরু করিনি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ওই কাজটা শুরু করেছিল। মাঝে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। আমরা ওই কাজটা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাছে আমাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। তবে আমরা এখনও তা হাতে পাইনি।
>
> –সৌরভ চক্রবর্তী
> *চেয়ারম্যান, এসজেডিএ*

> মাসদুয়েক আগে এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভবাবু বাজার সমিতিকে না জানিয়েই বাজার পরিদর্শনে এসেছিলেন। সেই সময় নিকাশিনালার কাজ পরিদর্শনে এসেছেন বলে তিনি দাবি করেছিলেন। এখন উলটো কথা কেন বলছেন তা বুঝতে পারছি না।
>
> –অসিত দে *সদস্য,*
> *বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি*

এই পরিস্থিতিতে বিধান মার্কেট নিয়ে মালিকানার দাবি চলার সময় এসজেডিএ চেয়ারম্যান বাজারের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। বিধান মার্কেটের পাশ দিয়ে যাওয়া বিধান রোডের ওই নিকাশিনালার কাজ সমাপ্ত করার কথা বলেন। কিছুদিনের মধ্যে কাজ শুরুও হয়ে যায়। স্থানীয় ব্যবসায়ী মিলন রায় বলেন, 'এসজেডিএ চেয়ারম্যান পরিদর্শনের পরেই অবশ্য কাজ বন্ধ হয়ে যায়।'

এই পরিস্থিতিতে এবারের শীতের মরশুমেও কাজ না হলে ফের বর্ষায় ভুগতে হবে বলে ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা। স্থানীয় ব্যবসায়ী অলোক রায় বলেন, 'নিকাশিনালার কাজ অর্ধসমাপ্ত থাকায় সামান্য বৃষ্টি হলেই জল যেতে না পেরে বাজারে ঢুকে যাচ্ছে। এর জেরে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে।' সমস্যা মেটাতে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জোরালো হয়েছে।

ইন্দিরার জন্মদিন পালিত শহরে

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধির ১০৭তম জন্মদিন রবিবার শিলিগুড়িতে পালিত হল। এদিন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে ইন্দিরা গান্ধির ছবিতে মাল্যদান করে সম্মানজ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি শংকর মালাকার, জীবন মজুমদার, রীতেশ তিওয়ারি সহ অন্যরা।

এই উপলক্ষ্যে দলের তরফে নানা কর্মসূচিও নেওয়া হয়। এর মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল।

জগদ্ধাত্রীপুজো বেদান্ত আশ্রমে

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে নিষ্ঠার সঙ্গে জগদ্ধাত্রীপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। মঙ্গলবার প্রধাননগরের নিবেদিতা রোডে অবস্থিত বেদান্ত আশ্রমে বিশেষ পুজোর বন্দোবস্ত হয়েছে। সেদিন বেলা ১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হবে।

ছটঘাটে অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : রবিবার ছটে অস্তগামী সূর্যকে প্রথমদিনের অর্ঘ্য নিবেদন দিয়ে ব্রত শেষ হয়েছে। সোমবার ভোরে উদীয়মান সূর্যকে দ্বিতীয় অর্ঘ্য প্রদান করা হবে। এই উপলক্ষ্যে মহানন্দার ঘাটে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়েছে।

JUPITER ENDOSCOPY CENTRE
A UNIT OF
NORTH BENGAL NEURO CENTRE PVT. LTD.
GI BLEED UNIT
FOREIGN BODY REMOVAL
SCOPE OF SERVICES
• EMERGENCY CARE
• ENDOSCOPY/COLONOSCOPY
• BAND LIGATION
• ENDOSCOPIC CLIPPING
• POLYPECTOMY
• E.R.C.P
• GLUE INJECTION
• FOREIGN BODY REMOVAL & MANY MORE
CALL FOR APPOINTMENT
83730 49860
7363090555
93/78 Dr Meghnad Saha Sarani, Pradhan Nagar Siliguri

সেতু ও সড়ক সংস্কারে বরাদ্দ ৩০ কোটি টাকা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৯ নভেম্বর : খবরের জেরে বেহাল তিনপুল-পাটাগড়া সড়ক সংস্কারের জন্য অবশেষে টাকা বরাদ্দ হল। ইসলামপুর থেকে পাটাগড়া পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটারের রাস্তার ওপর ইসলামপুর, মাটিকুন্ডা-১ এবং ২, গোবিন্দপুর এবং আগডিমটিখন্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষ নির্ভরশীল। ইসলামপুর শহরের ব্যবসায়ী থেকে চাকরিজীবীদের বড় অংশ রোজ এই রাস্তা ব্যবহার করেন। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের সঙ্গে সংযোগকারী হিসেবেও এই রাস্তাটির গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে খানাখন্দে ভরা এই রাস্তা যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। শহরের অদূরে রিংকুয়ার পর থেকে ফুলবাড়ি, হাঁসকুন্ডা, মাটিকুন্ডা, ডিমটি, পাটাগড়া রাস্তার বেহাল দশা। কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরি মাটিকুন্ডা সংলগ্ন তেলকানি সেতুর বর্তমানে জীর্ণ দশা।

উত্তরবঙ্গ সংবাদে গত কয়েক মাস যাবৎ এই রাস্তার বিষয়ে একের পর এক খবরে অবশেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসে। পূর্ত দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, রাস্তাটির ভারবহন ক্ষমতা নষ্ট হয়েছে। এই রাস্তাটি সংস্কারের পাশাপাশি একটি স্থায়ী সেতুর জন্য প্রায় ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যার মধ্যে প্রায় ২১ কোটি টাকার টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। বাকি নয় কোটি টাকার টেন্ডার প্রক্রিয়া চলতি মাসের মধ্যেই করা হবে। গোটা কাজ আগামী বছর দুর্গাপুজোর আগেই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। সেতুটির কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

পূর্ত দপ্তরের ইসলামপুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সোমনাথ ভট্টাচার্য বলেন, 'রাস্তাটির লোড ক্যাপাসিটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় নতুন করে মজবুত রাস্তা তৈরির উপর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জোর দিয়েছে। ৭-১৪ কিলোমিটার পর্যন্ত রাস্তার কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দ্রুত হয়ে যাবে। ১-৭ কিলোমিটার পর্যন্ত রাস্তার কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া চলতি মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। রাস্তার জন্য ২১ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তেলকানিতে স্থায়ী সেতু তৈরির জন্য আট কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।' পূর্ত দপ্তর অবশ্য জানিয়েছে, কাজের ওয়ার্ক অর্ডার ঠিকাদারি সংস্থা পেয়ে গেলেও জমি সমস্যার কারণে নির্মাণকাজ থমকে ছিল। সম্প্রতি সমস্যা মিটে যাওয়ায় সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আগামী এক বছরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জানান।

ইসলামপুরে এই বেহাল রাস্তা নিয়ে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে।

এই রাস্তার উপর নির্ভরশীল পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতই শাসকদলের দখলে। তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত প্রধান জাকির হুসেনেরও বাড়ি আগডিমটিখন্তি এলাকায়। এসব নিয়ে অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়াতেও ক্ষোভ উগরে দেওয়া শুরু করেছিলেন। এই বিষয়ে জাকির জানান, রাজ্য সরকার এই বিষয়ে পদক্ষেপ করেছে। দ্রুত রাস্তার কাজ শুরু হবে। অন্যদিকে, এই প্রকল্পে কাটমানির জন্য স্থানীয় নেতাদের একাংশ রীতিমতো তৎপর বলে অভিযোগ উঠেছে। জাকির বলেন, 'মানুষের স্বার্থে রাস্তার মান সঠিক রাখতে আমরা যেমন কোনও সমঝোতা করব না, তেমনই ঠিকাদারি সংস্থাকে কাটমানির জন্য কেউ চাপ দিলে তার বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ শরণম্
রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম
নিবেদিতা রোড, প্রধাননগর, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩
ফোন নম্বর ঃ ৯০০২৫৭৩৫২০
আগামী ২১শে নভেম্বর, ২০২৩, মঙ্গলবার শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, এর সাথে থাকছে প্রসাদ বিতরণ বেলা ১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত, আপনারা সবান্ধব এই উৎসবে যোগদান করে আনন্দ উপভোগ করুন

ব্যর্থতার রাত

ষষ্ঠবার ওডিআই বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ট্রফি নিয়ে উল্লাস অস্ট্রেলিয়ার।

সেরাটা ফাইনালের জন্য তোলা ছিল : কামিন্স

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ১৯ নভেম্বর : উৎসবের রাত। স্বপ্নপূরণের রাত। আবেগের রাত!

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত থেকে বিশ্বকাপ ট্রফি নিলেন। আর সেই ট্রফি নিয়ে কিছু পরে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হলেন অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক প্যাট কামিন্স।

দুনিয়ার সংবাদমাধ্যম করতালি দিয়ে অভিবাদন জানাল কামিন্সকে। আর বিশ্বকাপ ট্রফি সামনে রেখে চওড়া হাসি নিয়ে অজি অধিনায়ক বলে দিলেন, 'রাতটার কথা মনে থাকবে। বিশ্বকাপ জয় সব ক্রিকেটারের কাছে স্বপ্ন। আজ আমাদের সেই স্বপ্নপূরণ হল। আসলে সেরা ক্রিকেটটা আমরা ফাইনালের জন্যই তুলে রেখেছিলাম।'

বিশ্বকাপ অভিযানের শুরুটা ভালো হয়নি অস্ট্রেলিয়ার। টিম ইন্ডিয়ার কাছেও হারতে হয়েছিল। চোটের কারণে শুরুতে অজিদের প্রথম একাদশেই ছিলেন না ট্রাভিস হেড। পরে চোট সারিয়ে দলে ফেরা সেই হেডই অস্ট্রেলিয়াকে বিশ্বকাপ এনে দেবে, অনেকের মতোই ভাবতে পারেননি কামিন্সও। আবেগাপ্লুত অজি অধিনায়কের কথায়, 'হেড অসাধারণ খেলল। শুরুতে চোটের জন্য দলে ছিল না ও। সেই চোট সারিয়ে ফিরে ও আমাদের বিশ্বকাপ এনে দেবে, ভাবিনি। আসলে হেড এমন একজন ক্রিকেটার যার ব্যাট একবার চলতে শুরু করলে থামানো কঠিন। ফাইনালেও সেটাই হয়েছে।' শুধু হেডই নন, মোদি স্টেডিয়ামে আজ তাঁর সঙ্গে দলের জয় নিশ্চিত করেছেন মার্নাস লাবুশেন। মজার কথা হল, অ্যাস্টন অ্যাগার চোট না পেলে লাবুশেন বিশ্বকাপের স্কোয়াডেই থাকতেন না। এহেন লাবুশেনকেও প্রশংসায় ভরিয়ে কামিন্স বলেছেন, 'আমাদের দলের সাফল্যে সবার সমান অবদান রয়েছে। হেডের পাশে লাবুশেনও দুর্দান্ত খেলল। অতীতে অ্যাসেজ জিতেছি আমরা। কিন্তু বিশ্বকাপ হল বিশ্বকাপই। যার সঙ্গে কোনও কিছুর তুলনাই হয় না।'

সদ্য জেতা বিশ্বসেরার ট্রফি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স।

প্যালেস্তাইনের পতাকা হাতে মোদি স্টেডিয়ামে

মাঠে কোহলির কাঁধে হাত!

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ১৯ নভেম্বর : 'স্টপ বম্বিং প্যালেস্তাইন'!

টসে হেরে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে ব্যাট করতে নেমেছিল টিম ইন্ডিয়া। দুই ওপেনার শুভমান গিল ও অধিনায়ক রোহিত শর্মা ততক্ষণে প্যাভিলিয়ানে ফিরেছেন। ভারতের ইনিংস গড়ার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন বিরাট কোহলি ও শ্রেয়স আইয়ার। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের এক লক্ষ তিরিশ হাজারের দর্শকাসন তখন কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছিল।

এমন সময় ঘটল অদ্ভুত, নজিরবিহীন ঘটনাটা! মোদি স্টেডিয়ামের গ্যালারির বেড়া টপকে পিচের দিকে দৌড় শুরু করলেন এক যুবক। গায়ে সাদা গোল গলা গেঞ্জি। যেখানে লেখা, 'প্যালেস্তাইনে বোমাবর্ষণ বন্ধ হোক।' মুখে প্যালেস্তাইনের মাস্ক। হাতে সেই দেশের জাতীয় পতাকার রংয়ের স্কার্ফও। আহমেদাবাদ পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনকে হতভম্ব করে দিয়ে দ্রুত সেই যুবক পৌঁছে গেলেন বাইশ গজের মধ্যে। কাঁধে হাত দিলেন বিরাটের। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক নিজেও তখন হতবাক। বিরক্ত। প্রবল অস্বস্তিতেও। দ্রুত নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। শুরু হল জিজ্ঞাসাবাদ। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার তাই হয়ে গিয়েছে।

সম্প্রচারকারী চ্যানেলে ঘটনাটি দেখিয়েও ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। কিন্তু তারপরও রাজনৈতিক বার্তা নিয়ে মাঠে ঢুকে পড়া যুবকের কোহলির কাঁধে হাত রাখার ছবি ভাইরাল হতে সময় লাগেনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তখনও তাঁর নিজের নামের স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেননি। কিন্তু গ্যালারিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ছিলেন। দেশের নানা রাজ্যের মোট আটজন মুখ্যমন্ত্রীও তখন মাঠে হাজির ছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষ কর্তাদের পাশে হাজির ছিলেন দেশদুনিয়ার নানা খ্যাতনামা ব্যক্তিরাও। বলিউডের একঝাঁক মুখও হাজির ছিল বিশ্বকাপ ফাইনালের মঞ্চে। এমন চাঁদের হাটের মঞ্চে রাজনৈতিক বার্তার ঘটনা সব মহলকেই অস্বস্তিতে ফেলেছে।

স্থানীয় পুলিশ সূত্রের খবর, রাজনৈতিক বার্তা নিয়ে মাঠের মধ্যে ঢুকে কোহলিকে স্পর্শ করে ফেলা যুবক অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক। নাম ওয়েন জনসন। বাবা চিনা। আর মা ফিলিপিন্সের। রাজনৈতিক বার্তা নিয়ে ফাইনালের বাইশ গজে ঢুকে পড়া যুবককে আটকের পর শুরুতে ঘণ্টাখানেক ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে খবর। উল্লেখ্য, ইডেন গার্ডেন্সে পাকিস্তান বনাম বাংলাদেশ ম্যাচের সময়ও গ্যালারিতে এমন রাজনৈতিক বার্তা দেখা গিয়েছিল। যদিও কেউ মাঠে ঢুকে পড়েননি।

নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে মাঠের মধ্যে যুবকের ঢুকে পড়া চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় নিরাপত্তার ঢিলেঢালা ছবিটা।

কাঁদছিলেন বিরাট?

ফাইনাল হারের যন্ত্রণা স্বামী বিরাট কোহলির সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন অনুষ্কা শর্মা। রবিবার আহমেদাবাদে।

আহমেদাবাদ, ১৯ নভেম্বর : ২০১৯ সালে ওডিআই বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হারের পর ড্রেসিংরুমের কাঁচের দেওয়ালে মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল রোহিত শর্মাকে। রবিবারও তেমন একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে। তবে এবার রোহিত নন, বিরাট কোহলি। ২৮.৩ ওভারে প্যাট কামিন্সের শর্ট বলে চালাতে গিয়ে আউট হন তিনি। ধাক্কাটা হজম করতে সময় লেগেছিল তাঁর। বেশ কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বিরাটকে ক্রিজে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এরপর ড্রেসিংরুমে ফিরলেও দীর্ঘক্ষণ তিনি প্যাড খোলেননি। হতাশার প্রতিমূর্তি হয়ে বসেছিলেন তিনি। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ছবিতে দেখা যায়, চুপ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন তিনি। নেটিজেনদের অনেকের দাবি ওইসময় কাঁদছিলেন বিরাট।

প্রতিক্রিয়া

প্রিয় ভারতীয় দল। তোমাদের প্রতিভা, বিশ্বকাপ জয়ের তাগিদ প্রশংসনীয়। দুর্দান্ত স্পিরিটের সঙ্গে তোমরা খেলেছ। গর্বিত করেছ গোটা দেশকে। আমরা আজ সবাই তোমাদের পাশে আছি এবং সবসময় থাকব। বিশ্বকাপ জয়ের জন্য অভিনন্দন অস্ট্রেলিয়াকে।

– নরেন্দ্র মোদি

গোটা দেশ হতাশ। তবে বিশ্বকাপে যেভাবে খেলছে রোহিত এবং তার দল, মাথা উঁচু থাকবে ওদের। একটা হারেই তা বদলে যাবে না। ষষ্ঠবার বিশ্বসেরা হওয়ার জন্য অস্ট্রেলিয়াকে অভিনন্দন।

– ভিভিএস লক্ষ্মণ

সাবাশ অস্ট্রেলিয়া। সমস্ত প্রতিকূলতা, চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে ঘরের মাঠে অপ্রতিরোধ্য একটা দলকে হারিয়ে বিশ্বসেরার তকমা। ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বকাপে দলগত সাফল্যের নিরিখে প্যাট কামিন্সদের এই জয়কে সবার আগে রাখব।

– মাইকেল ভন

ষষ্ঠ বিশ্বকাপ। আগের প্রতিটির মতো স্মরণীয়। আর ভারতের মাটিতে পাওয়া সাফল্য সব সময় স্পেশাল।

– টম মুডি

জোড়া হার দিয়ে শুরু। তার আগে জোড়া দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হার। সেখান থেকে বিশ্বসেরা, অভিনন্দন অস্ট্রেলিয়া।

– আকাশ চোপড়া

দুরন্ত বিশ্বকাপের পর আজকের হার মেনে নেওয়া কঠিন। গোটা টুর্নামেন্টে দাপট দেখিয়েছে মেন ইন ব্লু। হারলেও মাথাটা উঁচুতে রাখো। তোমাদের প্রচেষ্টা তারিফযোগ্য।

– অভিষেক বচ্চন

আমরা গোটা টুর্নামেন্টে ভালো খেলেছি। আজ ওরা।

– বোমান ইরানি

স্কোরবোর্ড

ভারত

রোহিত ক হেড বো ম্যাক্সওয়েল	৪৭
গিল ক জাম্পা বো স্টার্ক	৪
কোহলি বো কামিন্স	৫৪
শ্রেয়স ক ইনগ্লিস বো কামিন্স	৪
রাহুল ক ইনগ্লিস বো স্টার্ক	৬৬
জাদেজা ক ইনগ্লিস বো হ্যাজেলউড	৯
সূর্যকুমার ক ইনগ্লিস বো হ্যাজেলউড	১৮
সামি ক ইনগ্লিস বো স্টার্ক	৬
বুমরাহ এলবিডব্লিউ বো জাম্পা	১
কুলদীপ রানআউট (লাবুশেন)	১০
সিরাজ অপরাজিত	৯
অতিরিক্ত	১২
মোট (অলআউট, ৫০ ওভার)	**২৪০**

উইকেট পতন : ৩০/১, ৭৬/২, ৮১/৩, ১৪৮/৪, ১৭৮/৫, ২০৩/৬, ২১১/৭, ২১৪/৮, ২২৬/৯।

বোলিং : স্টার্ক ১০-০-৫৫-৩, হ্যাজেলউড ১০-০-৬০-২, ম্যাক্সওয়েল ৬-০-৩৫-১, কামিন্স ১০-০-৩৪-২, জাম্পা ১০-০-৪৪-১, মার্শ ২-০-৫-০, হেড ২-০-৪-০।

অস্ট্রেলিয়া

ওয়ার্নার ক কোহলি বো সামি	৭
হেড ক শুভমান বো সিরাজ	১৩৭
মার্শ ক রাহুল বো বুমরাহ	১২
স্মিথ এলবিডব্লিউ বো বুমরাহ	৪
লাবুশেন অপরাজিত	৫৮
ম্যাক্সওয়েল অপরাজিত	২
অতিরিক্ত	১৮
মোট (৪ উইকেট, ৪৩ ওভার)	**২৪১**

উইকেট পতন : ১৬/১, ৪১/২, ৪৭/৩, ২৩৯/৪।

বোলিং : বুমরাহ ৯-২-৪৩-২, সামি ৭-১-৪৭-১, জাদেজা ১০-০-৪৩-০, কুলদীপ ১০-০-৫৬-০, সিরাজ ৭-০-৪৫-১।

ফাইনালের রং

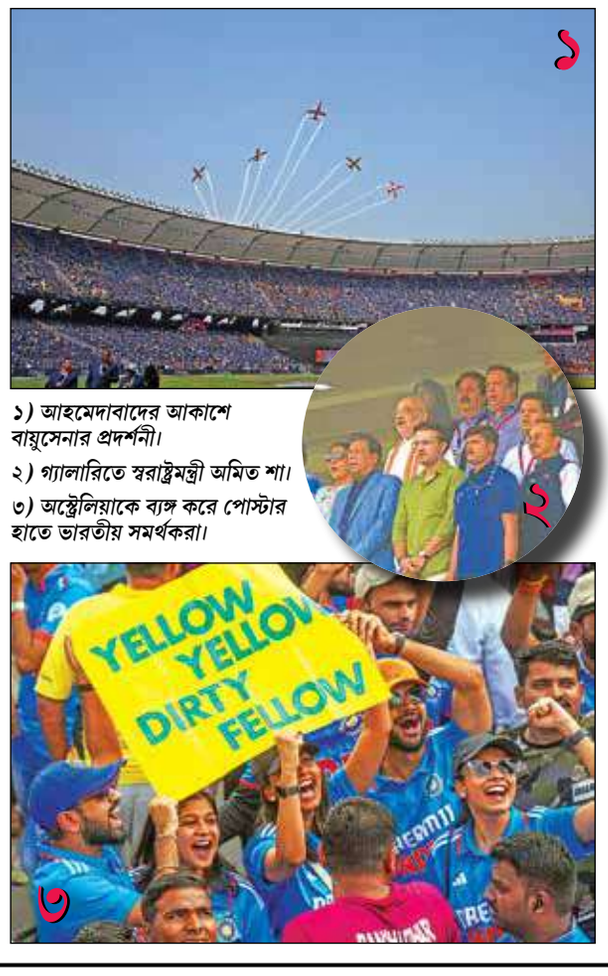

১) আহমেদাবাদের আকাশে বায়ুসেনার প্রদর্শনী।
২) গ্যালারিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।
৩) অস্ট্রেলিয়াকে ব্যঙ্গ করে পোস্টার হাতে ভারতীয় সমর্থকরা।

ব্যাটিং ভালো হয়নি : রোহিত

ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা রাখলেন কোচ দ্রাবিড়

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ১৯ নভেম্বর : বিধ্বস্ত। বিস্ময়ের ঘোর মুখচোখে!

বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পর রাত সাড়ে দশটার কিছু পরে ভারতীয় দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড় যখন সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হলেন, তাঁকে দেখে মনে হল জীবনটা আচমকা থমকে গিয়েছেন। কী করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না।

এমন মনোভাব নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হওয়ার পরই তাঁর কোচিং জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নের সামনে পড়তে হল দ্রাবিড়কে। একটু থমকে গিয়ে টিম ইন্ডিয়ার কোচ বলে দিলেন, 'বিশ্বাস করুন, এখনও কিছুই ভাবিনি। এসব নিয়ে ভাবনার আরও সময় রয়েছে। পরে কোনও সময় নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবা যাবে। এখন থাক না।' অধিনায়ক হিসেবে নিজে কখনও বিশ্বকাপ জিততে পারেননি। কোচ হিসেবে এবার ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তারপরও স্বপ্নভঙ্গ। দ্রাবিড়ের কথায়, 'হয়তো আমাদের আরও কিছু রান বেশি থাকলে ভালো হত। কিন্তু সেটা হয়নি। সাজঘরে ফিরে ছেলেদের মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। কিন্তু তারপরও বলছি, এই দলটাকে নিয়ে আমি গর্বিত। বিশ্বকাপে দারুণ ক্রিকেট খেলেছে ওরা।'

সতীর্থদের প্রশংসা শোনা গিয়েছে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার গলাতেও। যদিও তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন, পুরো প্রতিযোগিতায় টিম ইন্ডিয়া ভালো খেললেও ফাইনালে ব্যাটিং ভালো হয়নি। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে হয়েছে। হিটম্যানের কথায়, 'অস্ট্রেলিয়াকে বিশ্বজয়ের জন্য কৃতিত্ব দিতেই হবে। বিশেষ করে ট্রাভিস হেড ও মার্নাস লাবুশেন দুর্দান্ত পার্টনারশিপ করে ম্যাচটা নিয়ে গেল। আমাদের এই পার্টনারশিপটাই হয়নি আজ। দলের ব্যাটিংও ভালো হয়নি। নিয়মিত উইকেট হারিয়েছিলাম আমরা। বিরাট কোহলি-লোকেশ যখন ব্যাট করছিল, মনে হয়েছিল ২৭০-২৮০ হয়ে যাবে। সেটা হলে ভালো হত।'

ভিভিআইপি বক্সে দীপিকা পাড়ুকোন, রণবীর সিং, আরিয়ান খান ও সুহানা খানরাও ভারতীয় দলের ব্যর্থতায়। রবিবার।

সুনীলদের দায়বদ্ধতা দেখে গর্বিত, বলছেন স্টিমাক

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

ভুবনেশ্বর, ১৯ নভেম্বর : খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি সহ মুখটা দেখে খানিক ক্লান্ত লাগলেও মুখের চওড়া হাসিটা মিলিয়ে যেতে দেন না ভদ্রলোক। এদেশের সঙ্গে এতটাই একাত্ম হয়ে গিয়েছেন যে নিজের সামাজিক মাধ্যমে রোহিত শর্মাদের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে রেখেছেন ইগর স্টিমাক। নিজের দল নিয়ে ভুবনেশ্বরে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের সবথেকে কঠিন ম্যাচটা খেলতে নামার দুইদিন আগে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সামনে অকপট তিনি।

প্রশ্ন ঃ কুয়েত ম্যাচ জিতে ফেরার জন্য অভিনন্দন। এই জয়টা কতটা অনুপ্রেরণা দেবে আপনার দলকে?

স্টিমাক ঃ অবশ্যই অসম্ভব অনুপ্রেরণার কাজ করবে এই জয়। কারণ আমরা দ্বিতীয় স্থানের জন্য লড়ইয়ে সেরা দলটাকে ওদের মাঠে গিয়ে হারিয়েছি। আমাদের এই মুহূর্তে প্রথম এবং একমাত্র লক্ষ্য হল, বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছানো। গ্রুপের প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানই আমাদের এই লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। বলতে পারেন এই জয়ের ফলে সেই লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছে দেবে। আমাদের গ্রুপে কাতার আছে। ওরা নিশ্চিতভাবেই এক নম্বরের দাবিদার। ফলে আমরা বিরাট কিছু আশা করছি না এই ম্যাচটা থেকে। কিন্তু সুযোগও আছে ভালো কিছু করার। আর সেটাকেই আমরা দুই হাতে কাজে লাগাতে চাই।

প্রশ্ন ঃ ২২ বছর পর বিদেশের মাটিতে ভারত বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের কোনও ম্যাচ জিতল। এটা তো বড় সাফল্য?

স্টিমাক ঃ আমি ইতিহাসের দিকে তাকাতে চাই না। আমি ভারতের জন্য সামনের দিকে দেখতে পছন্দ করি। আগে কী হয়েছে, তুলনা করে কী হবে? কারণ ফুটবল বদলাচ্ছে। আর তার সঙ্গে আমাদের ছেলেদেরও নিজেদের জীবন, জীবনযাত্রা সবকিছু বদলাতে হবে সাফল্য পেতে গেলে। আর সেটা হবে প্রচুর পরিশ্রম, প্রচুর আত্মত্যাগ, দায়বদ্ধতা ও সাফল্যের খিদের ফলে। আমি সেটার দিকে খেয়াল রাখছি।

প্রস্তুতি শুরুর আগে ভারতীয় ফুটবলারদের নির্দেশ দিচ্ছেন ইগর স্টিমাক।

প্রশ্ন ঃ এত চোটের পরও কীভাবে কুয়েতকে হারানো সম্ভব হল?

স্টিমাক ঃ আমাদের কাছে সত্যিই চোট একটা বড় চিন্তার বিষয় ছিল। আশিক কুরুনিয়ান, আনোয়ার আলি, জিকসন সিং, এরা আমার দলের প্রথম একাদশের ফুটবলার এবং এই তরুণ ছেলেরা দলে বাড়তি উদ্দীপনা আনে ও খেলার মান বাড়ায় বলে ওদের চোট আমাদের কাছে বড় ধাক্কা ছিল। হাই প্রেস ফুটবল, ডিফেন্সিভ ও অফেন্সিভ বা ডিফেন্সিভ ট্রানজিশনে এরা বড় ভূমিকা নেয়। আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি, বেশি সংখ্যায় ফুটবলারদের দলে সুযোগ দিতে। যার ফলে দেখতে পাবেন, আমাদের হাতে এত ফুটবলার এসে গেছে যে ওদের পরিবর্ত পাওয়া সহজ হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ একজন কোচ হিসাবে আপনার নিজের জন্য সন্তোষজনক?

স্টিমাক ঃ অবশ্যই সন্তোষজনক একজন কোচ হিসাবে। আমি গর্বিত ওদের দায়বদ্ধতা ও জয়ের খিদে দেখে। কারণ ওরা জাতীয় দলের হয়ে ক্লাবের মতো প্রচুর সংখ্যায় ম্যাচ খেলার সুযোগ পায় না। তাই ওরা যখন সুযোগ পায় তখন চেষ্টা করে নিজেদের জায়গাটা ধরে রাখতে। নাহলে অন্য কেউ জায়গাটা নিয়ে নেবে।

প্রশ্ন ঃ সম্প্রতি কাতারকে কেমন দেখেছেন?

স্টিমাক ঃ ওরা ঠিক কতটা কী করতে পারে, সেভাবেই আমরা ওদের বিশ্লেষণ করছি। গতি, শক্তি ও ডিফেন্সিভ ও অফেন্সিভ ট্রানজিশনে ওরা নিখুঁত। ওরা কতটা শক্তিশালী সেটা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই দেখিয়েছে। ৮ গোল হয়েছে। আরও আটটা হতে পারত। ফলে ম্যাচটা অত্যন্ত কঠিন হতে চলেছে। আমি তাই ফুটবলারদের ওপর কোনও চাপ তৈরি করতে চাই না। ওরা ম্যাচটা উপভোগ করুক। আমাদের প্রথম কাজটা সারা হয়েছে কুয়েতের বিরুদ্ধে জিতে। এবার এই ম্যাচটা, ছেলেরা নিজেরা উপভোগ করুক, অন্যদের আনন্দ দিক।

প্রশ্ন ঃ ২০১৯ সালে এই কাতারের বিরুদ্ধে ওদের মাঠে ড্র করতে পেরেছিলাম আমরা?

স্টিমাক ঃ সেই সময় আমরা দুই মাস শিবির করতে পেরেছিলাম। অসম্ভব পরিশ্রম করেছিলাম তখনকার সেরা দলটাকে নিয়ে। তখনকার তুলনায় এখন দলটা অনেক ভালো জায়গায় আছে ফুটবলের প্রতিটি বিভাগে। পাসিং, গতি, বল পজেশন সবদিক দিয়ে। ফলে কাতারের জন্য এখন আমরা আরও শক্তিশালী। কিন্তু এটাও ঘটনা, বাড়তি আক্রমণাত্মক হলে কিন্তু বিষয়টা আত্মঘাতী হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ কোনও চমক থাকতে পারে?

স্টিমাক ঃ না। আমি কোচ হিসাবে যেটুকু করেছি সেটা কিন্তু কোনও চমক নয়। আমার কাজ হল, সেরা দলটাকে মাঠে নামানো। আমার হাতে মেসি বা রোনাল্ডো নেই। তাই আমাকে দল বাছাই করতে হবে সেরা পারফরমেন্সের জন্য।

প্রশ্ন ঃ মনবীর সিং সম্পর্কে কিছু বলবেন?

স্টিমাক ঃ আমাদের ধৈর্যের ফসল ওই গোলটা। ও প্রথমার্ধে ওদের পায়ে বল জমা করে দিচ্ছিল। বিরতির পর ওকে বসিয়ে দিত অন্য যে কেউ। কিন্তু ও বলের জন্য তাড়া করে যাচ্ছিল তবে সেটা খুব ভালো হচ্ছিল না। তবু আমি সবাইকে বলব, একটু ধৈর্য ধরতে হবে। কারণ এদেশে কিন্তু এক মিলিয়ন ফুটবলার নেই। তাই যখন কাল বা এক বছর পর সুনীল ছেত্রীর জায়গায় কে আসবে এটা নিয়ে আলোচনা করি তখন যাকে তাকে তো খেলাতে পারব না। এই মনবীর সিং, রহিম আলিদের উপর আস্থা রাখতে হবে। যাতে ওরাও নিজেদের সেরাটা বার করে আনতে পারে।

প্রশ্ন ঃ তাহলে কী বলতে চান, নিজেদের উপর আস্থা বেড়েছে সবার?

স্টিমাক ঃ কে বলল, আমাদের দলের ছেলেদের আত্মবিশ্বাস কখনও কম ছিল না। তবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এখানকার ছেলেদের মানসিকতার বদল নিয়ে আমরা কাজ করেছি প্রচুর। এখন তাই আমার ছেলেরা বিশ্বাস করে ওরা যে কোনও দলকে হারাতে পারে। আমি দায়িত্ব নেওয়ার সময় দেখেছিলাম, ওদের শরীরী ভাষা অত্যন্ত খারাপ ছিল। শুধু সঠিক পরিকল্পনা, পরিকাঠামো আর মানসিকতা আমি চেয়েছিলাম। এখন শুধু ধৈর্য ধরতে হবে।

'হয়তো আমার কথা ভুলে গিয়েছে'

আমন্ত্রণই পাননি, ক্ষোভে ফেটে পড়লেন কপিল

আহমেদাবাদ, ১৯ নভেম্বর : ফাইনাল ঘিরে চাঁদের হাট।

ক্রিকেট থেকে রাজনীতি, বলিউড তারকা সমাবেশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-দের সঙ্গে বিশ্বের বৃহত্তম স্টেডিয়ামে মেগা ফাইনালে কে নেই? যদিও বিসিসিআইয়ের আমন্ত্রিত দীর্ঘ তালিকায় নাকি স্থান হয়নি ভারতের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কপিল দেবের! এমনই অভিযোগ স্বয়ং ভারতের সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডারের। অভিমানী কপিলের কথায়, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড হয়তো তাঁর কথা ভুলে গিয়েছে তারকা-অতিথিদের ভিড়ে। তাই আমন্ত্রণ জানায়নি। আর ইচ্ছে থাকলেও বিনা আমন্ত্রণে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ফাইনাল যুদ্ধে যাওয়ার প্রশ্ন নেই।

প্রাক্তন বোর্ড সভাপতি তথা ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়েও একই বিতর্কে গত কয়েকদিন ধরে ক্রিকেটমহলে তোলপাড়। অভিযোগ, ভারতীয় ক্রিকেটের গৌরব যাঁরা, তাঁদের অবহেলিত করে রাজনৈতিক নেতারা ছড়ি ঘোরাচ্ছেন। সুকৌশলে নিজেদের প্রচারে ব্যবহার করছেন বিশ্বকাপ এবং টুর্নামেন্টে ভারতের সাফল্যকে। কপিলের অভিযোগের পর যা নতুন মাত্রা পাচ্ছে। ১৯৮৩ সালের কপিল ডেভিলসের বিশ্বজয় ভারতীয় ক্রিকেটকে বদলে দিয়েছিল। ক্রিকেট মক্কা লর্ডসে প্রথম বিশ্বজয়ের স্বাদ পায় ভারত।

ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখার আমন্ত্রণ না পেয়ে হতাশ কপিল দেব।

সেই কপিলই ব্রাত্য ফাইনালের আমন্ত্রিত তালিকায়। অথচ, প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ইনিংস ব্রেকে বিশ্বজয়ী সমস্ত অধিনায়ককেই সম্মানিত করার কথা। উপস্থিত থাকার কথা কপিলেরও।

কপিলের অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্বভাবতই বিতর্ক। প্রশ্ন উঠছে বোর্ডের দিকে। বিসিসিআইয়ের ব্যবহারে স্বভাবতই হতাশ বিশ্বজয়ী। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে কপিলকে বলতে দেখা গিয়েছে, 'ওখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। আমাকে ডাকেনি। তাই যাচ্ছি না।'

একরাশ অভিমান নিয়ে কপিল আরও বলেছেন, 'চেয়েছিলাম, তিরাশির বিশ্বজয়ী পুরো দলকে আমন্ত্রণ জানানো হোক আমার সঙ্গে। বিরাট ইভেন্ট। প্রচুর সেলেব্রিটি উপস্থিত থাকবেন। বাড়তি দায়িত্ব। হয়তো সেই চাপে আমাদের কথা ভুলেই গিয়েছে।'

ফাইনাল যুদ্ধ ঘিরে গত কয়েকদিন ধরেই কপিলদেব এবং তাঁর বিশ্বজয়ী দলের প্রসঙ্গ আলোচনায়। এদিনও ট্রাভিস হেডের নেওয়া রোহিত শর্মার ক্যাচের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে কপিলের নেওয়া ভিভিয়ান রিচার্ডসের ক্যাচের। মদন লালের বলে ওঠা ক্যাচ অনেকটা দৌড়ে অসাধারণ দক্ষতায় তালুবন্দি করেন তিরাশির দলপতি। বিপজ্জনক ভিভ ফিরতেই ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়। ১৮৩-র পুঁজি নিয়ে কপিল ডেভিলসের সামনে আটকে গিয়েছিল ক্লাইভ লয়েডের অপ্রতিরোধ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

ট্রাভিস হেডের নেওয়া ক্যাচে রোহিতের সাজঘরে ফেরা ম্যাচের অন্যতম টার্নিং পয়েন্ট। মোমেন্টাম পেয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। ভারত-অজি ফাইনাল আলোচনায় সর্বত্র কপিল থাকলেও বিসিসিআইয়ের ভাবনায় জায়গা হয়নি ভারতের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়কের।

কুয়েত জয়ের আনন্দে ভেসে যেতে চান না সন্দেশরা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

ভুবনেশ্বর, ১৯ নভেম্বর : 'ভারত বনাম কাতার- বিশ্বকাপ বাছাই পর্ব,' লেখা বাস থেকে অনুশীলনের জন্য ৭ ব্যাটালিয়নের মাঠে সুনীল ছেত্রী-সন্দেশ ঝিংগানদের নামতে দেখে গর্বিত হতে পারেন যে কোনও ভারতবাসী। এরকম বাস থেকে বিশ্বকাপে গিয়ে আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলের মতো দলের ফুটবলারদের নামতে দেখেছি। নবীন পট্টনায়েক শুক্রবার রাতে বিমানবন্দরে নামা থেকেই এরকম বাস দিয়ে সম্মানিত করেছেন ইগর স্টিমাকের দলকে।

জিম সেশনে সন্দেশ ঝিংগান। ভুবনেশ্বরে রবিবার।

কাতার ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে মেন ইন ব্লু-র। কুয়েত ম্যাচের জয় যে শরীরী ভাষায় বদল এনেছে তা অনুশীলনেই বোঝা যাচ্ছিল। দলের অন্যতম সিনিয়ার ফুটবলার সন্দেশ মনে করেন, 'এই টুর্নামেন্টের গুরুত্বই আমাদের বদলে দিয়েছে। কিংস কাপ ও মারডেকা কাপেও আমরা নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বলতে পারেন আমাদের সেরা দিন ছিল না। অবশ্যই হেরে গিয়ে খুব খারাপ লেগেছিল। একইসঙ্গ শিক্ষাও নিয়েছি।' এবার হাতে খুব কম সময়ের মধ্যে এই বাছাইপর্ব খেলতে হচ্ছে। গতবারের এশিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়ন কাতারের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে সন্দেশের বক্তব্য, 'জিতে শুরু করাটা খুব জরুরি ছিল। আমরা গর্বিত যে প্রথম ধাপটা পার করতে পেরেছি। কুয়েতও যথেষ্ট কঠিন প্রতিপক্ষ ছিল। তবে ওই জয় আর মাথায় রাখা চলবে না। এখন সামনে বিরাট বড় একটা ম্যাচ। আনন্দে ভেসে গেলে চলবে না। মাথা ঠান্ডা রেখে এগোতে হবে। আরও বড় স্বপ্ন, আরও ভালো খেলা, আরও বড় কাজ। এটাই লক্ষ্য হোক।'

তাঁর মন্তব্যেই পরিষ্কোর, কাতারের বিপক্ষেও এখন ভালো কিছু করার স্বপ্ন দেখছে ভারতীয় দল। আর কে না জানে, স্বপ্ন যাঁরা দেখেন, তাঁদেরই সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শচীনের জার্সি হাতে বিরাট কোহলি।

বিরাটকে জার্সি উপহার শচীনের

আহমেদাবাদ, ১৯ নভেম্বর : বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলতে নামার আগে নিজের আইডলের কাছ থেকে উপহার পেলেন বিরাট কোহলি। বিরাটের ক্রিকেটীয় অনুপ্রেরণা কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকার বিশ্বজয়ের মহারণের পূর্বে নিজের সই করা একটি জার্সি উপহার দিলেন তাঁর উত্তরসূরিকে। সেই হৃদয়গ্রাহী মুহূর্ত সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে একটি পোস্ট করেছে নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। পোস্টে লেখা রয়েছে, 'আমাদের গর্বিত করো।' যেন মাস্টার ব্লাস্টার তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি বিরাটকে এই কথাগুলোই বলতে চাচ্ছেন। ঘটনাটি যেন এক কিংবদন্তির আরেক কিংবদন্তির হাতে ব্যাটন তুলে দেওয়ার রূপক। কারণ চলতি বিশ্বকাপে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট। ইতিমধ্যেই তিনি ভেঙে ফেলেছেন শচীনের এক বিশ্বকাপে সর্বাধিক ৬৭৩ রানের রেকর্ড। এছাড়াও তাঁর ওডিআই-এ সর্বাধিক শতরানের রেকর্ড এখন বিরাটের দখলে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাস্টার ব্লাস্টারের ৪৯ শতরানের নজির টপকে বিরাট রয়েছেন ৫০ শতরানে।

দুই মাস মাঠের বাইরে ভিনিসিয়াস

মাদ্রিদ, ১৯ নভেম্বর : চোট-আঘাত যেন পিছু ছাড়ছে না রিয়াল মাদ্রিদের। আগেই চোট পেয়ে মাঠের বাইরে চলে গিয়েছেন থিবো কুর্তোয়া, অরিলিয়েন চৌয়ামেনি, জুডে বেলিংহামের মতো তারকারা। এবার সেই তালিকায় নবতম সংযোজন ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। শুক্রবার জাতীয় দলের হয়ে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে চোট পান তিনি। ওই ম্যাচে কলম্বিয়ার বিপক্ষে ৪ মিনিটে ভিনির পাস থেকে গোল করেছিলেন গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি। কিছুক্ষণ বাদেই চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন মাদ্রিদ তারকা। মাদ্রিদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মেডিকেল পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে ভিনিসিয়াসের বাঁ পায়ের পেশি ছিঁড়ে গিয়েছে। পুরোপুরি সেরে উঠতে ভিনির দুই মাস সময় লাগবে।

মরশুমের শুরু থেকেই হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ভুগছিলেন ভিনি। প্রায় একমাস মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি। ভিনিসিয়াসের ফের চোটে চিন্তা বাড়ল মাদ্রিদ কোচ আন্সেলোত্তির। যদিও মাদ্রিদ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নকআউট পর্বে যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে। কিন্তু আগামীদিনে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। তাই দ্রুত ভিনির পরিবর্ত খেলোয়াড় খুঁজে বের করতে হবে মাদ্রিদ ম্যানেজমেন্টকে। আগেই চোটের কারণে মাঠের বাইরে মাদ্রিদের দুই গোলরক্ষক কোর্তয়া ও কেপা। সেইসঙ্গে বেলিংহাম, চৌয়ামেনি, এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গার মতো তারকাও মাঠের বাইরে। তাই ভিনির চোটে চিন্তা বাড়ল মাদ্রিদ ম্যানেজমেন্টের।

ইউরোয় নেদারল্যান্ডস-রোমানিয়া

এমবাপের হ্যাটট্রিকে ১৪ গোলের ঝড় ফ্রান্সের

প্যারিস, ১৯ নভেম্বর : ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের মূলপর্বের ছাড়পত্র ফ্রান্স আগেই পেয়ে গিয়েছিল। রবিবার নিয়মরক্ষার ম্যাচে ১০ জনের জিব্রাল্টারকে তারা ১৪-০ গোলে হারাল। সেইসঙ্গে প্রতিযোগিতার ও ফরাসি ফুটবলের ইতিহাসে বৃহত্তম জয় পেল কিলিয়ান এমবাপেরা। তাদের গ্রুপের অন্য ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে ১-০ গোলে হারিয়ে মূলপর্বে উঠল নেদারল্যান্ডস। ক্রোয়েশিয়ায়ও ২-০ গোলে লাটভিয়াকে হারিয়ে ইউরোর মূলপর্বে ওঠা কার্যত নিশ্চিত করে ফেলেছে। অন্যদিকে ইজরায়েলকে ২-১ গোলে হারিয়ে মূলপর্বে উঠল রোমানিয়া। আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের নরওয়ে ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছে। সোমবার স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে নিয়মরক্ষার ম্যাচে চোটের কারণে পাওয়া যাবে না ম্যাঞ্চেস্টার সিটির তারকাকে।

রবিবার ঘরের মাঠে জিব্রাল্টারের বিরুদ্ধে গোল উৎসবে ৯ জন ফরাসি ফুটবলার স্কোরবোর্ডে নাম তোলেন। জোড়া গোল করেন কিংসলে কোমান (৩৬ ও ৬৫ মিনিট) ও অলিভার জিরু (৮৯ ও ৯০+১ মিনিট)। একটি করে গোল মার্কাস থুরাম (৩ মিনিট), ওয়ারেন জাইরে এমারি (১৬ মিনিট), জোনাথন ক্লাউস (৩৪ মিনিট), ইউসুফ ফোফানা (৩৭ মিনিট), আদ্রিয়ান র‍্যাবিও (৬৩ মিনিট) ও ওসমানে ডেম্বেলের (৭৩ মিনিট) করা। ৩০ মিনিটে এমবাপে তাঁর প্রথম গোলটি পান পেনাল্টি থেকে। ৭৪ মিনিটে বাঁ প্রান্ত দিয়ে থিও হার্নান্ডেজের সেন্টার থেকে দলের একাদশ ও নিদের দ্বিতীয় গোলটি করেন ২৪ বছর বয়সি তারকা। তবে ৮২ মিনিটে সেন্টার লাইনের কাছ থেকে দূরপাল্লার শটে যেভাবে গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন, সেটা আলাদাভাবে প্রশংসার দাবি রাখে।

অন্য ম্যাচে আইরিশদের বিরুদ্ধে ১২ মিনিটে ওয়াউট ওয়েগহর্স্টের গোলই ম্যাচের ভাগ্য ঠিক করে দেয়। প্রতি আক্রমণ থেকে মাঝমাঠে বল ধরে প্রায় ৬০ গজ দৌড়ে একক দক্ষতায় গোলটি করেন তিনি। অন্যদিকে, লাটভিয়ার বিরুদ্ধে লোভরো মায়ের ও আন্দ্রে ক্রামারিচের গোলে ইউরোর মূলপর্বে ওঠার পথ প্রশস্ত করল ক্রোয়েশিয়া। পাশাপাশি জর্জ পুসকাস ও ইয়ানিস হাগির গোলে ইউরোর মূলপর্বে রোমানিয়া। আবার সোমবার স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে নরওয়ের হয়ে দেখা যাবে না হাল্যান্ডকে। গত বৃহস্পতিবার ফেরো আইল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচে চোট পান এই ম্যান সিটি তারকা। এই নিয়ে নিজেই সমাজমাধ্যমে জানান, 'দুর্ভাগ্যবশত স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে পারব না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুস্থ হয়ে ফেরার চেষ্টা করব।'

একনজরে ফলাফল

পোল্যান্ড – ১	চেক প্রজাতন্ত্র – ১
ডেনমার্ক – ২	স্লোভেনিয়া – ১
আলবেনিয়া – ১	ওয়েলস – ১
বেলারুশ – ০	অ্যান্ডোরা – ১
লাটভিয়া – ০	ক্রোয়েশিয়া – ২
নেদারল্যান্ডস – ১	আয়ারল্যান্ড – ০
ফ্রান্স – ১৪	জিব্রাল্টার – ০
সুইৎজারল্যান্ড – ১	কসোভো – ১
ইজরায়েল – ১	রোমানিয়া – ২

হ্যাটট্রিকের উল্লাস ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপের।

জার্মানিকে হারিয়ে চমক তুরস্কের

মিউনিখ, ১৯ নভেম্বর : খারাপ সময় যেন ছায়াসঙ্গী হয়ে উঠেছে জার্মানির। ঘরের মাঠে তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচে ৩-২ গোলে হারাল জুলিয়ান নাগেলসম্যানের দল। সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় দলের হটসিটে বসার পর থেকে দুইটি ম্যাচের একটি জয় ও একটি ড্র করেছিল জার্মানি। কিন্তু রবিবার তুরস্কের বিরুদ্ধে ফের 'এগিয়ে গিয়েও ম্যাচ হাতছাড়া করা'-র পুরোনো রোগ দেখা গেল চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের।

ম্যাচ শুরু হওয়ার ৫ মিনিটের মধ্যে কাই হাবার্জের গোলে এগিয়ে যায় জার্মানি। ৩৮ মিনিটে তুরস্কের হয়ে সমতা ফেরান ফার্ডি কাডিওগলু। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে অতিথি দলকে এগিয়ে দেন কেনান ইলডিজ। দ্বিতীয়ার্ধে খেলা শুরু হওয়ার ৪ মিনিটের মধ্যে নিকলাস ফুলক্রুগের গোলে সমতা ফেরায় জার্মানি। ৭১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে তুরস্কের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন ইউসুফ সান। সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রথমবার জার্মানিকে হারাল তুরস্ক। আবার ঘরের মাঠে জাতীয় দলের কোচ হিসেবে প্রথম ম্যাচে হারটাও বিষাদের নাগেলসম্যানের কাছে। তবে ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, 'এই পরাজয় আমায় ব্যক্তিগতভাবে প্রভাবিত করেনি। তবে ওদের পেনাল্টি নিয়ে আমার মনে সন্দেহ আছে।'

ট্রফি নিচ্ছে কাটিহার রাইজিং স্টার। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

অ্যামিগোজ এরিনার ক্রিকেটে রানার্স মালদা জেনিথ এফসি

গাজোল, ১৯ নভেম্বর : অ্যামিগোজ ক্রিকেট এরিনার টি২০ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল কাটিহার রাইজিং স্টার। রবিবার ফাইনালে তারা ১৫ রানে মালদা জেনিথ এফসি-কে হারিয়েছে। প্রথমে ব্যাট করে কাটিহার ফাইনালের সেরা রাহুল ভৌমিকের ৬৩ ও সাদিক রেজার ২৭ রানে ভর করে ১৮৪ রান তোলে। নিরঞ্জন বিশ্বাস ৩টি ও আদিত্য ২টি উইকেট পান। জবাবে প্রীতম শ্রীবিন্দের ৫৭ রানের ইনিংস সত্ত্বেও ১৬৯ রানে আটকে যায় মালদা। আজমত রেজা ও সচিন যাদব ৩টি করে উইকেট তোলেন। সেরা ব্যাটসম্যান হয়েছেন প্রতিযোগিতার সেরা রাহুল ভৌমিক। সেরা বোলার মালদার সত্যজিৎ মণ্ডল।

জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগ শুরু

কোচবিহার, ১৯ নভেম্বর : জেনকিন্স স্কুলের প্রাক্তনীদের জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে ২০১২ প্রাক্তনী ১০ উইকেটে ২০১১ প্রাক্তনীকে হারিয়েছে। রবিবার বিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে ২০১১ নির্ধারিত ১০ ওভারে ১০৭/৪ স্কোরে পৌছায়। স্নেহঙ্কর রায় ৪৫ রান করেন। অরিঘ্ন দে ২৭ রানে ২উইকেট পান। জবাবে ৬.৫ ওভারে বিনা উইকেটে ১১১ রান তুলে নেয় ২০১২। ম্যাচের সেরা পিন্টু রাউত ১০০ রান করেন। সোমবার দুইটি ম্যাচ হবে।

আইসিসি-কে ফের তোপ রণসিংঘের

কলম্বো, ১৯ নভেম্বর : গত রবিবারই শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটকে আইসিসি'র সদস্যপদ থেকে সরানোর সিদ্ধান্তকে 'নীতি বিরুদ্ধ' বলে সমালোচনা করেন শ্রীলঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রী রোশন রণসিংঘে। এদিন ফের আইসিসি-কে নিশানা করে তোপ দাগলেন তিনি। বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তুলে রণসিংঘে বলেছেন, 'আমাদের দেশের সঙ্গে আইসিসি বিরাট বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অডিট রিপোর্টে দুর্নীতি ধরা পড়ার পরেও ওরা নিজেদের সদস্যপদ ধরে রেখেছে।'

শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট বোর্ডকে নির্বাসিত করার পর প্রাক্তন অধিনায়ক অর্জুনা রণতুঙ্গার নেতৃত্বাধীন একটি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন করেন রণসিংঘে। তারপরই বোর্ডের কাজে সরকারের হস্তক্ষেপের জন্য আইসিসি তাদের নির্বাসিত করে। পরে কোর্টের নির্দেশে সেই কমিটি ভেঙেও ফেলা হয়। তবে এখনও আইসিসি তাদের সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছে।

জয় পেল শ্রীনিধি ও শিলং লাজং

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : আই লিগের ম্যাচে জয় পেল শ্রীনিধি ডেকান এফসি। তারা ৫-০ গোলে হারাল ট্রাউ এফসি-কে। শ্রীনিধির হয়ে জোড়া গোল করেন জগদীপ সিং। বাকি গোলগুলি গুরমুখ সিং, লালরোমাউয়া ও ডেভিড মুনোজের। পাশাপাশি অপর ম্যাচে শিলং লাজং ৩-১ গোলে হারিয়েছে গোকুলাম কেরালা এফসি-কে। ড্যানিয়েল, পাওলিনহো ও হার্ডি নংবারি। গোকুলামের হয়ে একমাত্র গোল নিলির।

চ্যাম্পিয়ন আড়িয়াদহ

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : কলকাতা ফুটবল লিগের পঞ্চম ডিভিশনে 'এ' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হল আড়িয়াদহ স্পোর্টিং ক্লাব। রবিবার ফাইনালে তারা বেনিয়াপুকুর ইনস্টিটিউটকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে।

আওয়ামি লিগের প্রার্থী হচ্ছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক সাকিব

ঢাকা, ১৯ নভেম্বর : মাশরাফি মোর্তাজার পথেই সাকিব আল হাসান। ক্রিকেটকে 'আলবিদা' জানানোর আগেই রাজনীতির অঙ্গনে পা রাখছেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের 'মুখ' সাকিব। আসন্ন নির্বাচনে একাধিক আসনে দাঁড়াতে চলেছেন বাংলাদেশ দলের বর্তমান অধিনায়ক। শনিবার নমিনেশন ফর্মও সংগ্রহ করেছেন।

মোর্তাজার মতো বর্তমান শাসকদল আওয়ামি লিগেই যোগ দিচ্ছেন। আজ একথা জানিয়েছেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন দলের যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল বাহাউদ্দিন নাসিম। খবরের সত্যতা স্বীকার করে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, শনিবার নমিনেশন ফর্ম তুলেছেন সাকিব। প্রাথমিক আলোচনা অনুযায়ী তিনটি কেন্দ্র থেকে দলের প্রার্থী হতে চলেছেন।

৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচন। তারকাদের প্রার্থী করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে দলগুলি। সাকিবের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনা চলে আওয়ামি লিগের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে। আলোচনা ফলপ্রসূ। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন দলের শীর্ষ কমিটি অনুমোদন দিয়েছে সাকিবের প্রার্থীপদ নিয়ে।

দলের যুগ্ম জেনারেল সেক্রেটারি বাহাউদ্দিন নাসিম বলেছেন, 'সাকিব তারকা। দেশের যুবসমাজের মধ্যে ওর জনপ্রিয়তা, প্রভাব বিশাল। ওর অন্তর্ভুক্তিতে দল উপকৃত হবে। দলের তরফে সাকিবকে স্বাগত।' সাকিবের সম্ভাব্য সিটের মধ্যে রয়েছে নিজের জেলার মাগুরা এবং দেশের রাজধানী ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। আঙুলের চোটের জন্য আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজে খেলতে পারছেন না সাকিব। ক্রিকেট থেকে ছুটি নিয়ে আপাতত নজর রাজনৈতিক ময়দানে।

প্রধান প্রধান বিরোধী দলগুলি ভোট বয়কটের পথে। গত ১৫ বছর ধরে বাংলাদেশের ক্ষমতায় থাকা আওয়ামি লিগের জয় কার্যত নিশ্চিত মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল। সাকিবের উপস্থিতি বাড়তি রসদ জোগাবে। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে কেরিয়ারের মধ্যগগণে থাকাকালীন আওয়ামি লিগে যোগ দেন ২০১৯ বিশ্বকাপে দলকে নেতৃত্ব দেওয়া মাশরাফি। এবার শেখ হাসিনার দলে ২০২৩ বিশ্বকাপের বাংলাদেশ-দলপতি।

বাগানের ম্যাচ ওড়িশায়

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচের ভেনু পরিবর্তন করা হয়েছে। পূর্বে প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী ২ ডিসেম্বর এই ম্যাচ হায়দরাবাদের ঘরের মাঠে হওয়ার কথা। কিন্তু আইএসএল কতৃপক্ষ জানিয়েছে, ওই ম্যাচটি ওড়িশার কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। তেলেঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচনের কারণে মাঠ বদলের এই সিদ্ধান্ত।

ব্যর্থতার রাত

ফাইনালের সেরা
ট্রাভিস হেড (১৩৭ রান)

প্রতিযোগিতার সেরা
বিরাট কোহলি
(৭৬৫ রান, ১ উইকেট)

হেডেক

১২০ বলে ১৩৭ রানের ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ষষ্ঠ বিশ্বকাপ জয়ের ভিত গড়ে দেন ট্রাভিস হেড

বিশ্বকাপে টানা পাঁচ ৫০ প্লাস স্কোর

৫	স্টিভেন স্মিথ	২০১৫
৫	বিরাট কোহলি	২০১৯
৫	বিরাট কোহলি	২০২৩

চলতি বিশ্বকাপে সর্বাধিক রান

স্থান	নাম	দেশ	ম্যাচ	রান
১	বিরাট কোহলি	ভারত	১১	৭৬৫
২	রোহিত শর্মা	ভারত	১১	৫৯৭
৩	কুইন্টন ডি কক	দক্ষিণ আফ্রিকা	১০	৫৯৪
৪	রাচিন রবীন্দ্র	নিউজিল্যান্ড	১০	৫৭৮
৫	ড্যারিল মিচেল	নিউজিল্যান্ড	৯	৫৫২

চলতি বিশ্বকাপে সর্বাধিক উইকেট

স্থান	নাম	দেশ	ম্যাচ	উইকেট
১	মহম্মদ সামি	ভারত	৭	২৪
২	অ্যাডাম জাম্পা	অস্ট্রেলিয়া	১১	২৩
৩	দিলশান মদুশঙ্কা	শ্রীলঙ্কা	৯	২১
৪	জসপ্রীত বুমরাহ	ভারত	১১	২০
৫	জেরাল্ড কোয়েৎজে	দক্ষিণ আফ্রিকা	৮	২০

ওডিআইয়ে একটি দলের বিরুদ্ধে সর্বাধিক ছক্কা

ছক্কা	ক্রিকেটার	প্রতিপক্ষ
৮৬	রোহিত শর্মা	অস্ট্রেলিয়া
৮৫	ক্রিস গেইল	ইংল্যান্ড
৬৩	শাহিদ আফ্রিদি	শ্রীলঙ্কা
৫৩	সনৎ জয়সূর্য	পাকিস্তান

নজরে পরিসংখ্যান

২ ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালে দ্বিতীয় ওপেনার হিসেবে শতরান করলেন ট্রাভিস হেড। ২০০৭ সালে প্রথমবার এই কীর্তি গড়েছিলেন অ্যাডাম গিলক্রিস্ট।

২৩ এক বিশ্বকাপে স্পিনারদের মধ্যে সর্বাধিক ২৩ উইকেট নিলেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম জাম্পা। ভাঙলেন মুথাইয়া মুরলীধরনের রেকর্ড।

৮৬ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৮৬ ছক্কা হাঁকিয়ে কোনও একটি দেশের বিরুদ্ধে ওডিআইয়ে সর্বাধিক ওভার বাউন্ডারির নজির গড়লেন রোহিত শর্মা। পেরিয়ে যান ক্রিস গেইলের ৮৫ ছক্কার (ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে) নজির।

সেমিফাইনাল ও ফাইনালে সর্বাধিক ৫০ প্লাস স্কোর

ক্রিকেটার	সাল
মাইক ব্রিয়ারলি	১৯৭৯
ডেভিড বুন	১৯৮৭
জাভেদ মিয়াঁদাদ	১৯৯২
অরবিন্দ ডি সিলভা	১৯৯৬
গ্র্যান্ট ইলিয়ট	২০১৫
স্টিভেন স্মিথ	২০১৫
বিরাট কোহলি	২০২৩

বিশ্বকাপে সর্বাধিক রান

ব্যাটার	ইনিংস	রান
শচীন তেন্ডুলকার	৪৪	২২৭৮
বিরাট কোহলি	৩৭	১৭৯২
রিকি পন্টিং	৪২	১৭৪৩
রোহিত শর্মা	২৮	১৫৬০
কুমার সাঙ্গাকারা	৩৫	১৫৩২

বিশ্বকাপে অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক রান

রান	ব্যাটার	সাল
৫৯৭	রোহিত শর্মা	২০২৩
৫৭৮	কেন উইলিয়ামসন	২০১৯
৫৪৮	মাহেলা জয়বর্ধনে	২০০৭

ওডিআইয়ে একবছরে সর্বাধিক পার্টনারশিপ

রান	জুটি	সাল
১৬৩৫	শচীন তেন্ডুলকার–সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৯৮
১৫২৩	রোহিত শর্মা–শুভমান গিল	২০২৩
১৫১৮	অ্যাডাম গিলক্রিস্ট–মার্ক ওয়া	১৯৯৯
১৪৮৩	শচীন তেন্ডুলকার–সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়	২০০০

সমবেদনা ইরফান–হরভজনদের

রোহিতের আত্মঘাতী শটকে দুষলেন সানি

আহমেদাবাদ, ১৯ নভেম্বর : মাঠে এক লক্ষ তিরিশ হাজার।

মাঠের বাইরে টিভির সামনে কোটি কোটি। একটাই প্রার্থনা রোহিত শর্মার হাতে বিশ্বকাপ। পারদ উসকে দিয়ে প্যাট কামিন্সের ছুড়ে দেওয়া ব্যাটিংয়ের চ্যালেঞ্জে রোহিত পাওয়ার প্লে–তে একেবারে 'হিটম্যান' মেজাজে।

রোহিত শোয়ের সামনে দিশেহারা জোশ হ্যাজেলউড, মিচেল স্টার্করা। মন্থর উইকেটের প্রতিবন্ধকতাকে তুড়ি মেরে ১০ ওভারে আশি ভারত। এখান থেকে হঠাৎই বিপরীত দৃশ্য। মিসটাইম শটে রোহিত আউট। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের স্পিন এবং ট্রাভিস হেডের দুরন্ত ক্যাচ।

অতিরিক্ত আগ্রাসী হতে গিয়ে অজিদের ম্যাচে ফেরার যে সুযোগ দেওয়া মানতে পারছেন না সুনীল গাভাসকার। কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, ফাইনালে পরিকল্পনা পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু পিচ, পরিস্থিতি বুঝে আজ দরকার ছিল অ্যাডজাস্টমেন্ট ও ধৈর্যের।

গাভাসকারের কথায়, 'পাওয়ার প্লে–র শেষ ওভার। শেষ কয়েকটা বলের পুরো ফায়দা নিতে চাইছিল রোহিত। কিন্তু ওভারে দশ রান হয়ে গিয়েছে। প্রথম দশ ওভারে আশি রানও চলে এসেছে। প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণ। অযথা ঝুঁকির প্রয়োজন ছিল না। আর একটু ধৈর্য দেখালে পারত।'

বিরাট কোহলি–লোকেশ রাহুলের অতিরিক্ত 'খোলসের' মধ্যে ঢুকে থাকার যুক্তিও খুঁজে পাচ্ছেন না। গাভাসকারের মতে, রোহিত, শ্রেয়স আইয়ারের উইকেট খোয়ানোর পর বড় জুটি দরকার ছিল। সেই লক্ষ্যে অনেকটাই সফল ওরা। কিন্তু একটু বেশিই খোলসের মধ্যে ঢুকে থাকল। ম্যাক্সওয়েল, হেডদের টার্গেট করা উচিত ছিল। স্টার্ক–হ্যাজেলউড–প্যাট কামিন্সের বিরুদ্ধে ঠিক আছে, কিন্তু ম্যাক্সওয়েলদের সমীহ দেখানোর যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না।

প্রথম দশে ৮০। পরের ১৮.১ ওভারে বিরাট–লোকেশের জুটিতে মাত্র ৬৭। অজিদের তৈরি বোলিং চক্রব্যূহ ভাঙার প্রয়াস না দেখে কিছুটা হতাশ রবি শাস্ত্রী। এক্ষেত্রে লোকেশকেই (১০৭ বলে ৬৬) দুষছেন। প্রাক্তন হেডকোচের যুক্তি, গোটা টুর্নামেন্টে বিরাট অ্যাঙ্কার রোলে। বিরাটকে ঘিরে বাকিরা আগ্রাসী ব্যাটিং করেছে। জমে যাওয়ার পর লোকেশের সেটাই করা উচিত ছিল। অতিরিক্ত রক্ষণাত্মক হতে গিয়ে বোলারদের ওপর চাপই তৈরি করা যায়নি।

রোহিত শর্মার এই শট ও ট্রাভিস হেডের ক্যাচ এখন যাবতীয় আলোচনার কেন্দ্রে।

প্রথম দশে ১২টি বাউন্ডারি। পরের চল্লিশে মাত্র চার! অতিরিক্ত খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়ার ছবিটা পরিষ্কার। হরভজন সিং, ইরফান পাঠানরা যদিও লোকেশদের কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ। হরভজন যেমন গুরুত্ব দিলেন শ্রেয়স আইয়ারের দ্রুত আউটকে। যুক্তি, 'যেভাবে শুরু করে এদিনও তা করেছে রোহিত। বাকিরা সেই টেম্পোটা বজায় রেখেছে। কিন্তু রোহিতের পরপর শ্রেয়স ফিরতে সমীকরণ বদলে যায়। মাঝের ওভারে অজি স্পিনারদের বিরুদ্ধে সেরা হাতিয়ার ছিল ও। লম্বা ছক্কায় স্কোরটাকে দ্রুত টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। আজ তৃতীয় বলেই ফিরল। যা চাপ বাড়িয়ে দেয় বিরাট–লোকেশের ওপর।'

কমেন্ট্রি টিমের আরেক সদস্য সঞ্জয় বাঙ্গার মন্থর পিচকে দায়ী করলেন। জানান, বল ঠিকঠাক ব্যাটে আসছিল না। হ্যাজেলউড, কামিন্সরাও একেবারে পরিকল্পনামাফিক বল করলেন। ব্যাটারদের ফ্রন্টফুটে খেলার সুযোগই দেননি। সারাক্ষণ ব্যাকফুটে খেলতে বাধ্য করলেন লেগের দিকে বাড়তি ফিল্ডার রেখে। রোহিতের পাশে ইরফানও। বলেছেন, 'এই পিচে নতুন বলটা গুরুত্বপূর্ণ। যা বুঝতে পেরে শুরুতেই ব্যাট ঘুরিয়েছে রোহিত। রোহিতের ইনিংস সরিয়ে রাখলে ভারতের স্কোর ২৪০ পৌঁছোয় না। আসলে ও চেয়েছিল আরও কিছুটা রান পাওয়ার প্লে–তে এসে গেলে, মাঝের ওভারে অনেক বেশি চাপমুক্ত হয়ে খেলতে পারবে। কৃতিত্বটা প্রাপ্য অজি বোলারদের।'

ইনিংস ব্রেকে হরভজন–ইরফানের আরও দাবি, ২৪০–র পুঁজি নিয়েও জেতার ক্ষমতা রয়েছে ভারতের। আহমেদাবাদের এই পিচে যে রান তোলা সহজ নয়।

হাসপাতালে সামির মা

আহমেদাবাদ, ১৯ নভেম্বর : সেমিফাইনালে সাত শিকারের পর মাকে ফোন করেছিলেন। বলেছিলেন, বিশ্বকাপ জিতে ফিরবেন। চেয়েছিলেন ফাইনাল ম্যাচ দেখার জন্য মাকে আহমেদাবাদে নিয়েও আসতে। কিন্তু ফাইনাল যুদ্ধে নামার আগে দুঃসংবাদ মহম্মদ সামির জন্য। হঠাৎ অসুস্থ মা আঞ্জুম আরা। স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার জন্য হাসপাতালে পর্যন্ত ভর্তি করতে হয়।

ফাইনালের আগে ছেলে এবং ভারতীয় দলের সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করেন সামি–জননী। জানিয়েছেন, শামির সঙ্গে তার কথা হয়েছে। সবার খোঁজ নেন। ভারতের সাফল্য নিয়ে আত্মবিশ্বাসের কথা জানান। ফাইনাল ম্যাচের আগে সামি–জননীর একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা হয়েছে। যেখানে তিনি বলেছেন, 'আমি চাই ভারতীয় দল বিশ্বকাপ জিতুক এবং দেশবাসীকে আনন্দ এনে দিক।'

কিন্তু মহারণের আগে এদিন সকালে হঠাৎই জ্বর। তারপরই অবস্থার অবনতি। দ্রুত উত্তরপ্রদেশের আমরোহা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে ফাইনালে মাঠে উপস্থিত থাকার ইচ্ছে থাকলেও তা শেষপর্যন্ত আটকে যায় শারীরিক অসুস্থতার জন্য। হাসপাতাল সূত্রের খবর, চিকিৎসা চলছে। শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। বিপন্মুক্ত সামি–জননী। চিন্তার কিছু নেই।

ফাইনালে জকোভিচ

তুরিন, ১৯ নভেম্বর : কেরিয়ারের সপ্তম এটিপি ফাইনালস জয়ের মুখে দাঁড়িয়ে সার্বিয়ান টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচ। সেমিফাইনালে স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়াকে ৬–৩, ৬–২ গেমে হারিয়েছেন বিশ্বের এক নম্বর। চলতি বছর দারুণ ছন্দে রয়েছেন জোকার। তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন তিনি। রবিবার ফাইনালে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ইতালিয়ান প্রতিপক্ষ জানিক সিনার। এই সিনারের কাছে নোভাক গ্রুপ পর্বে পরাজিত হয়েছিলেন। অপর সেমিফাইনালে সিনার ৬–৩, ৬–৭ (৪/ ৭), ৬–১ গেমে হারিয়েছেন ড্যানিল মেদভেদেভকে। ২২ বছরের ইতালিয়ান তারকা তাঁর কেরিয়ারের সেরা মরশুমটি কাটাচ্ছেন।

স্বপ্নের দিন শেষ হল স্বপ্নভঙ্গের রাতে

প্রথম পাতার পর

টসে হেরে শুরুতে ব্যাট করতে নামা ভারতীয় দলের ব্যাটারদের দিনটা আজ ভালো যায়নি। অধিনায়ক রোহিত, ওপেনার শুভমান গিলরা শেষ ম্যাচগুলির মতো দলকে আজ ভরসা দিতে পারেননি। চার নম্বরে শ্রেয়স আইয়ারও আজ ব্যর্থ। বিরাট কোহলি ও লোকেশ রাহুল দলকে ভরসা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের ৬৭ রানের পার্টনারশিপ স্বপ্ন দেখালেও বড় রানের ইমারত গড়া যায়নি।

অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে মানসিক যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। জানিয়েছিলেন, এক লক্ষ তিরিশ হাজারের গ্যালারিকে 'শান্ত' রাখতে পারলে খুশি হবেন তিনি। নিখুঁত পরিকল্পনা ও সেই পরিকল্পনা বাস্তবে কার্যকর করে দেখিয়ে অধিনায়ক কামিন্স তাঁর কথা রেখেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, গুজরাট সহ মোট আট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একঝাঁক শীর্ষ কর্তা, বলিউডের কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোঁসলে থেকে শুরু করে শাহরুখ খান–তারকা সমাবেশের মঞ্চকে কামিন্স ও তাঁর দল শান্ত রাখতে পেরেছিলেন। ধারাবাহিকভাবে টিম ইন্ডিয়ার উইকেট পতনের পাশে রানের গতিও কমে গিয়েছিল। টানা ৭০ বল ভারতীয় ব্যাটাররা কোনও বাউন্ডারি মারতে পারেননি, এমন নজিরবিহীন ঘটনারও আজ সাক্ষী থাকল মোদি স্টেডিয়াম। ভারতীয় ইনিংসের শেষ ৪০ ওভারে মাত্র ১৬০ রান হওয়া যার বড় প্রমাণ। বিশ্বকাপ ফাইনালের মঞ্চে খেতাব জয়ের স্বপ্ন দেখা কোনও দলের জন্যই এমন পরিসংখ্যান ভালো বিজ্ঞাপন নয়।

কিন্তু তারপরও মোদি স্টেডিয়ামের নীল গ্যালারি পুরো সময়ই ভারতীয় দলের সঙ্গে ছিল। যখনই ভারতীয় ব্যাটাররা রান পেয়েছেন, বহু চেষ্টার পর বাউন্ডারি মারতে সফল হয়েছেন– আবেগের স্ফূরণ ঘটেছে নীল গ্যালারিতে। মোদি স্টেডিয়ামে নীলের সমারোহের মধ্যে হলুদ জার্সিও ছিল। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের মুষ্টিমেয় কয়েকজন সমর্থক আজ হাজির ছিলেন গ্যালারিতে। খেলা গড়ানোর সঙ্গেই গায়ে অজিদের হলুদ জার্সি ও হাতে ক্যাঙারু নিয়ে থাকা সেইসব অজি সমর্থক ষষ্ঠবার বিশ্বজয় করার আনন্দে মজেছিলেন। যদিও মহম্মদ সামি, জসপ্রীত বুমরাহরা ২৪০ রানের পুঁজি নিয়ে যখনই ডেভিড ওয়ার্নার, মিচেল মার্শদের উপর পালটা চাপ তৈরি করলেন, তখনই নতুনভাবে প্রাণ ফিরে পেল ফাইনালের ফ্রন্টিয়ারের মঞ্চ।

মহম্মদ সামি–জসপ্রীত বুমরাহদের ম্যাজিকে ওয়ার্নার–স্টিভেন স্মিথরা ফিরতেই বিশ্বজয়ের স্বপ্নে নয়া প্রাণ পেল গ্যালারি। কিন্তু সেই উচ্ছ্বাস বড়ই সাময়িক। চতুর্থ উইকেটে হেড–লাবুশেন জুটি ১৯২ রানের পার্টনারশিপে জয় ছিনিয়ে নিয়ে গেল। গ্যালারির সারাদিনের উচ্ছ্বাস বদলে গেল শ্মশানের স্তব্ধতায়।

হেডের কাছে হারল

প্রথম পাতার পর

মোদি স্টেডিয়ামে আজ টিম ইন্ডিয়ার পারফরমেন্সের পর এমন প্রশ্ন উঠবেই। উঠছেও। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সেমিফাইনাল ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে উড়িয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছিল রোহিত শর্মার ভারত। টানা দশ ম্যাচে একপেশে, অনায়াস জয়ের মাধ্যমে ফাইনালে পৌঁছেছিল টিম ইন্ডিয়া। আর সেই ফাইনালেই আজ বিশ্বজয়ের মঞ্চে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হল ভারতীয় দলকে। ২০০৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারত। মাস খানেক আগে লন্ডনের ওভালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালেও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হারতে হয়েছিল রোহিতদের। সেই ধারা বজায় রেখে আজ মোদি স্টেডিয়ামে 'হোম অ্যাডভান্টেজ' থাকার পরও ছয় উইকেটে হেরে রানার্স হল ভারত। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করে শুরু থেকেই অস্বস্তিতে ছিলেন ভারতীয় ব্যাটাররা। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২৪০ রানে শেষ হয় টিম ইন্ডিয়ার ইনিংস। জবাবে হেডের ব্যাটে ভর দিয়ে অনায়াসে ৪২ বল বাকি থাকতে ২৪১/৪ করে ষষ্ঠবার বিশ্বকাপ জিতে নিল অস্ট্রেলিয়া।

চেন্নাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছিল ভারত। এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচেই কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউড (৬০/২), মিচেল স্টার্কদের (৫৫/৩) সামনে কেঁপে গিয়েছিল ভারতীয় ব্যাটিং। যদিও সেদিন ধাক্কাটা সামলে দিয়েছিলেন বিরাট কোহলি (৫৪) ও রাহুল (৬৬)। টপ অর্ডারের ব্যর্থতার পর আজও বিরাট–রাহুলরা সেই কাজটা শুরু করেছিলেন। কিন্তু দলের বড় রানের ভিতটা গড়তে পারেননি। শুধু কোহলি–রাহুলরাই নন। শুভমান গিল (৪), শ্রেয়স আইয়াররাও (৪) পারেননি দলকে ভরসা দিতে। যার নেপথ্যে রয়েছে একাধিক কারণ। এক, অজিদের নিখুঁত পরিকল্পনা। আর সফলভাবে সাজঘরের পরিকল্পনা মাঠে কাজে লাগানো। দুই, ভারতীয় দলের সব ক্রিকেটারকে নিয়ে দুর্দান্ত হোমওয়ার্ক করা। আর সেই হোমওয়ার্কের পাশে পুরো দলের দুর্দান্ত ফিল্ডিংও অজিদের সাফল্যের অন্যতম কারণ। তিন, কামিন্স–স্টার্ক–হ্যাজেলউডদের টেস্ট ম্যাচের লাইনে বল করা। মোদি স্টেডিয়ামের বাইশ গজ মন্থর ছিল ঠিকই। কিন্তু এমন পিচে নিয়মিতভাবে গতির হেরফের করে অজি পেসাররা যে বোলিংটা করেছেন, তা এককথায় রূপকথার।

স্যর ডনের দেশের সেই রূপকথার ক্রিকেটে নয়া নায়ক হিসেবে উদয় হয়েছেন হেড। এতদিন ক্রিকেট দুনিয়া জানত, হেড মানেই শুধু আগ্রাসী ব্যাটিং। অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলা। রাতের মোদি স্টেডিয়াম আজ অন্য হেডকে দেখল। যিনি অফস্টাম্প লাইনের বল ছাড়তে জানেন। অজিদের রান তাড়া শুরুর পর যখন মহম্মদ সামি (৪৭/১), জসপ্রীত বুমরাহদের (৪৩/২) পেস ও সুইংয়ে বিভ্রান্ত হয়ে জীবনের শেষ বিশ্বকাপ ম্যাচ খেলা ডেভিড ওয়ার্নার (৭), স্টিভেন স্মিথরা (৪) প্যাভিলিয়ানে ফিরে গিয়েছেন। নীল গ্যালারির গর্জনে কাঁপছে আহমেদাবাদ শহর। ঠিক সেই সময় মাথা ঠান্ডা রেখে ক্রিকেটীয় ইনটেন্ট দেখিয়ে দলকে সাফল্যের দিশা দিলেন হেড। মন্থর ঘূর্ণির পিচে রবীন্দ্র জাদেজা (৪৩/০), কুলদীপ যাদবদের (৫৬/০) অনায়াসে সামলে দিলেন।

বদলে যাওয়া হেডের সামনে নতজানু হওয়া ছাড়া আর কীই বা করার ছিল রোহিতদের।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা সতীশ চন্দ্র রায় - কে 05.10.2023 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 86J 10336 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "স্বল্প কিছু টাকা খরচ করে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতা যে কোনো ব্যক্তির জন্য আনন্দের বিষয়। ডিয়ার লটারি আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য সুযোগ করে দিচ্ছে। এটি আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার একটি খুব স্বচ্ছ উপায় এবং আমরা এটির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে পারি। আমাকে এই সুবর্ণ সুযোগটি দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি– ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in